চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 192 Monday, 12 June, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৯২ সংখ্যা ❋ ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০, সোমবার, ১২ জুন , ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

তৃণমূলের প্রার্থীদের জন্য মনোনয়ন পত্র 'হোম ডেলিভারির' করা হচ্ছে। অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর।
...বিস্তারিত পাতা ৩

দুই দশক বাদে পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে চলেছে পাহাড়ে, তাই সব দলের কাছেই অ্যাসিড টেস্ট।
...বিস্তারিত পাতা ৫

যদি হঠাৎ ভয় পেয়ে মাথা ঘুরে কেউ পড়ে যান, অথবা জ্ঞান হারিয়ে ফেললে কি করবেন।
...বিস্তারিত পাতা ৬

আইসিসি ট্রফির খরা কাটল না ভারতের, ২০১৩-য় শেষ বার ধোনির হাতে উঠেছিল সেই বিশ্ব খেতাব।
...বিস্তারিত পাতা ৮

গোবরজলে শুদ্ধিকরণ নিয়ে শান্তনুকে পাল্টা অভিষেকের

'তৃণমূল ভেঙে দেওয়া, গুঁড়িয়ে দেওয়ার রাজনীতি করে না'

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ১১ জুন ঃ নবজোয়ার কর্মসূচিতে রবিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ি গেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মতুয়াদের দুই গোষ্ঠীর বিবাদে ঠাকুরবাড়ির মূল মন্দিরে ঢুকতে পারলেন না অভিষেক। যা নিয়ে নিজের ক্ষোভ উগড়ে দেন তৃণমূল সাংসদ। বলেন, মতুয়া মন্দির কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। চাইলে ৫ মিনিটে মন্দিরে ঢুকতেই পারতাম। রবিবার সকাল থেকেই ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে অশান্তির বাতাবরণ ছিল। বেলা যত গড়িয়েছে, ততই মতুয়া সম্প্রদায়ের নিজেদের বিবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বনগাঁর ঠাকুরবাড়ি ও মন্দির। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নবজোয়ার কর্মসূচি নিয়ে ঠাকুরনগর যাওয়ার আগেই তুমুল বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। মূলত গত ফেব্রুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম বিকৃতভাবে উচ্চারণ করা নিয়ে সেসময় পথে নেমেছিলেন মতুয়ারা। অভিষেকের ঠাকুরবাড়ি আসা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভুল উচ্চারণের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ফের বিক্ষোভ দেখান মতুয়াদের একাংশ। মতুয়ারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে মন্দিরের মূল দরজা বন্ধ করে দেন। তাতে অভিষেক গিয়ে মূল মন্দিরে ঢুকতে পারেননি। তিনি মন্দিরের বাইরে থেকে প্রণাম সেরে বেরিয়ে সোজা চলে যান ঠাকুরবাড়িতে। মতুয়া সম্প্রদায়ের বড়মা প্রয়াত বীণাপানি দেবীর ঘরে গিয়ে তাঁর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান। সেখানে বসে কিছুক্ষণ কথা বলেন। এরপর বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমাকে আটকাতে বিজেপি বদ্ধপরিকর। সকাল থেকে মন্দির ঘিরে রেখেছি। চাইলে ৫ মিনিটে

মন্দিরে ঢুকতেই পারতাম। কিন্তু তা করিনি। মন্দির রাজনীতি করার জায়গায় নয়। এখানে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না আমার। হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলাম। আমার কর্মসূচি এখান থেকে দূরে, হাবড়ায়। এই মন্দির শান্তনু ঠাকুরের পৈতৃক সম্পত্তি নয়। মানুষের শ্রদ্ধা আর আবেগের জায়গা। যা করলেন ওঁরা, তার জবাব চাইবে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন। অভিষেক ঘুরে চলে গেলে, গোবর জল দিয়ে ঠাকুরবাড়ি এবং সংলগ্ন এলাকা শোধন করা হবে বলে আগেই জানিয়েছেন শান্তনু ঠাকুর। যা নিয়ে সুর চড়ান অভিষেক। বলেন, মতুয়া মন্দির কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। সকাল থেকে বিজেপির লোকেরা মন্দির ঘিরে রেখেছে। মতুয়া মাটিকে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। ধর্মকে সামনে রেখে রাজনীতি করছেন শান্তনু ঠাকুর, জবাব দেবে মানুষ। তিন মাস পর আবার আসব ঠাকুরবাড়িতে, পারলে ঠেকাবেন। এর আগে, অভিষেককেও একের পর এক আক্রমণ করেন শান্তনু ঠাকুর। এদিন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠাকুরবাড়ি সফরের আগে নিরাপত্তার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে উপস্থিত হয় রাজ্য পুলিশ। তা দেখেই ছুটে আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ ও ঠাকুর বাড়ির সদস্য শান্তনু ঠাকুর। বাড়িতে পুলিশ কেন, অভিষেক কে, প্রশ্ন তোলেন তিনি। অভিযোগ, এর পর রাজ্য পুলিশের কর্মীদের সরিয়ে দেন শান্তনু। ঠাকুরবাড়িতে ভোটের আগে আসতেই বা হবে কেন, বলেও প্রশ্ন তোলেন তিনি। শান্তনু বলেন, অভিষেক কে? কোন মন্ত্রী ও ? বাংলার মন্ত্রী না কেন্দ্রের? এত সাজগোজ হচ্ছে, মন্ত্রী এলেও হয় না, প্রধানমন্ত্রী যখন এসেছিলেন, তখনও হয়নি। ও কে? সাধারণ সাংসদ। ওর লোকসভায় এসব হোক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে, সাংসদ হিসেবে অভিষেক কে ? সূর্যের আলোয় চাঁদ যেমন আলোকিত হয়, ও তাই হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে ও যেমন সাংসদ, আমিও সাংসদ। ভোটের আগে ঠাকুরবাড়িতে এই মুহূর্তে কী আছে ? এবিষয়ে বনগাঁ লোকসভার প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর সাংবাদিকদের জানান, শান্তিপূর্ণ নবজোয়ার কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছিল, বিজেপি এই অনুষ্ঠাকে বানচাল করার জন্য এই অশান্তির সৃষ্টি করেছে। যদিও এ প্রসঙ্গে বিজেপির সাংসদ শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন, বিজেপি কিছুই করেনি, মতুয়াদের ধর্মগুরুদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া উচিত। সেটা না করে লোক দেখানো কর্মসূচি করতে আসছে অভিষেক। এদিকে পুলিশের উপস্থিতিতেই মতুয়া সম্প্রদায়ের ঠাকুরবাড়ি, পবিত্র শ্রীধাম মন্দিরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী টুইট করে লিখেছেন, পুলিশের সামনেই মতুয়া সম্প্রদায়ের ঠাকুরবাড়ি, পবিত্র শ্রীধাম মন্দিরে তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডা হামলা চালিয়েছে। আমি মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি অনুরোধ করছি দয়া করে হস্তক্ষেপ করুন এবং সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘ এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের এবং পদাধিকারীদের সুরক্ষা প্রদান করুন।

গোয়ায় শুরু হচ্ছে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে, গোয়ায় তিন দিনের সুপ্রিম অডিট ইনস্টিটিউশনস-২০ শীর্ষ সম্মেলন সোমবার শুরু হচ্ছে। চলবে বুধবার পর্যন্ত। এর আয়োজন করছে ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল-ক্যাগ। জি-২০ সদস্য দেশগুলির অডিট সংস্থার একটি গোষ্ঠী হলো এই সাই। আগামীকাল সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দেবেন ক্যাগ গিরিশ চন্দ্র মুর্মু। অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়া, সৌদি আরব, তুর্কি, বাংলাদেশ সহ বেশ কিছু দেশের অডিট গোষ্ঠী ছাড়াও আমন্ত্রিত দেশ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধিবর্গ এই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে। এতে মূলত সমুদ্র অর্থনীতি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দায়িত্বশীল ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হবে।

নতুন দল গড়ছেন না! ইঙ্গিত শচীন পাইলটের

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ বাবা রাজেশ পাইলটের মৃত্যুদিনেই চমক দিলেন রাজস্থানে কংগ্রেসের তরুণ তুর্কি। জল্পনা ছিল রবিবার হাত ছেড়ে নিজের দল ঘোষণা করবেন শচীন পাইলট। এমনটাও ভাবা হচ্ছিল, মরুরাজ্যের গুজ্জর সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় নেতা রাজ্যের দৌসায় সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন নতুন দল ঘোষণার জন্যই। যদিও দলকে স্বস্তি দিয়ে এমন কিছুই করলেন না তিনি। বরং মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের সঙ্গে ঝামেলা মিটিয়ে দলে থাকারই ইঙ্গিত দিলেন। রবিবার সকালে বাবাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইট করেন শচীন। লেখেন, আমার বাবা জীবনে কখনও আপস করেননি। তরুণ নেতার এমন বক্তব্যে এদিন সকালেও সিঁদুরে মেঘ দেখে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। তবে বুঝি সত্যিই রবিবারের সভায় নিজের দল ঘোষণা করবেন তিনি। যদিও নতুন দল ঘোষণা করেননি তিনি। বরং বাবার স্মৃতিচরণায় বলেন, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই চলবে। বিশেষত রাজ্যের যুবদের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবেন। শচীন বলেন, যুবকদের অধিকার ও তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য আওয়াজ তুলেছিলাম আমি একা। সেই সময় নিজেকে একা বোধ করেছি। কিন্তু আপনারা আমার সঙ্গে ছিলেন। এরপরেই সমঝোতার ইঙ্গিত দেন। তাঁর কথায়, সরকার পরিচালনায় গাফিলতি হলে দোষারোপ না করে তা শুধরে নেওয়া উচিত। বলেন, কাউকে অপমান করার জন্য দাবি তুলিনি আমি। আপনাদের মত তুলে ধরেছি মাত্র। বলা বাহুল্য শচীনের এই বক্তব্যে হাফ ছেড়ে বাঁচল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। যদিও শুরু থেকেই তরুণ নেতার দল ছাড়া এবং নতুন দল গঠনের জল্পনাকে উড়িয়ে দিয়েছে দল।

জাতীয় প্রশিক্ষণ কনক্লেভের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার, ১১ জুন নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও সম্মেলন কেন্দ্রে, দেশের প্রথম জাতীয় প্রশিক্ষণ কনক্লেভের উদ্বোধন করেছেন। দক্ষতা বৃদ্ধি কমিশন আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মূল লক্ষ্য হল সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সারাদেশে সিভিল সার্ভেন্ট দের প্রশিক্ষণ পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার সকালে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও সম্মেলন কেন্দ্রে, প্রথম জাতীয় প্রশিক্ষণ কনক্লেভের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ভাষণও দেন। সিভিল সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে শাসন প্রক্রিয়া এবং নীতি বাস্তবায়নের উন্নতির সমর্থক হলেন প্রধানমন্ত্রী। এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত, সিভিল সার্ভিসেস ক্যাপাসিটি বিল্ডিং-এর জন্য ন্যাশনাল প্রোগ্রাম-'মিশন কর্মযোগী' সঠিক মনোভাব, দক্ষতা এবং জ্ঞানের সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রস্তুত নাগরিক পরিষেবা প্রস্তুত করার জন্য চালু করা হয়েছিল। এই কনক্লেভ এই লক্ষ্যে আরও একটি পদক্ষেপ। সেন্ট্রাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, রিজিওনাল এবং জোনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং রিসার্চ ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের এক হাজার ৫০০টিরও বেশি প্রতিনিধি এই কনক্লেভে অংশ নিচ্ছেন।

মোদিকে নিয়ে কুকথা বলা উচিত নয় ঃ গুজরাট হাই কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কারও পছন্দ বা অপছন্দ হতে পারে। তাই বলে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মাকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য অভিপ্রেত নয়। একটি মামলায় এই মন্তব্য করল গুজরাট হাই কোর্ট। ফেসবুকে পোস্টে মোদি এবং তাঁর প্রয়াত মাকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন আফজল লাখানি নামের এক ব্যক্তি। গুজরাট হাই কোর্টে জামিনের আবেদন করেন তিনি। তা খারিজ করে আদালতের মন্তব্য, ভবিষ্যতে ওই ব্যক্তি একই ধরনের কাজ করবেন না, তার নিশ্চয়তা নেই। যা সামাজিক সৌভ্রাতৃত্বের জন্য বিপজ্জনক। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে মোদি এবং প্রয়াত হিরাবেনকে নিয়ে 'আপত্তিকর' মন্তব্যের অভিযোগ ওঠে আফজলের বিরুদ্ধে। এরপর জামনগরের সিক্কা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে অভিযুক্তকে। তাঁর বিরুদ্ধে ঘৃণাভাষণ, মানহানি, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত সহ একাধিক ধারায় মামলা করা হয়। জামিনের আর্জি জানিয়ে গুজরাট হাই কোর্টে মামলা করেন আফজল। সেই আবেদন খারিজ করে বিচারপতি নিরজার দেশাই মন্তব্য করেন, কাউকে কারও পছন্দ বা অপছন্দ হতেই পারে। এর মানে এই নয় যে, ওই ব্যক্তিকে নিয়ে আপত্তিজনক এবং খারাপ কথা বলা যাবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশের ভালো করতে পারবেন না ঃ কেজরিওয়াল

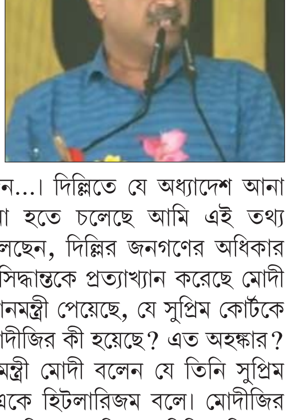

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তীব্র সমালোচনা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেন্দ্রের অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে দিল্লির রামলীলা ময়দানের জনসভা থেকে কেজরিওয়াল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশের ভালো করতে পারেন না, তিনি প্রতিদিন জেগে ওঠেন এবং দিল্লিতে যে কাজগুলি হচ্ছে তা বন্ধ করে দেন...। দিল্লিতে যে অধ্যাদেশ আনা হয়েছে, তা অন্যান্য রাজ্যেও আনা হতে চলেছে আমি এই তথ্য পেয়েছি...। কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, দিল্লির জনগণের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেছে মোদী সরকার। এই প্রথমবার দেশ এমন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে, যে সুপ্রিম কোর্টকে মানে না, গলি গলিতে চর্চা চলছে, মোদীজির কী হয়েছে? এত অহঙ্কার? কেজরিওয়ালের কথায়, যখন প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে তিনি সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত মানেন না, তখন একে হিটলারিজম বলে। মোদীজির কালো অধ্যাদেশ বলছে আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি না, দিল্লির ভিতরে এখন স্বৈরাচার চলবে। এখন জনতা সুপ্রিম নয়, উপ-রাজ্যপাল সুপ্রিম।

চোখ রাঙাচ্ছে 'বিপর্যয়'! ভয়াবহ দুর্যোগের আশঙ্কায় কাঁপছে গুজরাট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ আরব সাগরে ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়' অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে বলে খবর মিলেছে। রবিবার এমনটাই জানিয়েছে হাওয়া অফিস। যার জেরে প্রবল দুর্যোগের কবলে পড়তে চলেছে গুজরাট। বিশেষ করে সৌরাষ্ট্র-কচ্ছ উপকূল। বিশেষ সূত্রে

জানতে পারা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত বিপর্যয়ের যা গতিবিধি, তাতে মনে করা হচ্ছে সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ উপকূল হয়ে ক্রমশ উত্তরদিকে এগিয়ে পাকিস্তানে চলে যাবে ওই ঘূর্ণিঝড়। এমতাবস্থায় পাকিস্তান সরকারও সতর্ক রয়েছে। সিন্ধ প্রদেশ ও বালোচিস্তানের প্রশাসনকে সজাগ থাকা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। গুজরাটের পাশাপাশি কেরল, কর্ণাটক ও লাক্ষাদ্বীপেও মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। গুজরাটের জনপ্রিয় সৈকত তিথল পর্যটকদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সমুদ্রে ইতিমধ্যেই অতিকায় ঢেউ উঠতে শুরু করেছে। বইছে প্রবল ঝোড়ো বাতাস। তবে বিপর্যয়ের কোনও প্রভাব বাংলায় পড়ার সম্ভাবনা নেই। এদিকে নির্ধারিত সময়ের বেশ খানিকটা পর কেরলে ঢুকেছে বর্ষা। প্রাক বর্ষার বৃষ্টিও চলছে। কিন্তু বাকি দেশ বিশেষ করে বাংলায় কবে ঢুকবে বর্ষা? হাওয়া অফিস বলছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করবে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। রবিবারের মধ্যে বাংলায় বর্ষা প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে। উত্তরবঙ্গ দিয়েই বর্ষা প্রবেশ করে বাংলায়।

পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার ছক কষা হয়েছে শাহ-শুভেন্দুর বৈঠকে! বিস্ফোরক কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার ছক কষা হয়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর গোপন বৈঠকে! এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। কুণালের প্রশ্ন, শাহ-শুভেন্দুর বৈঠক রাজ্যে পঞ্চায়েতে হিংসার ছক কষা হল না তো? সদ্যই রামনবমীতে বিভিন্ন জেলায় হিংসার সাক্ষী থেকেছে বাংলা। তৃণমূল অভিযোগ করছে, সেই হিংসার নেপথ্যে ছিল শুভেন্দু এবং শাহের গোপন ষড়যন্ত্র। একই রকমভাবে পঞ্চায়েত ভোটে ষড়যন্ত্র করছেন বিরোধী দলনেতা। রামনবমীর ঠিক আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে শুভেন্দুর গোপন বৈঠক এবং শুক্রবারের শুভেন্দু-শাহ গোপন বৈঠককে একসূত্রে বেঁধে এমনটাই দাবি করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। এক টুইটে

কুণাল জানিয়েছেন, ক্রোনোলজিটা বুঝুন। ২৭ মার্চ সংসদে শাহ-শুভেন্দু সাক্ষাৎ। ২৯ মার্চ শ্যামবাজারের ধরনা মঞ্চ থেকে শুভেন্দু হুমকি দেন, আগামিকাল কী হয় দেখবেন। ৩০ মার্চ রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হিংসা হয়। ৪ এপ্রিল, রামনবমীর মিছিলে বন্দুক দেখানো ১৯ বছর বয়সি যুবক সুমিত সাউকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল, এবং সে স্বীকার করে নিল সে বিজেপি কর্মী। সেই ঘটনার সঙ্গে শুক্রবারের শাহী বৈঠকের যোগসূত্র টেনে নিয়ে কুণালের প্রশ্ন, শুক্রবার পোষ্যর সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর যে গোপন বৈঠক হয়েছে তাতে রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটে অশান্তির ছক কষার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, আমরা কি রাজনীতির দাবা খেলায় হিংসা আর অশান্তি ছড়ানোর প্রথম পদক্ষেপের সাক্ষী থাকলাম? এরপরই কুণাল ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ক্ষমতার লোভে বিজেপি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করবে, সেটা আমরা কখনই হতে দেব না।

দেশে বড় সুযোগ!

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বর্তমানে একটি রূপান্তরমূলক পর্যায়ে রয়েছে। যেখানে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা অগ্রগতির উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করেছে। এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। ডিজিটাল ডেটা প্রোটেকশন বিল অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে কারণ এটি ডেটা সুরক্ষা সম্পর্কিত উদ্বেগগুলি দূর করবে। এআই প্রযুক্তিতে চাকরি যাওয়ার ভয় প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, কোনও কিছু নতুন থাকা অবস্থায় এরকম ভয় থাকে কিংবা প্রশ্ন ওঠে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন না যে এআই চাকরিতে কোনও প্রভাব ফেলবে। রাজীব চন্দ্রশেখর বলেছেন, এআই কাজ করতে পারে কিন্তু মানুষকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। এটি এমন একটি পরিস্থিতিতে ঘটতে পারে, যখন সেটি মানুষের আচরণ অনুকরণ করতে পারবে এবং যুক্তি দিতে সক্ষম হবে।

খড়গ্রামে অধীর চৌধুরী, তৃণমূলকে বিঁধে বললেন মধ্যযুগীয় অত্যাচারের নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি আমরা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১১ জুন ঃ আবারও মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। রবিবার সকাল ৯টার কিছু পরে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে নিহত কংগ্রেস কর্মী ফুলচাঁদ শেখের বাড়িতে পৌঁছন অধীর। কথা বলেন নিহতের আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে। এর পর সাংবাদিক সামনে রাজ্যের শাসকদল এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। অধীর বলেন, ''এ তো মধ্যযুগীয় অত্যাচারের নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি আমরা। শিশুরা জানে না তাদের বাবা খুন হয়ে গিয়েছে। এই পাশবিকতার কি কোনও প্রয়োজন ছিল? পঞ্চায়েত নির্বাচনের নামে এই বাংলার গরিব পরিবারের উপর পাশবিক অত্যাচার কেন হল? তার জবাব কারা দেবে? গত কাল আমি

হাসপাতালে গিয়েছিলাম। দেখলাম, এক জন বয়স্ক মহিলার হাতের অর্ধেকটা কেটে দেওয়া হয়েছে।'' অধীরের দাবি, ''পুলিশ গড়িমসি কাটিয়ে দু'তিন জনকে গ্রেফতার করেছে। আমরা পুলিশের কাছে দাবি করতে চাই, এই গ্রামে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক। এখানকার মানুষ আতঙ্কে আছেন এখনও। কারণ, যারা খুনি, তারা শক্তিশালী। দু'তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে তাদের শক্তি কমে গিয়েছে এমন নয়। তারা সরকারি লোক। এই গ্রামের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব প্রশাসনের।'' বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। নিহত ফুলচাঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে খড়গ্রামে প্রতিবাদ মিছিল করেন তিনি। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার কংগ্রেস কর্মী খুনের ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপান উতোর। শনিবার খড়গ্রাম থানার রতনপুর-নলদ্বীপ গ্রামে নিহত কংগ্রেস কর্মী ফুলচাঁদ শেখের বাড়িতে গিয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। রবিবার আবার সেখানে যান তিনি।

কংগ্রেসের জন্য দরজা খোলা! বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, জোট-বার্তা শমীকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ কংগ্রেসের সঙ্গে জোট-চর্চাকে পাত্তা না দিয়েই মনোনয়নের প্রথম দিনের পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সমস্ত আসনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছিলেন সিপিএম। এরপর মুর্শিদাবাদেও সমস্ত আসনে প্রার্থী দিলেও জোট বার্তা দেওয়া হয় সিপিএমের পক্ষ থেকে। রবিবারও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্ষেত্রেও দেখা গেল একই চিত্র। সিপিএম তথা বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে কংগ্রেস বা অন্য দলের জন্য আসন ছেড়ে রাখার বার্তা দিল সিপিএম নেতৃত্ব। এদিন বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে শমিক লাহিড়ী জানান, তাঁরা জোট করে তৃণমূল-বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে আগ্রহী। পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণা হতেই কালবিলম্ব না করে ভোট ময়দানে নেমে পড়েছে বামফ্রন্ট। তাই জেলায় জেলায় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে মনোনয়ন সেরে ফেলতে চাইছে তারা। দক্ষিণ পরগনা জেলা সিপিএমের সম্পাদক শমিক লাহিড়ী বারুইপুরে দলের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে পঞ্চায়েত ভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের ৫২টি আসনে প্রথম পর্যায়ে বামফ্রন্ট প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে তিনি জানিয়েছেন জেলার মোট জেলা পরিষদ আসন সংখ্যা ৮৫টি। দ্বিতীয় দফায় আরও বামফ্রন্ট প্রার্থীদের নামের তালিকা শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। সেইসঙ্গে তিনি জানান, তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী কয়েকটা দলের সঙ্গে আলোচনা চলছে জোটের জন্য। তিনি সরাসরি কংগ্রেস বা আইএসএফের নাম না করেই জোট বার্তা দিয়েছেন। তাই তাদের জন্য কিছু আসন ছেড়ে রাখা হয়েছে বলে শমীকবাবু জানান। পঞ্চায়েত ভোটে মনোনয়ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্যানিং, মথুরাপুর ও ভাঙড় এলাকায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগ তুলেছেন তিনি। অন্য জেলাগুলিতে যখন বামফ্রন্ট একপেশে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করায় জোট সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে, তখন দক্ষিণ ২৪ পরগনা সিপিএম নেতৃত্ব প্রকাশ্যেই জোট বার্তা দিয়ে রাখল। এখন দেখার দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কংগ্রেস ও আইএসএফের সঙ্গে জোট হয় কি না। কংগ্রেস বামেদের সঙ্গে জোট করে লড়তে আগ্রহী। কিন্তু তারা আবার আইএসএফের সঙ্গে যাবেন কি না, সেটাও প্রশ্ন। উল্লেখ্য, আইএসএফ গত বিধানসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে লড়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে তারা জয়ীও হয়েছিল। সিপিএম বা কংগ্রেসে কিংবা বামফ্রন্টের কোনো দল যখন নির্বাচনে একটি আসনও জিততে পারেনি, তখন আইএসএফের জয় ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

কর্ণাটকে এবার বিনামূল্যে বাস পাবেন মহিলারা, পরিষেবার সূচনা করলেন সিদ্দা ও শিবকুমার

বেঙ্গালুরু, ১১ জুন ঃনির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রবিবার থেকে কর্নাটকের মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালু করল কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার। ''শক্তি যোজনা''-র অধীনে কেএস আরটিসি ও বিএমটিসি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাত্রার সূচনা করেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, আগে ৩০ শতাংশ মহিলা বাসে যাতায়াত করতেন, যা বিজেপি সরকারের আমলে ২৪ শতাংশে নেমে এসেছে। তাঁরা চায়নি যে মহিলারা ঘর থেকে বেরিয়ে আসুক।কর্ণাটকের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের তরফে ভোটারদের যে পাঁচটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার একটি হল 'শক্তি যোজনা'। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্য উপভোক্তারা এই প্রকল্পের যাবতীয় সুবিধা পাবেন। বিনামূল্যে বাস পরিষেবার ফলে মহিলারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এদিন সিদ্দা ও শিবকুমার বাসে উঠে মহিলাদের হাতে বিনামূল্যে পাশ তুলে দেন।

বারাণসীতে দলিত বুথ সভাপতির বাসভবনে প্রাতঃরাশ সারলেন জয়শঙ্কর, বললেন ব্রেকফাস্ট সুস্বাদু ছিল

বারাণসী, ১১ জুন ঃউত্তর প্রদেশের বারাণসীতে দলিত বুথ সভাপতির বাসভবনে প্রাতঃরাশ সারলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। রবিবার সকালে দলিত বুথ সভাপতির বা।িতে প্রাতঃরাশ সারার পর জয়শঙ্কর বললেন, ব্রেকফাস্ট সুস্বাদু ছিল। দেশের বিদেশমন্ত্রী সকালের খাবার খাবেন বলে কথা! তাই শনিবার থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সুজাতা কুমারী। তিনি বলেছেন, শনিবার থেকেই বিদেশমন্ত্রীকে বরণ করে নেওয়ার প্রস্তুতিতে আমরা ব্যস্ত। আমার গোটা পরিবার ঘর পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। আমি খুশি যে তাঁর মতো কেউ আমাদের বাড়িতে এসেছেন।ব্রেকফাস্ট করার পর বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, সকালের ব্রেকফাস্ট সুস্বাদু ছিল। রবিবার থেকে আমরা বারাণসীতে জি-২০ অনুষ্ঠান করছি সেখানে খাদ্য নিরাপত্তা, শস্য, সার ও বাজরা নিয়ে আলোচনা হবে...। উল্লেখ্য, বারাণসীতে রবিবার থেকে জি-২০ কর্মগোষ্ঠীর বৈঠক।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ ফের কমল আরোগ্যের হার ৯৮.৮১ শতাংশ, প্রাণ হারালেন ৩ জন

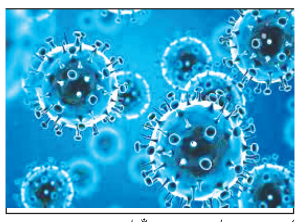

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা কমেছে, তবে বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। শনিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১৪০ জন, এই সময়ে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২,৪৫০-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৯১ জনের (১.১৮ শতাংশ)।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৫৮,৪৪৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৯৪৬ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৩০,৬১৪ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১০ জুন সারা দিনে ভারতে ৭১,৭০৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

মাতোশ্রীর আধিপত্য এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে, এই ভীতি ভালো অমিত শাহকে কটাক্ষ রাউতের

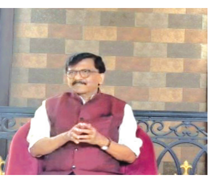

মুম্বই, ১১ জুন ঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কটাক্ষ করলেন উদ্ধব ঠাকরে ঘনিষ্ঠ নেতা সঞ্জয় রাউত। রবিবার কটাক্ষ করে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, মাতোশ্রীর আধিপত্য এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে, এই ভীতি ভালো। সঞ্জয় রাউত বলেছেন, নান্দেদে অমিত শাহের ২০ মিনিটের বক্তৃতায়, ৭ মিনিট তিনি শুধুমাত্র উদ্ধব ঠাকরেকে নিয়ে কথা বলেছিলেন, যার মানে মাতোশ্রীর আধিপত্য এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে। এরপর সঞ্জয় রাউত যোগ করেছেন, শিবসেনা পার্টি ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং দেশদ্রোহীদের নাম এবং প্রতীক দেওয়া হয়েছে। এর পরেও ঠাকরে ও শিবসেনার প্রতি ভয় দৃশ্যমান। এই ভীতি সত্যি ভাল।

ভোট ঘোষণার নিয়ে কমিশনারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত সিপিএমের

কলকাতা,১১ জুন ঃ ভোট ঘোষণার নিয়ে কমিশনারের সিদ্ধান্তকে গত বৃহস্পতিবার স্বাগত জানিয়েছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।ভিডিও বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, এই তৎপরতা প্রশংসাযোগ্য। তবে নির্বাচন কমিশনকেই সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। শুধু ভোটের দিন বা ফলপ্রকাশের দিন নয়। থেকে একেবারে ১১ জুলাই পর্যন্ত প্রত্যেক দিন প্রত্যেক প্রার্থী, নিরাপত্তা রক্ষী, সাধারণ ভোটার সকলের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে কমিশনারকে। প্রসঙ্গত, অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যেই রাজ্যে বেজে গেল পঞ্চায়েত ভোটের দামামা। ঠিক একমাস পর, আগামী ৮ জুলাই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট। ফলপ্রকাশ ১১ জুলাই। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের পাশাপাশি এবার ২২ বছর পর পাহাড়েও হবে দ্বিস্তর পঞ্চায়েত ভোট। কিন্তু ভোটে সুরক্ষার দায়িত্ব কার? রাজ্য পুলিশ নাকি কেন্দ্রীয় বাহিনী? এ নিয়ে ইতিমধ্যেই চাপানউতোর শুরু হয়ে গিয়েছে শাসক-বিরোধী শিবিরে। যদিও রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা রাজ্য পুলিশের উপর আস্থা রাখার বার্তা দিয়েছেন। তবে বিরোধীদের দাবি, শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে হলে কেন্দ্রীয় বাহিনীই দরকার।

ত্রিপুরার পরিস্থিতি নিয়ে সিপিএম নেতিবাচক পন্থায় বর্ণনা করছেঃবিজেপি

আগরতলা, ১১ জুন ঃত্রিপুরার পরিস্থিতি নিয়ে সিপিএম নেতিবাচক পন্থায় বর্ণনা করছে। ধলাই সফর শেষে সিপিএমের অভিযোগের এভাবেই খন্ডন করেছে বিজেপি। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএমের অভিযোগের জবাবে প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য দৃ।তার সাথে দাবি করেন, অসত্য তথ্য তুলে ধরে জনগণের মন পাওয়া যাবেনা। প্রসঙ্গত, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নেতৃত্বে সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর তিনজন সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা, রতন ভৌমিক এবং সুধন দাস দুই দিন ধরে ছামনু ব্লকের থালছড়া ও মানিকপুর, গঙ্গানগর ব্লকের দুর্গম জনপদ মালদা রোয়াজা পাড়া ও গঙ্গানগর, গণ্ডাছড়ার হাতিমাথা দলপতি, রামনগর ইত্যাদি এলাকা পরিদর্শন করে ঐসব গ্রাম এবং আশপাশ জনপদের মানুষের সাথে মতবিনিময় করেন। ধলাই জেলার পার্টি নেতৃবৃন্দও সফরে তাদের সাথে ছিলেন। দুদিনের পরিদর্শনের পর বৃহস্পতিবার রাতে তাঁরা আগরতলা ফিরেন। শুক্রবার পার্টির রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে সফরের অভিজ্ঞতাগুলো তুলে ধরেন রাধাচরণ দেববর্মা, সুধন দাস এবং রতন ভৌমিক।ত্রিপুরায় খাদ্যের সংকট রয়েছে, নেই কোনো কাজ, জলের অভাবে মানুষ ভুগছেন সিপিএম নেতৃবৃন্দের এই সমস্ত দাবিগুলি অসত্য বলে জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। এদিন তিনি বলেন, কাজ নেই, খাদ্য নেই এই সমস্ত কথা বলে ত্রিপুরার জনগনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে সিপিএম। বাম আমলে যারা গাঁজার রমরমা ব্যবসা করতেন তাঁদের আজ কাজ নেই। তাঁরাই ভুগছেন খাদ্যের সমস্যায়। তিনি জোর গলায় বলেন, ত্রিপুরায় ন্যায্যমূল্যের দোকানে খাদ্যের অভাব নেই। প্রয়োজনের চেয়ে অধিক খাদ্য মজুত রয়েছে।সাথে তিনি যোগ করেন, এই মূহুর্তে ত্রিপুরায় কোথাও জলের অভাব নেই। সিপিএমের সমস্যা ত্রিপুরার জনগণের সমস্যা বলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরায় বাম আমলে গন্ডাছড়ায় জনজাতি অংশের মানুষদের জন্য কোনো উন্নয়ন মূলক কাজ হয়নি। তাই জনজাতি অংশের মানুষ তাদের বর্জন করেছে। বিরোধী দলের তকমাও হারিয়েছে। অসত্য তথ্য তুলে ধরে জনগণের মন পাওয়া যাবে না, বিদ্রুপের সুরে বলেন তিনি।

কলকাতার টিভি চ্যানেলের লাইসেন্স বাতিল করল কেন্দ্র, স্বাগত শুভেন্দুর

কলকাতা, ১১ জুন ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ না করে তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে বর্ণিত কলকাতার অতি পরিচিত এক উদ্যোক্তার টিভি অনুমোদন বাতিল করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। গত শনিবার সন্ধ্যায় টুইটারে খবরটি যুক্ত করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।শুভেন্দুবাবু খবরটি টুইটারে যুক্ত করে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরকে লিখেছেন, খুব ভাল কাজ করেছেন। সঙ্গে যুক্ত করেছেন মূল খবরটি।'ব্রেকিং' শিরোনামে মূল খবরে লেখা, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রক এমন একটি মিডিয়া সংস্থার লাইসেন্স বাতিল করেছে যা খুব কমই পরিচিত কিন্তু এটির ঘনিষ্ঠ সহযোগী সংস্থার সর্বাধিক বিজ্ঞাপনের আয় ছিল। কাকতালীয়ভাবে, উভয় সংস্থারই কলকাতার সাথে তাদের সংযোগ রয়েছে। একই প্রবর্তক এই দুই সংস্থার যাঁর সংস্থায় ইডি, সিবিআই এবং আয়কর অভিযান করা হয়েছিল। একজন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।কোনও অনুমান? তদন্তে শত শত কোটি টাকার ভুয়া চালানের পাশাপাশি তহবিল পাচারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ক্ষমতায় থাকা সরকার বেসরকারী সংস্থাগুলিকে প্রসারিত সুবিধার জন্য কিকব্যাক পাওয়ার এটি ধ্রুপদী ঘটনা।আর একটি তথ্য যা আপনার মনকে উড়িয়ে দেবে যে মিডিয়া কোম্পানির কোনো অফিস ছিল না। কোনও টেকনিক্যাল স্টাফ ছিল না এবং কোনো লিজ লাইন ছিল না। তবুও এটি বিশাল বিজ্ঞাপন পাচ্ছিল।প্রসঙ্গত, ২০১৮-র ২৬ ফেব্রুয়ারি কানাড়া ব্যাঙ্ক কলকাতার একটি সংস্থার বিরুদ্ধে ৮১ কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগে রুজু করে। এর পর ১ মার্চ সিবিআই কানাড়া ব্যাঙ্ক ও পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-সহ ১০টি ব্যাঙ্কের কনসোর্টিয়ামের ৫১৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক জালিয়াতির দায়ে এই উদ্যোগপতি-সহকলকাতার ওই সংস্থার দুই অধিকর্তাকে গ্রেফতার করে। এই দু'জনই একসময় মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বৃত্তে থাকা উদীয়মান উদ্যোগপতি হিসাবে পরিচিত ছিলেন।এর পর উল্লেখিত ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলা চলছিল। তাঁর কাছে তিন বছরের আয়কর রিটার্ন, ২০১২-২০১৩ সালের আরপি ইনফো সিস্টেমের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত লেনদেন এবং ওই কোম্পানির আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হয়।ইডির দাবি, ২০২১-এর ২৩ সেপ্টেম্বর তাঁকে তলব করা হয়। আগের দিন অর্থা ২২ সেপ্টেম্বর হাজিরা দেন ব্যবসায়ী। তিনি অবশ্য এ ব্যাপারে ইডির বিরুদ্ধে অভিসন্ধিমূলক আচরণের অভিযোগ তোলেন।এর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের তদারকির জন্য একটি কমিটি তৈরি করে ২০২২-এর মে মাসে। কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় ওই ব্যবসায়ীকে। যদিও কিছু প্রশ্ন ওঠায় সঙ্গে সঙ্গে এই দায়িত্ব থেকে তিনি সরে যান। বিষয়টি নিয়ে টুইটারে প্রশ্ন তুলেছিলেন তকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এর পর '২২-এর ১৬ আগস্ট ইডি এবং আয়কর বিভাগের দুটি দল তাঁর বা।ি ও অফিসে হানা দেয়। তাঁর অফিসের কাজে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা টানা বাধা সৃষ্টি করছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে ওই টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে।শেষ পর্যন্ত অভিযুক্তের একটি টিভি চ্যানেলের অনুমোদন খারিজের খবর শনিবার প্রকাশ্যে আসে। যদিও অভিযুক্তের ঘনিষ্ঠমহলের তরফে গোটা বিষয়টি রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

অভিনেতা মঙ্গল ঢিল্লোঁ প্রয়াত, শোকের ছায়া বিনোদন জগতে

লুধিয়ানা, ১১ জুন ঃ প্রয়াত হয়েছেন পঞ্জাবি ও হিন্দি সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা মঙ্গল ঢিল্লোঁ। দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন তিনি। সম্প্রতি শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হন। রবিবার সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।একাধিক পঞ্জাবি ও হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। এছাড়াও তাঁর একটি প্রোডাকশন হাউসও ছিল। প্রযোজনা ও পরিচালনার কাজও তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। আগামী রবিবার তাঁর জন্মদিন। তার আগের রবিবার ক্যানসারে প্রয়াত অভিনেতা। বেশ কয়েক দিন ধরেই লুধিয়ানার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। গত কয়েক দিন ধরে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। শুধু অভিনয়ই হয়, পরিচালনা এবং প্রযোজনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি।পঞ্জাবের শিখ পরিবারে জন্ম। স্কুলের পর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে অভিনয়কেই পেশা হিসাবে বেছে নেন। আশির দশক থেকে অভিনয় জীবনের শুরু। ১৯৮৬ সালে ' সিরিয়ালের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ। তার পর একে একে 'খুন ভরি মাঙ্গ',নাকাবন্দি, ট্রেন টু পাকিস্তান'-এর মতো ছবির মাধ্যমে সারা দেশে পরিচিতি পান। তবে শুধু সিনেমা নয়, ছোট পর্দায় এক সময় চুটিয়ে কাজ করেছেন। দ্য গ্রেট মারাঠা', ' যুগ এর মতো সিরিয়ালে কাজ করেছেন তিনি। ২০০৩ সালে ফারদিন খান অভিনীত ছবি ' জানশিন এ দেখা গিয়েছিল মঙ্গলকে। ' খালসা নামের একটি প্রযোজনা সংস্থা খোলেন। তবে সে ভাবে দাগ কাটতে পারেননি তাঁর প্রযোজনা সংস্থা। বর্ষীয়ান এই অভিনেতার মৃত্যুতে শোকের ছায়া বিনোদন জগতে।

যুক্তরাষ্ট্রে মেসির চেয়েও বেশি বেতন পান এই সব অ্যাথলেটের!

যুক্তরাষ্ট্র, ১১ জুনক্লাব বদল করে এবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মিয়ামিতে গেছেন মেসি। ধারনা করা হচ্ছে এই ক্লাবটিতে ক্লাবটিতে বছরে ৫৩.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাবেন এই আর্জেন্টাইন মহাতারকা। আর সেটা যদি হয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে মেসির চেয়েও কিন্তু বেশি বেতন পেয়ে থাকেন আরও চারজন অ্যাথলেট।যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাথলেটদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেতন পান ফোনিক্স সান্সের বাস্কেটবল তারকা ডেভিন বুকার ও মিনেসোটা টিম্বারউলভসের কার্ল অ্যান্থোনি। এই দুজনেইবছরে পান ৫৬.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ডেনভার নাজেটসের নিকোলা জকিচ প্রতি বছর ৫৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার করে পান।যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেতনধারী খেলোয়া। স্টেট ওয়ারিয়র্সের স্টেফেন কারি। এই অ্যাথলেট বছরে ক্লাবের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন ৫৩.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এরপরই হবে মেসির স্থান।

হাফলঙে বিজেপি নেতৃত্বাধীন উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের ৭ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান

হাফলং (অসম), ১১ জুন ঃ উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে দেবোলাল গার্লোসার নেতৃত্বে চলমান বিজেপি সরকারের আমলে ডিমা হাসাও জেলার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, বলেছেন রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী যোগেন মোহন।গত শনিবার বিজেপি নেতৃত্বাধীন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ৭ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন মন্ত্রী যোগেন মোহন বলেন, উত্তর কাছা। পার্বত্য পরিষদে দেবোলাল গার্লোসার নেতৃত্বে চলতে থাকা বিজেপি সরকারের আমলে ডিমা হাসাও জেলার শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য স।ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ পরিকাঠামোগত উন্নয়নে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এমনকি সিইএম রিফিল ফান্ড সহ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সফল রূপায়ণের ক্ষেত্রে দেবোলালের নেতৃত্বে পার্বত্য পরিষদ কাজ করে চলছে। তিনি বলেন, এই সময়ে অর্থ বরাদ্দের হার যেমন বেড়েছে তেমনি পরিষদের শক্তিও বৃদ্ধি হয়েছে।মন্ত্রী যোগেন মোহন বলেন, এই ৭ বছরের কার্যকালে উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কর্মচারীর দীর্ঘ দিনের বেতন সমস্যার সমাধান হয়েছে। ২০২২ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে ডিমা হাসাও জেলার রাস্তাঘাট সহ সব কিছু বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু দেবোলাল গার্লোসার সবল নেতৃত্বে তিন মাসের মধ্যে ডিমা হাসাও জেলা পুনরায় ঘুরে দাঁড়িয়েছিল তা সবাইকে মানতে হবে বলে মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, ডিমা হাসাও জেলার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে কেন্দ্রীয় সরকার ৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। তাছাড়া শান্তি চুক্তি অনুসারে ইতিমধ্যে ২০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে সরকার।তিনি বলেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ডিমা হাসাও জেলাকে অসমের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার ও পার্বত্য পরিষদ সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি পাহাড়ি জেলায় পর্যটকদের সংখ্যা বা।লে এই জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে এবং বেকারত্বের সমস্যা অনেকটাই দূর হবে তবে তার জন্য শান্তি জরুরি। শান্তি আসলে উন্নয়ন তরান্বিত হবে এমন মন্তব্য করে যোগেন মোহন ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের সঙ্গে সরকারের আলোচনা চলছে এবং আলোচনার মাধ্যমেই তাদের সমস্যা সমাধান হওয়ার পথে বলে মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন আপনাদের সকলের সহযোগিতায় ডিমা হাসাও নতুন রূপ পেয়েছে।এদিকে দেবোলাল গার্লোসা বলেন, ২০১৬ সালে তিনি উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে গত ৭ বছরে যে সব সমস্যা ছিল এ সবের সমাধান হয়েছে। তিনি বলেন উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসমের মধ্যে ডিমা হাসাও জেলাকে এক নম্বর স্থানে নিয়ে যাওয়া আমাদের প্রধান লক্ষ্য তবে শিক্ষা থেকে শুরু রাস্তা ঘাট নির্মানে অসমের মধ্যে ডিমা হাসাও জেলা পাঁচ নম্বর স্থানে রয়েছে বলে দাবি করেন দেবোলাল গার্লোসা।এদিকে গত শনিবার উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের ৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে হাফলং জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে পার্বত্য পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাছা। পার্বত্য পরিষদের অধ্যক্ষ রাণু লাংথাসা, পার্বত্য পরিষদের প্রধান সচিব টি টি দাওলাগাপু, ডিমা হাসাও জেলার জেলাশাসক সীমান্ত কুমার দাস, পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার ও পার্বত্য কার্যনির্বাহী সদস্য পরিষদের প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য, পরিষদ সদস্য সহ জেলার বরিষ্ঠ নাগরিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

দ্বিতীয় দিনে ঝাড়খণ্ড বনধের মৃদু প্রভাব, তৎপর পুলিশ ও প্রশাসনও

রাঁচি, ১১ জুন ঃঝাড়খণ্ড বনধের দ্বিতীয় দিনে রবিবারও মৃদু প্রভাব দেখা গেল। রবিবার সকাল থেকেই রাস্তায় যানবাহন চলেছে, মানুষজনও বা।রি বাইরে বেড়িয়েছেন। তবে, রবিবার ছুটির দিন থাকায় রাস্তায় মানুষের সংখ্যা ছিল তুলনামূলক কম। প্রসঙ্গত, ঝাড়খণ্ড সরকারের নিয়োগ নীতির বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ড রাজ্য ছাত্র ইউনিয়নের ডাকা বনধ চলছে ঝা।খণ্ডে।তপর রয়েছে পুলিশ ও প্রশাসনও। ডেপুটি এসপি কোতোয়াল প্রকাশ সোয় বলেছেন, আমরা সমস্ত ট্রাফিক সিগন্যাল এবং অন্যান্য এলাকায় যথেষ্ট বাহিনী মোতায়েন করেছি। এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। আমরা সার্বক্ষণিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। দোকানপাট স্বাভাবিকভাবে খুলছে। বনধের প্রথম দিন শনিবার ঝাড়খণ্ডের বহু জেলায় প্রভাব দেখা গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় দিনের মতো পুলিশ সতর্ক রয়েছে।রাঁচিতে ১,৫০০ পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন, মোরহাবাদী ময়দান এবং এর আশেপাশের এলাকায় দুই ডজনেরও বেশি আলাদা সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এছাড়া দু'টি ড্রোন ক্যামেরাও রাখা হয়েছে। হাজার হাজার যুবক রাঁচির বুন্দু ৩৩ নম্বর জাতীয় স।ক, টাটা রাঁচি রোড অবরুদ্ধ করেন। ছাত্রনেতা দেবেন্দ্র নাথ মাহাতোও ছিলেন উপস্থিত।

গুজরাটের কচ্ছ ও পাকিস্তানের করাচির মধ্যে আছড়ে পড়তে পারে 'বিপর্যয়'ঃআইএমডি

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ গুজরাটের কচ্ছ ও পাকিস্তানের করাচির মধ্যে আছড়ে প।তে পারে ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়'। রবিবার সকালে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) এমনটাই জানিয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, আগামী ১৫ জুন সৌরাষ্ট্র-কচ্ছ উপকূল অতিক্রম করবে ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়, 'অত্যন্ত প্রবল ঘূর্ণিঝড়'-এ ঘনীভূত হয়েছে সেটি।ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় রবিবার সকালে অত্যন্ত মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়-এ পরিণত হয়েছে এবং ১৫ জুন গুজরাটের কচ্ছ জেলা এবং পাকিস্তানের করাচির মধ্যে ল্যান্ডফল করতে পারে। ইতিমধ্যেই সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ উপকূলে ঘূর্ণিঝড় সতর্কতা জারি করেছে। আইএমডি বুলেটিনে জানিয়েছে, পূর্ব-মধ্য আরব সাগরের ওপর অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়' গত ছয় ঘণ্টায় ঘণ্টায় নয় কিমি বেগে উত্তর-উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছে, যা একটি অত্যন্ত প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে।

পেট্রোল ও ডিজেলের দামে ভ্যাট বৃদ্ধি পঞ্জাবে, মহার্ঘ্য হল দুই জ্বালানি তেল

চন্ডীগড়, ১১ জুন ঃ পেট্রোল ও ডিজেলের দামে ভ্যাট বাড়াল পঞ্জাব সরকার। ভ্যাট বৃদ্ধির পর পঞ্জাবে এক লিটার পেট্রোলের দাম হবে ৯৮.৬৫ টাকা ও ডিজেলের দাম হবে লিটার প্রতি ১০৫.২৪ টাকা। রবিবার থেকে পঞ্জাব সরকার প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯২ পয়সা ও ডিজেলের দাম ৮৮ পয়সা বাড়িয়েছে।রবিবার সকালে পঞ্জাব সরকার অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ অভিযানের অংশ হিসাবে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ৯২ পয়সা এবং ডিজেলের দাম ৮৮ পয়সা বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে। রাজ্যের আবগারি ও কর দফতর এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। চলতি বছরে দ্বিতীয়বারের মতো দাম বাড়ানো হল দুই জ্বালানি তেলের। পঞ্জাব সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে মধ্যবিত্তের ওপর বোঝা বাড়ল বলে মনে করা হচ্ছে।

ভাগলপুর রেল স্টেশনে ভিআইপি গেস্ট রুমে আগুন, কেউ হতাহত হননি

ভাগলপুর, ১১ জুনঃবিহারের ভাগলপুর রেল স্টেশনে আগুন লাগল ভিআইপি গেস্ট রুমে। রবিবার দুপুরে ভিআইপি অতিথিশালায় আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।রেলওয়ে অফিসার সত্যেন্দ্র কুমার বলেছেন, আজ ভাগলপুর রেল স্টেশনের ভিআইপি গেস্ট রুমে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে, এবং কোনও হতাহতের ঘটনা নেই। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।

সাহারা কর্তা সুব্রত রায়কে নিয়ে বায়োপিক সুদীপ্ত সেনের

মুম্বাই, ১১ জুনঃ ছবির নাম 'স্যাহারাশ্রী'। ছবিটি বানাচ্ছেন 'দ্য কেরালা স্টোরি' পরিচালক সুদীপ্ত সেন। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা ব্যবসায়ী তথা সাহারা ইন্ডিয়া পরিবারের মালিক সুব্রত রায়ের কাহিনি আসছে বড় পর্দায় । আর সাহারা কর্তা সুব্রত রায়ের ৭৫তম জন্মদিনে ঘোষণা করা হল এই বায়োপিকের। শনিবার ছবির ঘোষণার ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন পরিচালক সুব্রত রায়।বলিউডে বর্তমানে বায়োপিক নিয়ে চলেছে একাধিক কাজ। মহেন্দ্র সিং ধোনিদের, সাইনা নেহওয়ালদের মতো খেলার মাঠের তারকাদের বায়োপিক নিয়ে কাজ হয়েছে আগেই। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক নিয়েও কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কেবল ক্রীড়াবিদ নয়, রাজনীতি-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের স্বনামধন্য কিংবা পরিচিতদের নিয়ে বায়োপিকও বিভিন্ন সময় জনপ্রিয় হয়েছে মুম্বাইয়ে।'সাহারাশ্রী' ছবির বায়োপিক প্রযোজনা করবে লিজেন্ড স্টুডিয়ো এবং ডঃ জয়ন্তীলাল গড়ার পেন স্টুডিয়ো। প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন সন্দীপ সিং এবং শ্যাম খান। আর এই বায়োপিকের গল্প লিখেছেন ঋষি বর্মানি। ছবির সঙ্গীতের দায়িত্ব সামলাবেন এআর রহমান এবং গানের কথা লিখবেন প্রবীণ গীতিকার গুলজার। হিন্দি, তামিল, তেলেগু, বাংলা, কন্নড় এবং মালায়ালাম মোট ৬টি ভাষায় তৈরি হতে চলেছে এই ছবি ।সেখানে পর্দায় সাহারা কর্তার ভূমিকায় কে অভিনয় করছেন তা নিয়ে কিছুই জানানো হয়নি। পরিচালক সুদীপ্ত সেন ছবির গল্প নিয়ে মুখ খুলতে রাজি হননি। সুব্রত রায়ের চরিত্রে কার কথা ভাবা হচ্ছে তা নিয়েও মুখ খুলতে চাননি তিনি। তবে তিনি বলেন, আলাদা করে কারও কথা আপাতত মাথায় নেই । তবে অনেকের সঙ্গেই কথা চলছে। খুব তাড়াতাড়ি বাকি খবর জানাতে পারব । তাঁর নতুন ছবির ভিডিয়োর ক্যাপশনে এদিন সুদীপ্তবাবু জানিয়ে দিয়েছেন সুব্রত রায়ের জীবনের নানান অজানা কাহিনি ফুটে উঠতে চলেছে এই কাহিনিতে । তাঁর কাছেও এই যাত্রাটা অসম্ভব সুন্দর তা জানাতে ভোলেননি সুদীপ্তবাবু। কবে আসবে এই ছবি তাও এখনও অজানা। তবে এটুকু জানা গিয়েছে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হবে এই ছবির শ্যুটিং।

কিংবদন্তী পেলেও খেলেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে

যুক্তরাষ্ট্র, ১১ জুন ঃ বিশ্ব ফুটবলে ব্রাজিলের জার্সি গায়ে যে কিংবদন্তি পেলে বিশ্ব ফুটবল মাতিয়েছেন সেই পেলে ক্যারিয়ারের সেরা সময় যাননি ইউরোপের কোনো ক্লাবে। কিন্তু ১৯৭৪ সালে ৩৪ বছর বয়সে সান্তোসের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টেনে এই ফুটবল সম্রাট পাড়ি জমিয়ে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৭৫ সালে নিউ ইয়র্ক কসমসে যোগ দেন। সেই বছরের ১৫ জুন ক্লাবটিতে নাম লিখিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন। যে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষজন একটা সময় ফুটবল খেলাই পছন্দ করতেন না, পেলে যাওয়ার পর ৮০ হাজার ধারণক্ষমতার স্টেডিয়ামের সব টিকিট বিক্রি হয়ে যেত। সেদিনই পেলে নিউ ইয়র্ক জয় করেছিলেন। পেলে কসমসে যোগ দেওয়ার পর মার্কিন মুলুকে ফুটবলে জোয়ার এসেছিল। তার ফল তারা পেয়েছিল ১৫ বছর পর বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। আর অভিষেক আসরেই তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। সেই থেকে শুধুমাত্র ২০১৮ সাল ছাড়া প্রতিটি বিশ্বকাপেই খেলেছে তারা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১২জুন সোমবার, ২৮ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১২জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৮ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০৩এড্রিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৮শতকরা এবং ৬৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার । জোয়ার- সকাল ৯ টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৬মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৫ মিনিটে ।

রাশিফল

মেষরাশিঃ আপনার চারপাশের মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন আপনাকে খুশি করবে। আপনি কমিশন- ডিভিডেন্ট- বা রয়্যালটি থেকে বেনিফিট পাবেন।
বৃষভ রাশিঃঅত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি্দের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উৎসাহদান করবে।। বিবাহের যোগ হবেই।
মিথুন রাশিঃআপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। এটি আরেকটি উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন দিন এবং অপ্রত্যাশিত লাভ আগে থেকেই দেখা যাচ্ছে।
কর্কট রাশিঃনিজের মত জানাতে দ্বিধা করবেন না। আত্মবিশ্বাসের অভাব আপনার পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে দেয় এবং আপনার অগ্রগতিকে আটকে দেয়। সংসারে শান্তি হবেই আজ
সিংহ রাশিঃসাহস থাকা ভালো।বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।
কন্যা রাশিঃধ্যান এবং আত্ম-উপলব্ধি লাভজনক প্রমাণিত হবে। পরিশ্রমের বিকল্প নেই আজ
তুলা রাশিঃশ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য আপনার স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব উন্নত করার চেষ্টা করুন আপনি আজকে ভাল অর্থ উপার্জন করবেন আজ থেকে।
বৃশ্চিক রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। কিছু বাড়তি পয়সা উপার্জনের জন্য আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার ব্যবহার করুন-
ধনু রাশিঃএমন ক্রিয়াকলাপে নিজেকে নিয়োজিত করুন যা আপনাকে আপনার শান্তভাব বজায় রাখতে সাহায্য করবে।
মকর রাশিঃআপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা
কুম্ভ রাশিঃআপনি ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে আপনার দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হবে। সংসারে উন্নতি।
মীন রাশিঃআপনি আজ আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখবেন যা আপনাকে সাফল্য এনে দিতে পারে। আজ, আপনার অযথা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা থেকে নিজেকে বিরত করা উচিত।

বাবার মতকে অগ্রাহ্য করে হুগলির তুহিনার পদক জয়

বনস্পতি দে, হুগলি, ১১ জুন ঃ গত ২৩ মে উত্তরপ্রদেশের নযড়ায় গৌতম বুদ্ধ নগরে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন ছাত্রী। তাঁদের মধ্যে অন্যতম পোলবার কচুযা. গ্রামের মেয়ে. তুহিনা মাইতি। বর্তমানে চন্দননগর গভর্মেন্ট কলেজে এডুকেশন নিয়ে পড়াশোনা করছেন তিনি। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাও চালিয়ে যাচ্ছেন এই ছাত্রী।

কবাডি খেলায় ছেলেবেলা থেকেই পারদর্শী তুহিনা। সম্প্রতি তিনি ইস্ট জোন ইন্টার ইউনিভার্সিটি কবাডি গেমসে অংশ নেন এবং সেখানে তাঁর টিম চ্যাম্পিয়নও হয়। এরপর অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসে অংশগ্রহণ করেন তুহিনা। কোযাটার ফাইনালে ম্যাচ জিতে ৭ পয়েন্টে দুর্গা ইউনিভার্সিটিকে হারিয়ে ব্রোঞ্জজয় করেন তুহিনা সহ তাঁর সহপাঠীরা। এর আগেও হুগলির এই কন্যার ঝুলিতে এসেছে একাধিক পুরস্কার। মায়ের ইচ্ছা ছিল মেয়ে বড় হয়ে খেলাধুলোকেই পেশা হিসেবে বেছে নেবে। মাত্র তিন বছর বয়সেই তিনি তুহিনাকে ভর্তি করেন স্থানীয় কালিয়াড়া শক্তি সংঘ ক্লাবে। তাঁর বাবা মন্টু মাইতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেয়েকে প্রতিদিন মাঠে খেলতে নিয়ে যেতেন তুহিনার মা মানসী মাইতি। বর্তমানে চন্দননগর হাটখোলা সপ্ত সম্মেলনী ক্লাবের হয়ে কাবাডি খেলেন তুহিনা। দুটি ন্যাশনাল স্কুল গেম ও একটি জুনিয়র ওপেন ন্যাশনাল খেলেছেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই অভাব নিত্যসঙ্গী তুহিনার। তাঁর বাবা সোনার দোকানের কর্মী। দুই সন্তান এবং স্ত্রীকে নিয়ে সংসার। টালির চাল ও মাটির ঘরেই থাকে তুহিনার পরিবার। আর এই চিত্রটাই বদলাতে চান জেদী এই কন্যা। তুহিনা বলেন, আরও পরিশ্রম করলে হয়তো হরিয়ানার টিমের মতো প্রথম হতে পারতাম। এখানে থেকে পড়াশোনা এবং খেলা চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আমি চাই এশিয়ান গেমসে যাতে ভালো জায়গা করতে পারি। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য চাকরি করতে চাই। তুহিনার মা বলেন, ওর খেলাধুলো নিয়ে আমার সিদ্ধান্ত প্রথমে কেউ সমর্থন করেননি। ওর বাবা ভেবেছিল পড়াশোনায় ক্ষতি হবে। কিন্তু, মেয়ের জেদ ছিল। ও খেলার পাশাপাশি পড়াশোনাটাও চালিয়ে গিয়েছে। প্রথম প্রথম অনেকে আপত্তি তুললেও মেয়ের জেদ এবং সাফল্য দেখে এখন তাঁরাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যদি ও একটি সরকারি চাকরি পায় সেক্ষেত্রে খেলার দিকে আরও মন দিতে পারবে। এদিকে তুহিনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁর প্রতিবেশীরাও। বাবাও চান, তাঁর মেয়ের বিশ্বজোড়া নাম করার স্বপ্ন সফল হোক।

ময়দান স্টেশনে ডাউন লাইনে ফাটল, ব্যাহত মেট্রো চলাচল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ ময়দান স্টেশনে ডাউন লাইনে ফাটল ধরা পড়েছে। রবিবার বিকেলে ময়দান স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের ফাটলটি চোখে পড়ে। যার জেরে টালিগঞ্জ থেকে মহাত্মা গান্ধী রোড পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফের ব্যাহত মেট্রো চলাচল। এবার ময়দান স্টেশনে ডাউন লাইনে ফাটল ধরা পড়েছে। রবিবার বিকালে ময়দান স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের ফাটলটি চোখে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওই লাইনে মেট্রো চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল মেট্রো। এই ঘটনার জেরে জেরে টালিগঞ্জ থেকে মহাত্মা গান্ধী রোড পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে টালিগঞ্জ থেকে নিউ গড়িয়া এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চলছে।

ভাঙড়ে তৃণমূলে যোগ প্রায় ১০০ আইএসএফ কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ১১ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে উত্তর ২৪ পরগনার ভাঙড়ে ভাঙন আইএসএফ শিবিরে। ভাঙড়ের ভোগালি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ১০০ জন আইএসএফ কর্মীর যোগ দেন ঘাসফুল শিবিরে। তৃণমূল নেতা সওকত মোল্লা, আরাবুল ইসলামদের হাত ধরে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিলেন ওই আইএসএফ কর্মীরা। রাজ্য সরকারের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে যোগ দিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন আইএসএফ থেকে তৃণমূলে আসা কর্মীরা। পঞ্চায়েত ভোটের আগেও দলবদল অব্যাহত রইল বঙ্গ রাজনীতিতে। উত্তর ২৪ পরগনার ভাঙড়ে ১০০ জন আইএসএফ কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। তৃণমূল নেতা সওকত মোল্লা, আরাবুল ইসলামদের হাত ধরে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিলেন ওই আইএসএফ কর্মীরা। রবিবার ভাঙড়ের কাঁঠালিয়ার একটি কর্মিসভার আয়োজন করেছিল তৃণমূল। সেই সভা থেকেই হয়েছে এই যোগদান। তৃণমূলে যোগ দেওয়া আইএসএফ কর্মীরা মূলত ভাঙড়ের ভোগালি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। শাহাজাহান মোল্লা ও তারিকুল মোল্লার নেতৃত্বে তৃণমূলে যোগ দেন শতাধিক আইএসএফ কর্মী। রাজ্য সরকারের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে যোগ দিতেই এই দলবদল করেছেন বলে জানিয়েছেন আইএসএফ থেকে তৃণমূলে আসা কর্মীরা। এ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেছেন, আইএসএফের সঙ্গে থাকলে এলাকার কোনও উন্নয়ন করতে পারব না। তাই তৃণমূলে যোগদান করেছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সামনে রেখে দল করব। এই যোগদানের পর তৃণমূল নেতা সওকত মোল্লা বলেছেন, আগামীদিনে দেখবেন আইএসএফের সঙ্গে কোনও লোক থাকবে না। সকলেই তৃণমূলের ছত্র ছায়ায় আসবেন। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে থাকবে। দলবদলের প্রসঙ্গে আইএসএফ নেতা রাইনুর হক বলেন, আইএসএফ ছেড়ে কেউই তৃণমূলে যায়নি। ওই এলাকায় যারা তৃণমূল কংগ্রেস করতেন তারাই আবার লোক দেখিয়ে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে। ভাঙড়ের মানুষ আইএসএফের সঙ্গেই আছে।

'তৃণমূল প্রার্থীদের জন্য মনোনয়ন পত্র হোম ডেলিভারি হচ্ছে', টুইটে বিস্ফোরক শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া শুরু হয়েছে। শাসক ও বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই মনোনয়ন পত্র তুলতে পৌঁছে যাচ্ছেন বিডিও অফিসে। কিন্তু সেখানে গিয়ে বিরোধী প্রার্থীদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। তবে তৃণমূলের প্রার্থীদের জন্য মনোনয়ন পত্র 'হোম ডেলিভারির' ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এমনই অভিযোগ করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সকালে এ নিয়ে একটি টুইট করেছেন বিজেপি বিধায়ক। সেই টুইটে তিনি সরকারি কর্মচারীদের 'তৃণমূলের কর্মচারী' হিসাবেও কটাক্ষ করেছেন। মনোনয়ন পত্র তুলতে গিয়ে বিরোধীরা কী ভাবে সরকারি কর্মীদের অসহযোগিতার শিকার হচ্ছেন, সেই অভিযোগও করেছেন শুভেন্দু। বিষয়টি নিয়ে বাঁকুড়া জেলার একটি ব্লক অফিসে মনোনয়ন পত্র তোলা সংক্রান্ত ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন। যদিও ওই ভিডিয়ো সংক্রান্ত শুভেন্দু অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। মনোনয়ন সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে করা টুইটে

শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, তৃণমূল গুন্ডাদের বাধা পেরিয়ে বিরোধী প্রার্থীরা মনোনয়ন তুলতে বিডিও অফিসে পৌঁছলে তাঁদের দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। তাঁরা ভাগ্যবান হলে দীর্ঘ সময় পর মনোনয়ন পত্র এবং ডিসিআর (ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিপ্ট) পাচ্ছেন। নাহলে বলা হচ্ছে, এখন কাজের সময় পেরিয়ে গিয়েছে, পরের দিন আসুন বা মনোনয়নের ফর্ম পর্যাপ্ত নেই। কিন্তু রাজ্যের শাসক তৃণমূলের জন্য এই নিয়ম খাটছে না বলে অভিযোগ করেছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। এ নিয়ে তিনি টুইটে পোস্ট করা ভিডিয়ো প্রসঙ্গে শুভেন্দু লিখেছেন, ভিডিয়োয় বাঁকুড়া জেলার সালতোড়া ব্লকের তিলুরির তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সালতোড়া বিডিও অফিস থেকে অগুণতি মনোনয়ন পত্র ও ডিসিআর তুলছেন। তৃণমূলের প্রার্থীদের জন্য মনোনয়ন পত্র 'হোম ডেলিভারির' ব্যবস্থাও করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ শুভেন্দুর। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন বিজেপি বিধায়ক। এ প্রসঙ্গে শালতোড়ার বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউরি বলেছেন, শালতোড়া ব্লকে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকে গোছ গোছ ডিসিআর ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিজেপির প্রার্থীরা লাইনে দাঁড়িয়েও ডিসিআর ফর্ম পাননি। যদিও বিজেপির এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের শালতোড়া ব্লক সভাপতি সন্তোষ মণ্ডল। তিনি বলেছেন, উনারা মিথ্যা বলছেন। কেউ চক্রান্ত করে যদি ভিডিয়ো ভাইরাল করে আমরা কী করব। ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে। আমি জানতে পেরেছি, সবাইকে ডিসিআর দেওয়া হয়েছে। শান্তিপূর্ণ ভাবেই তা হয়েছে।

নিজ ভূমি নিজ গৃহ প্রকল্পে ভূমি হীন দের পাট্টা দেওয়া হলেও তা শুধু খাতায় কলমে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১১ জুন ঃ নিজ ভূমি নিজ গৃহ প্রকল্পে ভূমি হীন দের পাট্টা দেওয়া হলেও তা শুধু খাতায় কলমে, পাট্টা দেওয়ার পাঁচ বছর পর গৃহ তো দূরের কথা মেলেনি পাট্টায় উল্লেখিত ভূমি। আবার পাট্টায় উল্লেখিত জমিতেই দিব্বি চাষ করে যাচ্ছেন মুষ্টি মেয়ো কয়েক জন ব্যক্তি।কিভাবে পাট্টা দেওয়া জমিতে হচ্ছে চাষ উত্তর নেই প্রশাসনের কাছে। বিডিও কিংবা বি এল আরো নাকি কিছুই জানেন না তবে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন হুগলির হরিপাল ব্লকের বিডিও এবং বি এল আর ও। অন্যদিকে পাট্টার নথি থাকলেও পাঁচ বছর পরও জমি না মেলায় ক্ষোভে ফুঁসছে হরিপালের কনক পুর এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ ভোট এলেই নেতারা দেন প্রতিশ্রুতি ভোট মিটলেই নেতাদের দেখা মেলে না আর। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে দেবেন মোক্ষম জবাব দাবি পাট্টার কাগজ হাতে পাওয়া ভূমিহীন বাসিন্দা দের।হুগলির হরিপালের দারহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কনক পুর গ্রামে ডাকাতিয়া খালের বাঁধে বসবাস করেন প্রায় দু শো থেকে আড়াইশো টি পরিবার যার মধ্যে ২০১৮ সালে নিজ ভূমি নিজ গৃহ প্রকল্পে জমির জন্য পাট্টা দেওয়া হয়েছিল প্রায় ৬০ থেকে ৭০ টি পরিবারকে। পাঁচ বছর কেটে গেলেও এখনো পাট্টা দেওয়া জমি চিহ্নিত করে দিতে পারেনি স্থানীয়

প্রশাসন অগত্যা খালের বাঁধেই ঝুপড়ি তৈরি করে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন ওই পরিবার গুলি।২০১১ সালের ১৮ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ও ত্রাণ দপ্তরের উদ্দ্যোগে নিজ ভূমি নিজ গৃহ প্রকল্পটি চালু করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত গৃহ হারাদের বাসস্থান এবং তাদের জীবনযাত্রার সামগ্রিক মান উন্নযনের লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্পটি চালু করা হয়। পরিবার পিছু ৫ ডেসিমেল জমি বরাদ্দ করে তার উপর গৃহ নির্মান করে দেওয়ার ঘোষণা করে সরকার। হরিপাল ব্লকের কনক পুর এলাকার বাসিন্দারা এখনো পাট্টার কাগজ হাতে দিন গুনছেন নিজের বাসস্থান পাবার আশায়। অন্যদিকে পাট্টা উল্লেখিত জমিতে দিব্বি চাষ করে যাচ্ছেন বেশ কয়েক জন ব্যক্তি তাদের দাবি তাদের জায়গা কিভাবে অন্য কাউকে পাট্টা দেওয়া সে বিষয়ে তারা কিছুই জানেন না।যদিও স্থানীয় পঞ্চায়েত উপ প্রধান বাবলু ঘোষ স্বীকার করে নেন যে কনক পুর এলাকায় যাদের পাট্টা দেওয়া হয়েছিল তারা এখনো জমি পাননি। পাট্টা উল্লেখিত জমি জোর করে দখল করে রেখেছেন বেশ কয়েক জন ব্যক্তি এ বিষয়ে বি এল আর ও অফিসে জানানো হয়েছে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। অন্যদিকে পঞ্চায়েত ভোটে কোনো প্রভাব পড়বে না বলেই দাবি দারহাট্টা পঞ্চায়েত উপ প্রধানের। এবিষয়ে হরিপাল ব্লকের বিডিও জয়ন্ত সাহা এবং বি এল আর ও সুজয় ব্যাপারী জানিয়েছেন বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রয়াণ বার্ষিকীতে বিপ্লবী জননেত্রী লীলা রাযকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ বিপ্লবী জননেত্রী লীলা রায়ের রবিবার ৫৪তম মৃত্যু দিবস । কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে তাঁর আবক্ষ মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিধায়ক ও মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী এবং ভারতীয় গণ পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন তিনি । ব্রিটিশ বিরোধী আংেদালনে অগ্নিকন্যা এবং শিক্ষা সংস্কারক হিসেবেও ছিলেন পরিচিত । দেবাশিস কুমার বলেন, দেশের স্বাধীনতা আংেদালনের বিপ্লবীদের স্মরণের মধ্যে দিয়ে আমরা দেশের ইতিহাসের সঙ্গেও পরিচিত হতে পারি ।

আজ থেকে পিএম কিষান শিবির

হাইলাকান্দি (অসম) ১১ জুন ঃ হাইলাকান্দি জেলার সব কযটি জিপি কার্যালয়ে.সোমবার ১২ জুন থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত পিএম কিষান এর জন্য বিশেষ শিবিরের আযোজন করা হযেছে। এতে বৈধ পিএম কিষান হিতাধিকারীদেরকে তাদের ১৪ নম্বর কিস্তি নিশ্চিত করতে প্রতিদিন সকাল নযটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত শিবির চলবে জেলা প্রশাসন ও কৃষি বিভাগের উদ্যোগে। যেসব হিতাধিকারীরা এখন পর্যন্ত পিএম কিষানের সঙ্গে আধার লিঙ্ক এবং ই কেওয়াইসি করাননি, জমির তথ্য জমা দেননি, বা ব্যাংক একাউন্টের সঙ্গে আধার লিঙ্ক করাতে পারেননি, তাদেরকে নিজ নিজ আধার কার্ড এবং আধার কার্ডের সঙ্গে সংযোগ থাকা মোবাইল ফোন, ব্যাংক পাসবুক এবং জমির তথ্যের জেরক্স কপি নিয়ে শিবিরে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। জেলার যে মূল ১৭টি জিপিরবোয়ালিপার, গাংপারধুমকর জিপির জন্য ১২ জুন বোয়ালিপার জিপি কার্যালয়ে, কাঞ্চনপুর সিরিষপুর ও চন্ডিপুর উজানকুপা জিপির জন্য ১৩ জুন বেসিক চৌরঙ্গীতে অবস্থিত ১৪০ নম্বর নারায়নপুর এলপি স্কুলে শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

আরামবাগে তৃণমুল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের সভাপতি মহমাদুল করিম ফেসবুকে পোস্ট করে দল ছাড়লেন

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ১১ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোট সামনে আসতেই রাজ্যের শাসকদলের ভিতরে কলহ, কোন্দল সব বেরিয়ে আসছে এক এক করে। প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষের মাঝেই দলের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন বিভিন্ন জায়গার ছোট বড় নেতা। এবার আরামবাগ সাংগঠনিক জেলাতেও দেখা গেল একই দৃশ্য। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমুল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের সভাপতি মহমাদুল করিম ফেসবুকে পোস্ট করে দল ছাড়লেন। তিনি তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করলেন বলে জানিয়েছেন। এই ঘটনায় জেলার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণার দুই দিনের মধ্যেই আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমুল কংগ্রেসে ভাঙন দেখা দিল। এই বিষয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃনমুল কংগ্রেসের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি মহমাদুল করিমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, রাজনীতি করে পেট চালাতে হবে, এই বিষযটা নয়। রাজনীতি করা আমার নেশা। এখন আরামবাগের তৃণমূল সাংগঠনিক জেলার যা অবস্থা, তার সঙ্গে আমি খাপ খাওয়াতে পারছি না। যে পরিবেশ থেকে আমি উঠে এসেছি, বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে মেলাতে পারছি না। দলকে আমি সব জানিয়েছি। আমি আমার সিদ্ধান্তে অনড় আছি। যদিও তাঁর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পঞ্চাযেত ভোটের ঠিক আগে কি এমন ঘটল আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসে যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতিকে পদত্যাগ করতে হল? এটা কি আরামবাগ তৃণমূল সাংগঠনিক জেলার অবক্ষয় .দিকটা উঠে আসছে না? প্রশ্ন উঠছে এই সমস্ত। তা নিয়ে জল্পনাও তুঙ্গে। অপরদিকে ভোটের আগে তৃণমূলের ভাঙন নিয়ে.কটাক্ষ করেছে বিজেপি । খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, তৃণমূলে দল ছাড়াছাড়ির ঘটনা প্রাযই ঘটে। এটা কোনও নতুন ব্যাপার নয়।

চুরি-চক্রের পাঁচ পান্ডা ধৃত বালি থানার পুলিশের হাতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ জুন ঃ স্কুটি থেকে শুরু করে সোনার চেন চুরি চক্রের পাঁচ পান্ডা ধৃত বালি থানার পুলিশের হাতে। ১৪ দিনের হেপাজত চেয়ে রবিবার এদের আদালতে পেশ করা হয় বলে জানা গেছে। জানা গেছে, চোরাই স্কুটিতে চেপে বেশ কয়েকদিন ধরে শহরে ছিনতাই চালাচ্ছিল ওই দুষ্কৃতিরা। এই ব্যাপারে অভিযোগও এসেছিল পুলিশের কাছে। সিসিটিভি এবং বিভিন্ন সূত্র মারফত জানতে পেরে ৫ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে চুরি করা স্কুটি এবং

ছিনতাইয়ের সোনার চেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতদের নাম মণীশ সিং (২২), বিবেক দাস (২২) ওরফে গাবরু, সাহিল চৌধুরী (১৯), সুমিত মালিক (১৮) এবং মনোজ জয়সোয়াল (২৪) ওরফে রকি। ধৃতদের রবিবার দুপুরে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৭ জুন বালি থানার পুলিশ একটি চুরির মামলার তদন্তে নামে। তদন্তের সময় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে একটি স্কুটি কোম্পানির তিনটি নম্বর দেখে সন্দেহ হয়। এরপর ডিডি কলকাতা পুলিশের স্ন্যাচিং সেকশনের সাথেও যোগাযোগ করে বালি থানার পুলিশ। শনিবার বিকেলে অভিযান চালিয়ে মণীশ সিং ও বিবেক দাস ওরফে গাবরু নামের দুই কুখ্যাত দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তারা নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ছিনতাই করা সোনার চেন। পুলিশ জেরার সময় অভিযুক্তদের কাছ থেকে বাকিদের নাম জানতে পারে। তাদের কাছ থেকে চুরি করা স্কুটি উদ্ধার হয়। অপরাধের সময় অপরাধীদের ব্যবহৃত হেলমেটও উদ্ধার করা হয়েছে ধৃতদের কাছ থেকে। জেরায় ধৃতেরা স্বীকার করেছে যে তারা কয়েকদিন আগে সালকিয়া বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের কাছ থেকে স্কুটিটি চুরি করেছিল। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত মণীশ সিং কুখ্যাত আসামী। তার বিরুদ্ধে কলকাতায় ৫টি, বিধাননগরে ২টি এবং উত্তরপাড়ায় ১টি মামলা চলছে।

যুব তৃণমূলের অভিনব প্রচার, প্রার্থী নয়, প্রতীক চিনুন, বার্তা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ জুন ঃ দক্ষিণ হাওড়ায় যুব তৃণমূলের পঞ্চায়েত ভোটে অভিনব প্রচার। প্রার্থী নয়, প্রতীক চিনুন ভোটের প্রচারে দেওয়া হলো এমনই বার্তা। মমতার বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প, রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান আর দলের প্রতীক চিহ্নকে সামনে রেখে এবারে পঞ্চায়েত ভোটের অভিনব প্রচারে নামেন দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীরা। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী নয়, প্রতীক চিনুন এই বার্তা নিয়ে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উন্নয়নের কর্মসূচির খতিয়ান নিয়ে রবিবার সকালে দক্ষিণ হাওড়ার ঝোড়হাট ও দুইল্যা অঞ্চলে প্রচারে নামেন দলের যুব কর্মীরা। সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে জনসমক্ষে তাঁরা তুলে ধরেন দলের এই বার্তা। দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রিতম দাস বলেন, সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের একটাই মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর আমাদের সকলের প্রেরণা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চাযেত নির্বাচন উপলক্ষে দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্রের বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরীর নির্দেশে এদিন আমরা প্রাক দলীয় প্রচারে বাড়ি বাড়ি মানুষের কাছে পৌঁছে আমাদের বার্তা তুলে ধরেছি। বিধায়িকা নন্দিনী চৌধুরীর নির্দেশে দক্ষিণ হাওড়ার যেসব গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে সেই সব জায়গার বাড়িতে বাড়িতে এদিন যাওয়া হয়েছে। বাড়ির লোকেদের মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের কাজকে সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। তাঁদের বোঝানো হচ্ছে প্রার্থী নয়, প্রতীক চিনুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উনয়নকে সামনে রেখে ভোট দিন।

শিবপুর পদাতিক এর পরিচালনায় রবিবার সকালে ক্লাব প্রাঙ্গনে এক শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই শিবিরের শুভ সূচনা করেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা সৃষ্টিধর ঘোষ, সুশোভন চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

অভিভাবক হীন তারকেশ্বর রানী রাসমণি বিশ্ববিদ্যালয়

রবিন মন্ডল ঃ অভিভাবক হীন তারকেশ্বর রানী রাসমণি বিশ্ববিদ্যাললয়,বিপাকে ৩০০ ছাত্র ছাত্রী। ছাত্র ছাত্রী দের অভিযোগ পঠন পাঠন শুরুর থেকে ছিল না কোনো ভবন, নেই লাইব্রেরি, উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকার কারণে মেলেনি রিসার্চ করার অনুমোদন।এমনকি আজ পযন্ত নিয়োগ করা হয়নি স্থায়ী অধ্যাপক। ফলে পঠন পাঠনের মান তো ছিলই না উল্টে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগেছেন রানী রাসমণি বিশ্ববিদ্যাললয়ে পাঠরত তিনশো পড়ুয়া। বিশ্ব বিদ্যালয় শুরুর থেকেই উপযুক্ত পরিকাঠামো যে ছিল না তা স্বীকার করে নিয়েছেন সদ্য অবসর নেওয়া ডঃ আশুতোষ ঘোষ।গত ৮ ই জুন তিনি অবসর নেন, শিল্যান্যাসের পর ডঃ আশুতোষ ঘোষকে শুধু মাত্র ভিসি হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল স্থায়ী ভাবে। উল্লেখ্য ২০১৭ সালের ১৪ জুলাই তৎকালীন হুগলী জেলাশাসক সঞ্জয় বানসাল ও তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রীন ইউনি ভার্সিটির জন্য চুঁচুড়া তে ১০ থেকে ১৫ একর জমি চিহ্নিত করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রিপোর্ট পাঠান। যার ১৯-২০ শিক্ষা বর্ষ থেকেই পঠন পাঠন শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। ২০১৮ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর রানী রাসমনির ২২৫ তম জন্ম বার্ষিকীতে ঘোষণা করা হয় প্রস্তাবিত ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রীন ইউনিভার্সিটির নাম বদলে রাখা হবে 'রানী রাসমনি গ্রীন ইউনিভার্সিটি । সেই মতো ২০১৮ সালের ২৬ শে নভেম্বর বিধান সভায় বিলও পাস হয়। ততোদিনে ঠিক হয়ে যায় চুঁচুড়ার পরিবর্তে গ্রীন ইউনিভার্সিটি বা রানী রাসমণি বিশ্ববিদ্যালয় হবে তারকেশ্বরের বালিগরী এলাকায়।

২০১৯ সালের ২২ শে ফেব্রয়ারি তারকেশ্বরের বালিগড়িতে এক সভা মঞ্চ থেকে তারকেশ্বর গ্রীন ইউনিভার্সিটি বা রানী রাসমণি বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিল্যান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। কাজও শুরু হয়। কিন্তু আজ পযন্ত শুধু মাত্র সীমানা পাঁচিল নির্মাণ হয়েছে মাত্র।তবে ভবন ছাড়াই ১৯-২০ শিক্ষা বর্ষে পঠন পাঠন শুরু হয় হুগলির দুটি কলেজে একটি সিঙ্গুর গভমেন্ট কলেজ অন্যটি তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজে। সিঙ্গুর গভমেন্ট কলেজে পড়ানো হয় কেমেস্ট্রি,কম্পিউটার সাইন্স এবং এনভায়রনমেন্ট। অন্যদিকে তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ পড়ানো হয় ইংরাজি,বাংলা,ফুড এন্ড নিউট্রিশন। পঠন পাঠন শুরু হলেও এখনো পযন্ত নিয়োগ করা হয়নি স্থায়ী কোনো অধ্যাপক শুধু মাত্র ভিসি ছাড়া। গত ৮ ই জুন

অবসর নেন ভিসি ডঃ আশুতোষ ঘোষ ফলে বর্তমানে অভিভাবক হীন হয়ে পড়লো রানী রাসমণি গ্রীন ইউনিভার্সিটি। বর্তমানে চরম সমস্যায় পড়েছেন ছাত্র ছাত্রী থেকে দুই কলেজের জেলারেল বডি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম অবস্থার কথা জানিয়ে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা।বর্তমানে ছাত্র ছাত্রীরা সংখ্যা ৩০০ জন। সিঙ্গুর গভমেন্ট কলেজে ছাত্র ছাত্রীরা সংখ্যা ১৪০ জন এবং তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীরা সংখ্যা ১৬০ জন। ছাত্র ছাত্রী দের অভিযোগ নামেই বিশ্ববিদ্যালয় নেই উপযুক্ত পরিকাঠামো। ওয়েবসাইটে বিশ্ব বিদ্যালয়ের গেটের ছবি দেখে তারা ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু বাস্তব চিত্র টা একেবারেই আলাদা।তাদের দাবি তাদের এক প্রকার ধোঁকা দেওয়া হয়েছে।বর্তমানে ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভিসি ডঃ আশুতোষ ঘোষ ছাত্র ছাত্রীদের অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে বলেন স্থায়ী অধ্যাপক নেই,লাইব্রেরি না থাকলেও প্রয়োজনীয় বই রাখা থাকতো ছাত্র ছাত্রীদের জন্য,তবে লাইব্রেরির জন্য যে জায়গা দরকার সেটা নেই অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন এখনো নির্মাণ হয়নি।তিনি যতদিন দায়িত্বে ছিলেন চেষ্টা করে গেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো থেকে পঠন পাঠন উন্নতি ঘটাতে।তবে এটাও সত্যি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী অধ্যাপক নেই স্থায়ী কোনো কর্মচারী নেই এবং তিনি অবসর নেওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় অভিভাবক হীন হয়ে পড়ায় বিপাকে পড়বে ছাত্র ছাত্রীরা।অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ প্রসঙ্গে বলেন শিক্ষা দপ্তর গুচ্ক্ত কে দায়িত্ব দেয় ।গ্লত্ত্বঞ্র দায়িত্ব নেওয়ার পর বার বার জানানো হলেও কোনো না কোনো কারণে এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজের এসোসিয়েট প্রফেসর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কো অর্ডিনেটর ডঃ তপন কুমার ঘোষ বলেন ভিসি অবসর নেওয়ার পর অভিভাবকহীন হয়ে পড়লো বিশ্ববিদ্যালয়।উল্লেখ্য গত ২৮ শে মার্চ সিঙ্গুরে পথশ্রী রাস্তাশ্রী প্রকল্পের শিল্যান্যাস করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন তারকেশ্বরে তৈরি করা হয়েছে রানী রাসমণি গ্রীন বিশ্ববিদ্যালয়।

রেলওয়ে শুধুমাত্র নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে নিরাপত্তা তহবিল ব্যবহার করে

১১জুনঃরেলওয়ে শুধুমাত্র নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে নিরাপত্তা তহবিল ব্যবহার করে। রেলওয়ে নিরাপত্তা তহবিল শুধুমাত্র নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। জনগণ এবং মিডিয়ার একটি অংশ অন্যথায় ব্যবহার সম্পর্কে একটি অপপ্রচার করলেও তা ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর। উল্লেখ্য যে, নিরাপত্তা কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করে, রেলওয়ে লোকো পাইলটদের সঠিক বিশ্রাম এবং মানসিক চাপ উপশমের জন্য বডি ম্যাসাজার, ফুট ম্যাসাজার, এয়ার কন্ডিশনার ইত্যাদির মতো সুবিধা ও সুযোগসুবিধা প্রদান করেছে। ট্রেনের নিরাপদ যাত্রা। তাছাড়া রেলওয়েতে তহবিল এক মাথা থেকে অন্য মাথাতে ডাইভার্সনের কোন বিধান নেই। নিম্নরূপ তহবিল ব্যবহারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে রেলওয়ে যথাযথ এলাকায় নিরাপত্তা তহবিল ব্যবহার করেছে। নিরাপত্তা ব্যয়ের আদেশ, RRSK দ্বারা অর্থাযন করা হবে, MoF নির্দেশিকাগুলিতে রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, সিগন্যালিং, যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক কাজের মতো অগ্রাধিকারমূলক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি ছাড়াও, কাজের অবস্থার উন্নতি এবং লোকো পাইলট ইত্যাদির মতো নিরাপত্তার সমালোচনামূলক কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অপারেশনের জটিল ক্ষেত্রগুলিতে মানবিক ত্রুটির সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য ব্যয়ের সুস্পষ্ট বিধান ছিল। মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য ১৮৬১ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ট্রেনের লোকো পাইলট (চালক) ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে ট্রেনে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারা ডিউটি থেকে সাইন অফ করার পরে তারা পরবর্তী ডিউটির আগে বাধ্যতামূলক বিরতির জন্য যায়। রানিং রুমে চালকদের জন্য অন্যান্য সুবিধার সাথে মেসে ক্রোকারিজ এবং ফুট ম্যাসাজার প্রদান করতে হবে যাতে পরবর্তী ডিউটির আগে চালকরা ভালোভাবে বিশ্রাম পান। ২০১৩ সালের CAMTECH রিপোর্টের ভিত্তিতে ক্রোকারিজ, ফুট ম্যাসাজার, শীতকালীন জ্যাকেট ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছিল, যা মার্চ ২০১৪-এ গৃহীত হয়েছিল এবং এটি ২০১৭-১৮ সালে RRSK চালু হওয়ার অনেক আগে ছিল। নিরাপত্তা জনবলের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ট্র্যাক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ল্যাপটপ এবং কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছিল। যেমন দেখা যায় তালিকাভুক্ত ব্যয়গুলি চলমান কক্ষ এবং প্রশিক্ষণ কর্মীদের আপগ্রেডেশন ইত্যাদির জন্য সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত নির্দেশিকাগুলির উপর ভিত্তি করে, সরাসরি ট্রেন চলার নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত এবং তাই ফ্রিপারিজ নয় এবং ম্যান্ডেটের অংশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৯২ সংখ্যা, সোমবার, ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০

নির্বাচন মানেই কি হিংসা ?

সম্পাদকীয়

গ্রাম বাংলার উন্নতি করার দিকে লক্ষ্য নিয়েই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে উন্নতি করার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় কী করে এতো দুর্নীতি প্রবেশ করতে শুরু করলো সেটা কেউই জানে না। আসলে মানুষেরা দলীয় প্রার্থী হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে থাকে। এখন সবাই বলতে শুরু করেন যে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি হওয়া মানেই দলীয় কর্মসূচি পালন করা। গ্রামের মানুষের হয়ে কে কতদিন কাজ করবে তা বলা খুবই মুশকিল। তবে পঞ্চায়েত যে দলের দখলে আসে সেই দলই রাজ্যের ক্ষমতায় অসীন হয়ে থাকে তা দেখতে পাওয়া যায়। তবে সব ক্ষেত্রে তা হয় না। যেমন একটি সময়ে কলকাতা পুরসভার তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের আসীন ছিল বামফ্রন্ট। তখন গণতন্ত্র বলে একটি বস্তু ছিল। একন গণতন্ত্রকে তো একেবারে পাল্টাতে শুরু করে দিয়েছে। বিরোধী দল বলে আর কোনও কিছুই থাকছে না। এটা শুরু হয়েছিল মোদি সরকারের আমল থেকেই। কংগ্রেসের শাসনে বিরক্ত হয়ে ভারতের জনগণ বিজেপিকে বিশাল আসন পাইয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় মসনদে বসিয়েছিল। তার ফলে কংগ্রেস একেবারে ধুয়ে মুছ সাফ হয়ে যায়। এখন কংগ্রেসী রাজনীতির ভুলগুলি দেশের নাগরিকদের বেশি করে আঘাত করতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস যদি নিজস্ব শক্তি অপচয় না করে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় থাকতো তাহলে কিন্তু ভারতের অবস্থ্য এই রকম হতো না। কিন্তু কংগ্রেসে ওপরে সাধারণ মানুষ বিরক্ত হতে শুরু করে। দিল্লির ধর্ষন কাণ্ড থেকে শুরু করে কমনওয়েলথ কেলেঙ্কারী সব দিক দিয়ে কংগ্রেসের দেহের পচা গন্ধ বের হতে শুরু করে। সেই গন্ধকে চাপা রাখতে পারেনি। তারপরে রান্না গ্যাস নিয়ে যেভাবে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে ক্ষিপ্ত হতে থাকে ভারতীয়রা। মাসে একটি করে বারো মাসে বারোটি রান্নার গ্যাস দেওয়ার কথা বলতে শুরু করে ইউপিএ সরকার। তার ফলে ভারতীয়রা ক্ষিপ্ত হতে থাকে। বাধ্য হয়ে তখন বিজেপি দলকে বিশাল আসন দিয়ে ক্ষমতায় বসায় জনগণ। এখন আবার সেই বিজেপি দল ভারতের সাধারণ নাগরিকদের ওপরে চাপ দিতে শুরু করেছে। বয়স্ক নাগরিকদের রেল ভাড়ার ওপরে যে ছাড় ছিল তা উঠিয়ে দিয়েছে। ব্যাঙ্কের সুদের হার কমতে শুরু করেছে। দেশের সাধারণ নাগরিকদের দিকে ফিরে তাকানোর কোনও সময় পাচ্ছে না বিজেপি সরকার। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বহু রজ্যে শিল্প কলকারখানা বন্ধ। সেগুলিকে চালু করার কোনও পরিকল্পনা নেই। করোনার টিকা প্রথমে বলা হয়েছিল বিনা মূল্যে দেওয়া হবে না। তারপরে জনগণের চাপে পড়ে সিদ্ধান্ত বদল করতে হয়। বাধ্য হয়ে সরকারকে বিনামূল্যে করোনার টিকা ভারতীয়দের দিতে হয়েছিল। বিদেশে বেশ কিছু বন্ধু রাষ্ট্রকে করোনা টিকা বিনামূল্যে দিতে হয়। আসলে কেন্দ্রীয় সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না কোনও পথ ধরে এগোতে হবে। কৃষি আন্দোলনের চাপে পড়ে কৃষি বিল প্রত্যাহার করতে হলো। কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরে ভরসা করে চলা যাবে না ভেবে রাজ্য সরকারগুলি নিজস্ব নীতি গ্রহণ করতে থাকে। ভর্তুকি প্রায় তুলে দেওয়ার ফলে জনগণের ওপরে আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আইএনএ-এর নজরদরি থাকবে

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলকে রেড জোন হিসাবে ব্যবহার করা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন নিয়ে ভারত সরকার ব্যতিব্যস্ত। পাশাপাশি পাকিস্তান যেভাবে ভারতের বিরুদ্ধে লাগাতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারত যথেষ্ট ঠাণ্ডা মাথায় মোকাবিলা করছে। আবার নেপালও এখন ভারতকে বিরক্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। পাশাপাশি করোনাভাইরাস মোকাবিলায় যখন প্রশাসন ব্যস্ত ঠিক সেই সময়ে আল কায়দা জঙ্গি সংগঠন তাদের শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য তৎপরতা দেখাতে শুরু করে দিয়েছিল। দিল্লিতে কার কার সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল তাও খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে এনআইএ। তবে প্রকাশ্যে মুখ খুলিতে অস্বীকার করছে গোয়েন্দা দফতর। তল্লাশির কাজ সারা বছর ধরে চলে সকলের অজান্তে। সবার অলক্ষ্যে। তল্লাশি জালে কারা ধরা পড়ে তা এখন সব কিছু বলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আরও ব্যাপক তল্লাশির কাজ চলবে। পাকিস্তানে থাকা আল কায়দা চাঁইদের সঙ্গে ভারতের জঙ্গিদের যোগ সূত্র দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। এদের দেখভাল করে একজন জঙ্গি নেতারা। ভারতের আইনের বিরোধিতা করা থেকে শুরু করে বহু স্থানে হামলার ছক কষে। সেই সব জঙ্গি ছককে আকেবারে বানচাল করে দিতে উদ্যোগী হয় আইএনএ। এই সব দক্ষ অফিসাররা যে কোনও জঙ্গি হামলার মোকাবিলা করতে পারে। ভারতকে সুরক্ষিত করতে এরা যথেষ্ট পারদর্শী। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকার ওপরে নজর রাখা হয় প্রতিনিয়ত। কারা আসছে আবার কারা যাচ্ছে তাও দেখভাল করে তারা। জঙ্গিরা বরাবারই কলকাতায় ভিড়ে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করে। তারপরে গা ঢাকা দিয়ে হামলা করে। তাদেরকে চিহ্নিত করাই হচ্ছে আনআইএ গোয়েন্দাদের প্রধান কাজ। সম্প্রতি বাদুড়িয়া থেকে তানিয়া পারভিন নামে একজন কলেজ ছাত্রীকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশ এসটিএফ। গোয়েন্দারা দাবি করতে শুরু করে দিয়েছিল, তানিয়া রাজ্যে গ্রেফতার হওয়া প্রথম লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি। পঞ্চাশটির বেশি হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপ চালাতো সে। তার মূল কাজ ছিল মগজ ধোলাইয়ের কাজ। সদস্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে তার দায়িত্ব ছিল। ২০০৭ সালে এপ্রিলে বেনাপোল সীমান্তে পেরিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার শেখ সামির। তার সঙ্গে আরও চারজন জঙ্গি ধরা পড়েছিল। বিএসএফ তাদেরকে পাকড়াও করে। গোয়েন্দা বিভাগ থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে বাংলাদেশে জামাত-উল মুজাহিদিন (বাংলাদেশ) নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে মুশকিলে পড়ে গিয়েছে সেখানকার সদস্যরা। চলছে একদিকে অর্থসঙ্কট অন্য দিকে সদস্য সংগ্রহের কাজ। তারা আপাতত চোরাচালানের মাধ্যম দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করার ওপরে জোর দিয়েছে। একই সঙ্গে তারা সীমান্ত এলাকায় অল্পবয়সীদের নিশানা করে তাদেরকে জেহাদি পাঠ দেওয়ার চেষ্টা করছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়, কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম চিন্তা

শিক্ষা ব্যবস্থা পুঁতিগত হওয়ার থেকে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলতেন বিবেকানন্দ। ভগবান ভগবান করলে হবে না। কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে দিয়েই ভগবানের সাধনা করতে হবে। কাজকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের শরীরটাকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পিতামাতাকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পরিবারকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে. দেসকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

কলকাতার 'রসগোল্লা' বাংলার 'মিষ্টি'র বিশ্ব জয়

রবীন্দ্রকুমার শীল

কলকাতার রসগোল্লার একটি সুনাম আছে। এক সময়ে কলকাতার রসগোল্লা খেতে ভালোবাসতেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের খ্যাতনামা উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে সেই সময়ে প্রায় প্রতিটি রাজবাড়ি বা জমিদার বাড়িতে রসগোল্লার হাঁড়ি যেত। বাগবাজারের রসগোল্লা বেশ নাম করেছিল। নবীন চন্দ্র দাশের রসগোল্লা তখন বাজার মাত করে দেয়। উত্তর কলকাতার সব বনেদি বাড়িতে কোনও অতিথি গেলেই তাঁকে রসগোল্লা দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। ঠাকুর বাড়ির এর থেকে বাদ ছিল না। কলকাতার রসগোল্লা যেমন বিখ্যাত ছিল ঠিক সেই রকম বাংলার আমও বিখ্যাত ছিল। জামাই ষষ্ঠী আসলে আম আর রসগোল্লা নিয়ে আসা হতো। তখন নবীন চন্দ্র দাশ, কে সি দাশের দোকান ছাড়া ভালো রসগোল্লা আর কোথাও পাওয়া যেত না। কে সি দাশ প্রথম রসগোল্লাকে টিন বন্দি করে বিদেশে বিক্রি করতে শুরু করে। কে সি দাশের রসগোল্লা আজকে বিলেত, জাপান, আমেরিকা পাড়ি দিতে শুরু করেছে। আবার বহু দক্ষিণ আফ্রিকাতেও কে সি দাশের গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। কলকাতার কেসি দাশের রসগোল্লার এজেন্সি নিয়ে সাহেবরা তাদের খাবার দোকানে রাখতে শুরু করেছে। বাংলার রসগোল্লা, মিষ্টি এবং দই ক্রমশ জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। নবদ্বীপের দইও বিখ্যাত। লাল দই একমাত্র নবদ্বীপেই পাওয়া সম্ভব হয়। এখন সবাই লাল দই করছে। কিন্তু নবদ্বীপের লাল দই করার একটা আলাদা পদ্ধতি রয়েছে। সেখানে ছোট ছোট হঁড়িতে লালদই করা হচ্ছে খুবই হল্কা কাঠের আঁচ দিয়ে। কাঠ কয়লা পুড়িয়ে হাল্কা আঁচ দিয়ে দই করা পদ্ধতি দেখার মতো। যাঁরা নবদ্বীপে গিয়েছেন তারা জানেন কীভাবে সেখানে লাল দই করা হয়ে থাকে। লাল দই করতে যে বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় তা প্রত্যক্ষ করা যায়। এরপরে আসি বর্ধমানে মিহিদানার কথায়। বর্ধমানে মিহিদান নাম খুবই বিখ্যাত। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানে মিহিদানা করার পদ্ধতিটা একেবারে ভিন্ন রকমের। সীতাভোগ বর্ধমানে বিখ্যাত। তার কারণ হচ্ছে সেখানকার চাল। বিশেষ যত্নসহকারে চাল উৎপাদন করা হয়ে থাকে শুধু মাত্র সীতাভোগ তৈরি করার জন্য। সেগুলি সীতাভোগ চাল নামেই সেখানে বিখ্যাত। সীতাভোগের চাল কোনও সময়ে জড়িয়ে থাকে না। হালকা ঝুরো ঝুরো থাকে। এই চাল সেদ্ধ করলে ভাতটা নরম হয় বটে তবে একেবারে গলে যায় না। তবে সীতাভেগের চাল এমন ভাবে সিদ্ধ করা হয় যাতে একে ওপরের সঙ্গে লেগে যায় না। একটা সময় ধরে এই চালকে সিদ্ধ করা হয়। হালকা আঁচের ওপরে চালকে জলে ধুয়ে হাঁড়িতে বসিয়ে দিয়ে সিদ্ধ করতে দেওয়া হয়। তারপরে নির্দিষ্ট সময়

পার হয়ে গেলে তাকে নামিয়ে রেখে নানা পদ্ধতি অনুসরণ করে সীতাভোগ তৈরি করা হয়ে থাকে। সীতাভোগ ঠিক মতো তৈরি করতে গেলে তিনদিন সময় লেগে যেতে পারে বলে জানতে পারা দিয়েছে। বাংলার মিষ্টি জগত বিখ্যাত। এই রকম মিষ্টি আর কোথাও পাওয়া যায় না। বিদেশে দুর্গা পুজো অনুষ্ঠানের জন্য শুধু মাত্র প্রতিমা যায় তাই নয়, বাংলার মিষ্টিও জাহাজে করে বিদেশে পাড়ি দেয়। ভীম চন্দ্র নাগের মিষ্টি বিদেশে যায়। বিশেষ করে দুর্গা পুজোর সময়ে। সেখান যে বিজয়া দশমী পালন করার সময়ে বা দেবী দুর্গার চারদিন ধরে যে পুজোর আয়োজন কালে সেখানে বাংলার রসগোল্লা, মিষ্টি, সীতাভোগ দিতে দেবী মাকে ভোগ দেওয়া রীতি রয়েছে। বহু রাজবাড়ীতে এখনও সীতাভোগ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয়। এক সময়ে বর্ধমানের মহারাজার বাড়িতেও সীতাভোগ দিয়ে মায়ের পুজো করা হতো। সীতাভোগ ছিল মহা প্রসাদ। সেই মহা প্রসাদ গ্রহণ করেই তবেই বর্ধমানে রাজা পরিবারের সদস্যরা অন্নভোগ গ্রহণ করতো। বাগবাজারের সর্বজনীন দুর্গা পুজোতেও বাগবাজারের রসগোল্লাকে মহা প্রসাদ বলে গ্রহণ করে মাকে অন্নভোগের সময় দেওয়া হয়। কলকাতার বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রার একটি মিষ্টির দোকান ছিল। সেখানে ছোট আকারের রস বড়া পাওয়া যেত। তাকে রস কদম্ বলা হয়ে থাকে। রসগোল্লা আবিস্কার তখনও হয়নি। তারপরে নবীন চন্দ্র দাস বুদ্ধি খাটিয়ে রসগোল্লা তৈরি করলেন। সেই রসগোল্লার বয়স শতবর্ষ অতিক্রম করে গিয়েছে। তবে তার সঙ্গে সীতাভোগ, মিহিদানা, লাল দই এবং বাংলার ল্যাংচা বিখ্যাত। ভীম চন্দ্র নাগের সন্দেশ বিখ্যাত হতে শুরু করে দিয়েছে। তারা একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তারা যে ছানা দিয়ে মিষ্টি প্রস্তুত করে সেই দুধের ছানা অতি সহজে আর কোথাও পাওয়া একেবারে অসম্ভব। নদিয়া এবং বর্ধমান থেকে ছানা আসে। সেই ছানা বাজারে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। ভীম চন্দ্র নাগের ছানা যেসব করিগররা দিয়ে থাকে তাদের এটা বংশ পরম্পরার ব্যবসা। তারা শুধু মাত্র ভীম নাগকে এই ছানা দিয়ে থাকে। আর কাউকেই এই রকম ছানা তারা দিতে পারবে না বলে জানা গিয়েছে। ছানার পায়েস তৈরি করা হয়ে থাকে এই ছানা দিয়ে। সেটাই স্বাদে অতুলনীয়। এখন কারোর জন্ম দিনে কোনও কোনও বাড়িতে ছানার পায়েস দিয়ে জন্মদিন পালন করা হয়ে থাকে। জনাইয়ের মনোহরা বিখ্যাত মিষ্টি বলা যেতে পারে। তবে এখন দক্ষ কারিগরের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। সেই রকম ভালো দক্ষ মাত কয়েকজন কারিগর থাকলেও তাদের পথ ধরে আর কেউই আর মিষ্টি তৈরি করতে এগিয়ে আসছে না। তার ফলে বাংলার জেলায় জেলায় যে ধরনের বিভিন্ন স্বাদের মিষ্টি দেখ তে পাওয়া যেত তা প্রায় বিলুপ্ত হতে শুরু করেছে। যেমন জয়নগরের মোয়া। এখন তো জয়নগরের আসল মোয়া পাওয়া খ ুবই কষ্টকর। কারণ জয়নগরের আসল মোয়া করতে গেলে বহু সময় দিতে হয়। সেই রকম খই এবং গুড় পাওয়া যায় না। বহু গাছ কাটা পড়তে শুরু করেছে। যে জয়নগরের রাস্তার দুই ধরে গাছ এবং জঙ্গল ছিল আজকে সব ফাঁকা। সেখানে বহুতল বাড়ি উঠতে শুরু করেছে। গাছ কেটে বাড়ি তৈরি হচ্ছে বসত বাড়ি। ফাঁকা জমি বলতে আর কিছুই নেই বলা যেতে পারে। কৃষি জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। চাষ আবাদ কমতে শুরু করেছে। তার ফলে জয়নগরের মোয়া বাজারে যে দেখতে পাওয়া যায় তা কিন্তু সঠিক গুড় এবং খই দিয়ে তৈরি নয়। সঠিক পদ্ধতিতে এখন জয় নগরের মোয়া তৈরি করতে গেলে এক একটি মোয়ার দাম পড়ে যাবে প্রায় ষাট থেকে সত্তর টাকার কাছাকছি। এত টাকা দিয়ে কতজনই বা মোয়ার স্বাদ নিয়ে তৈরি থাকবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করেছে।

অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন 'কেসি দাশ' এর রসগোল্লা পছন্দ করেন

রসগোল্লা নিয়ে বাংলার এবং ওড়িশার রণক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। এই মহাযুদ্ধে অবশেষে বাংলার জয় হয়। পুরীর জগন্নাথ ধামের ভোগকে সাক্ষ্য রেখে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল ওড়িশা সরকার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সাক্ষী ধোপে টিকে নি। বাংলার কাছে পরাজয় স্বীকার না করলেও বলতে গেলে আত্মসমর্পণ করলো। কিন্তু লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা বজায় রাখলেন ওড়িশা সরকার। জিওগ্রাফিক্যাল ইণ্ডিকেশন (জিআই) বাংলার একতরফা শুনানি শুনে রায় দিয়েছে। ভবিষ্যতে আবার এ ব্যাপারে হয়তো 'জগন্নাথ রসগোল্লা' নামে হয়ে ওড়িশা সরকার আর্জি জানাবে। জিআই এর সরকারি রেজিস্টার বলেই দিয়েছিলেন, বাংলাই হচ্ছে রসগোল্লার আঁতুড় ঘর। ওড়িশার এই দাবি একেবারে দিশাহীন। এতেই ক্ষেপে যায় ওড়িশা সরকার। বলা হল, উল্টোরথের দিন রসগোল্লার উৎসব হয় পুরীতে। জগন্নাথদেব দুই সপ্তাহ ছুটি কাটিয়ে মন্দিরে ফিরে এসে শ্রীলক্ষ্মীর মানভঞ্জন করেন রসগোল্লা খাইয়ে। এই প্রথা পুরীর প্রাচীন পরম্পরা। ওড়িশার পাহালে প্রসিদ্ধ রসগোল্লার প্রস্তুতকারক বিকলান্দ করের বংশধর প্রশান্ত কর পুরীর পুরানো প্রথার কথা টেনে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু রসগোল্লার প্রথম প্রস্তুতকারক নবীন দাশের নাতি ধীমান দাশ জানান, ওড়িশা যেগুলো রসগোল্লা বলছে সেটা রসগোল্লা নয়। ওড়িশার মন্দিরের নথিতে রসগোল্লার কোনও উল্লেখ নেই। ক্ষীরমোহন বলে মিষ্টির সঙ্গে রসগোল্লার মিল থাকতে পারে। জিআই এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রসগোল্লার বয়স খুব বেশি হলে ১৫০ বছর। বাগবাজারের নবীন দাশ এবং ফুলিয়ার হারাধন ময়রার হাত ধরেই রসগোল্লা অবির্ভাব।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ দফতরের কর্তারা তৃপ্তির হাসি হেসে বলেছেন, বাংলা থেকেই রসগোল্লা ওড়িশাতে গিয়েছিল। রাজ্যের প্রায় লক্ষাধিকের বেশি রসগোল্লা প্রস্তুতকারক আছে বলে পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা মনে করেন। ১৯৩০ দশক থেকেই বাগবাজারের নবীন দাশের পুত্র কে সি দাশ এর সংস্থা টিনবন্দি

করে রসগোল্লা বিজেশে রপ্তানি করতে শুরু করে। লেখক সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের লেখাতে টিনের রসগোল্লার বিদেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত রয়েছে।
উত্তর কলকাতা কাশী মিত্র ঘাটের কাছে ছয় পুরুষ ধরে বাস নবীনচন্দ্র দাশের পরিবারের। এদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল চিনিকল। নবীনচন্দ্র দাশ জন্মগ্রহণ করার তিন মাসের মাথায় তাঁর পিতা পরলোকগমন করেন। পরে তাঁর বিধবা স্ত্রীকে ব্যবসা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অল্প বয়সে চিৎপুর রোডে অবস্থিত কালিদাস ইন্দ্রের মিষ্টির দোকানে কারিগরের কাজ করতে শুরু করেন নবীনচন্দ্র দাশ। পরে দক্ষ কারিগর হয়ে আটচালার মিষ্টির দোকান খোলেন। নবীনচন্দ্র দাশ প্রথমে শুকনো মিষ্টি তৈরি করতে শুরু করেন। পরে বুদ্ধি খাটিয়ে ছানার ছোট ছোট গোল্লাকে চিনির রসে ডুবিয়ে রসগোল্লা তৈরি করতে শুরু করেন। রানি স্বর্ণময়ী এই রসগোল্লা খুব পচ্ছন্দ করতেন। তখন রসগোল্লা নামটা আসে নি। তখন এর নাম ছিল 'আবার খ াবো'। নবীনচন্দ্র দাশের ব্যবসায়িক বুদ্ধি ছিল না। ব্যবসা লাটে ওঠার সময় তাঁর স্ত্রী ব্যবসার হাল ধরলেন। নবীনচন্দ্র দাশের স্ত্রী ছিলেন ভোলা ময়রার নাতনী। ব্যবসাকে ধরে রাখতেন তিনি। এরপরে কৃষ্ণচন্দ্র দাশ তাঁর ছোট ছেলে সারদাচরণ দাশকে সঙ্গে নিয়ে জোড়াসাঁকো এলাকাতে দোকান খোলেন। পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। আজকের বিখ্যাত 'কে সি দাশ' এর নেপথ্যে নায়ক হলেন ঠাকুরদা সারদাচরণ দাশ।
কৃষ্ণচন্দ্র দাশ পরলোকগমন করেন ১৯৩৪ সালে। ১৯৩৫ সালে ধর্মতলার মোড়ে সারদাচরণ দাশ দোকান তৈরি করেন। ১৯৪৫ সালে তাঁর হাত ধরে বয়লার সিস্টেমে প্রথম মিষ্টি। ১৯৬০ সালে বিলাতে টিন রসগোল্লা রপ্তানি। ১৯৮৩ সালে সেলিব্রাল আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শুয়েই তৈরি করলেন 'অমৃতকুম্ভ'। ১৯৮৮ সালে সারদাচরণের মৃত্যুর পর ধীরেন্দ্রনাথ দাশ দেখলেন, কে সি দাশ'র সাফল্যে নবীন দাশের নাম সবাই ভুলতে বসেছে। ১৯৮৫ সালে 'নবীনচন্দ্র দাশ' নাম দিয়ে দোকান খুললেন। এই বাড়িতে পা রেখেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। ১৮৮৫ সালে মানিকতলায় 'গাঙ্গুরাম' নাম দিয়ে দোকান খোলেন গাঙ্গুরাম চৌরাশিয়া। ১৩৩ বছরের দোকান। ২৭টি শাখা আছে। অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন 'কেসি দাশ' এর রসগোল্লা পছন্দ করতেন। শ্যামবাজার এলাকায় অবস্থিত 'চিত্তরঞ্জন' প্রায় ১১০ বছরের প্রাচীন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ভক্ত ছিলেন সাধনচন্দ্র ঘোষ। তার নামকরণেই এই দোকানের নাম হয়েছে 'চিত্তরঞ্জন'। 'টাইমস ফুড গাইড' রসগোল্লা তৈরি সেরা সার্টিফিকেট দেয় । কলকাতার 'বলরাম মল্লিক অ্যাণ্ড রাধারমণ মল্লিক' রসগোল্লা তৈরিতে সুনাম অর্জন করেছে। ১৩২ বছরের পুরানো দোকান। ২০০৩ সালে 'বেকড রসগোল্লা' তৈরি করে।

বাংলার বিপ্লবীদের মন্দির প্রতিষ্ঠা

বাংলার বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিল। তারা ইংরেজদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে দেশ থেকে তাদেরকে বিতারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল বিপ্লবী অরবিন্দকে নেতা করে। ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হল অনুশীলন সমিতি। তৃতীয় কেন্দ্রটি ছিল নলিন মিত্রের ১৭০ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে। দোতলা বাড়ি। ছাদে চলতো লাঠি খেলা। এখান থেকে বারীন্দ্রকুমার সহ বিপ্লবী দলের সদস্যরা বিকালে পায়ে হেঁটে ১০৮ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে বাড়িতে আসতো। সেখানে লাঠি খেলা এবং ইতিহাস চর্চা করে রাত এগারোটার সময়ে সকলেই বাড়ি ফিরতেন। কেন্দ্রের অর্থাভাব হয়নি। কারণ প্রেসিডেন্ট অর্থ জুটিয়ে দিতেন। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় অর্থাভাবে পড়লেন যতীন্দ্রনাথ। ফলে ১০৮ নম্বর লোয়ার সার্কুলার বাড়িটি তাঁকে ছাড়তে হল। পরিবারবর্গকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন বর্ধমানে শ্বশুর বাড়িতে। নিজে সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের একটি মেসে থাকতে লাগলেন। কিছুদিন পরে ১৯০৪ সালে পুজোর ছুটিতে বাংলায় এলেন অরবিন্দ। এ সম্পর্কে লিখছেন বারীন্দ্র কুমার-''যতীনদার ডাকে শ্রীঅরবিন্দ এলেন বাংলা দেশে আমাদের দু-দলের বিরোধ মিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তখন বোধহয় ১৯০৪ সাল। আমার আর অবিনাশের ডাক পড়ল শ্রীঅরবিন্দের কাছে। তিনি তখন এসে নেমেছেন যতীনদার সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটস্থ মেসে। তাঁকে একটি ঘর দেওয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে জানলাম, এতদিনের উদ্দাম কর্মী যতীনদার নিরস্ত থাকেন নাই। ম্যাটসিনিও, গ্যারিবল্ডীর জীবনী-প্রণেতা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও তাঁর ছেলে সুরেন্দ্রকে নিয়ে নূতন করে চাক বেঁধেছেন। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে ডেকে বললেন- তোমরা অযথা যতীনকে সন্দেহ করছ।'' (অগ্নিযুগ) অরবিন্দের কথানুযায়ী স্থির হল, পরদিন আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে বারীন্দ্র এসে মেয়েটির সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। মেয়েটির হাত পা দেখে

বারীন্দ্রকুমারের সন্দেহ দূর হলো। মেয়েটি যতীনদার বোন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ফেরার সময়ে যতীনদা একটি অদ্ভুত কাহিনী শোনালেন। তিনি যখন বরোদায় তখন মেয়েটি কুসংসর্গে পড়ে পালিয়ে কলকাতায় চলে আসে। এবং এক মন্দ পাড়ায় গিয়ে ওঠে। যতীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন বিপ্লবীদলের কাজে লাগাবেন বলে। কিন্তু এই নিয়ে এত দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে সেটা তিনি আন্দাজ করতে পারেননি। বিপ্লবী দলের ওপরে বারীন্দ্রকুমারের আস্থা ভেঙেছে ভেবে অরবিন্দ তাঁকে দেওঘরে নিয়ে গেলেন। অবিনাশচন্দ্র রইলেন যতীন্দ্রনাথে সহকারী হিসাবে। দেবব্রত, নিখিল এবং জ্যোতিষ এরা মিলল অরবিন্দের নির্দেশে। বিপ্লবী দলে জোড়া লাগলেও পরে আবার ভাঙন দেখা দিল। অল্পদিনের মধ্যে অভিযোগে পত্র গেল দেওঘরে অরবিন্দের কাছে। কিন্তু কোনও ফল হল না। অবিনাশ পর্যনত দেওঘরে গিয়ে যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করলো। অরবিন্দ বুঝতে পারলেন ভাঙন রোখার নয়। তিনি বারীন্দ্রকে নিয়ে বরোদায় চলে গেলেন। সেই সময়ে প্লানচেট করে শ্রীরামকৃষ্ণ, ফাদার দামিয়ন, কৃষ্ণদাস পাল, রামমোহন বিবেকানন্দকে নিয়ে এসে কথা বলানোর চেষ্টা করা হতো। একদিন আসরে আবির্ভূত হলেন রামমোহন ও বিবেকানন্দ। দু'জনের কাছে প্রশ্ন করা হলো- বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলন জমছে না কেন? দুজনেই একই উত্তর দিয়ে গেলেন- দেশমাতার মুক্তিযজ্ঞবেদী রচনা করতে হবে ধর্মের ভিত্তিতে আর তা আরম্ভ হবে বাংলা থেকে। শ্রীঅরবিন্দের মাথায় সেটা চেপে ধরলো। কিছুদিন বাদে অরবিন্দ বারীন্দ্রকুমারকে বাংলায় গিয়ে আবার বিপ্লবী প্রচার করার নির্দেশ দিলেন। কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি আগেই লিখে ফেলেছিলেন ''ঞ্জ্র ঋদ্রব্দমন্দ্রদ্ধ্ন্ত্র''- আপোষ চাই না। এ ছাড়াও ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠা করা একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। বীর শিবাজীর আর্দশে কোনও দুর্গম পার্বত্য স্থানে গভীর অরণ্যের মধ্যে ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বারীন্দ্রকুমারকে ভবানী মন্দির এবং ''ঞ্জ্র ঋদ্রব্দমন্দ্রদ্ধ্ন্ত্র '' পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ ছিল ভবানী মন্দির লিফলেট ছেপে গোপনে মানুষদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। বিহারের কোনও একটি পার্বত্য অঞ্চলে ভবনী মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে তিনি নির্দেশ দিলেন। কলকাতায় আবার আসার পূর্বে বারীন্দ্রকুমার অমরাবতীতে নেমে খাপার্দের সঙ্গে এবং ডাক্তার মুঞ্জের সঙ্গে দেখা করেন। অরবিন্দ পরিকল্পিত ভবানী মন্দির নিয়ে তিনি কথা জানালে খেপার্দ তাঁকে বলেছিলেন, বিন্ধ্যপর্বত, পূর্ব ঘাটে এবং পশ্চিম ঘাট পর্বতের কোলে তিনি গড়ে তুলবেন ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গেরিলা বাহিনী। এটা হবে শ্রীকৃষ্ণের কথায় প্রাক প্রহার- প্রিয়োহহম- ইংরেজিতে যাকে বলে ''ঞ্জন্স্ঠ ত্নব্ধন্দ্রহ্ন স্থব্ঠত্র ত্নত্থঞ্চ্ঠ''। বারীন্দ্রকুমার খুব সম্ভবত ১৯০৬ সালে ১৪ এপ্রিল বরিশাল সম্মেলনের পূর্বে বাংলায় এসেছিলেন। এ সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার বলেন-'' আমার যতদূর স্মরণ হয়- বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার এসে আমি দেবব্রতকেই খুঁজে বার করি। দেবব্রতের বাড়ি ছিল স্টার থিয়েটারের পেছনে। কাজেই আমাদের নূতন কেন্দ্রের বাড়ি খুঁজে বার হোল দেবব্রতের বাড়ির কাছে গ্রে স্ট্রিট ও রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে, রাজাদের একটি ঘোড়ার আস্তাবলের উপর। একখানি বড় হল, রাস্তা থেকে সরু গলিতে সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। এই ঘরখানিতেই থাকতাম আমি ও দু-একটি কর্মী। খুলনার সুধীর ছিল আমার সঙ্গে, একটা জোড়া তক্তপোষের উপর আমরা শয়ন করতাম, স্টোভ ও কুকারে রেঁধে খেতাম।''

হেরিটেজ

বিখ্যাত হেয়ার স্কুল

কলকাতার হেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হেয়ার সাহেব। তাঁর পুরো নাম ছিল ডেভিড হেয়ার। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ঘড়ির ব্যবসা করতে। ঘড়ি তৈরি করাই ছিল তাঁর ব্যবসার প্রধান কাজ। কিন্তু ঘড়ি ব্যবসা তুলে দিয়ে তিনি বাংলাকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। তিনি বাংলায় এসে বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করতে শুরু করলেন। এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দিলেন বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে। তাঁর উৎসাহে তৈরি হয়েছিল কলকাতা মেডিকেল কলেজ। যদিও বেশ কয়েকজন ভারতীয় সহায়তা করেছিল এই মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার ক্ষেত্রে। তার মধ্যে ছিলেন দানবীর মতিলাল শীল। তিনি মেডিকেল কলেজ তৈরি করতে জমি দান করেছিলেন। তাঁর নামে একটি ওয়ার্ড রয়েছে এই মেডিকেল কলেজে। তিনি আবার বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে সেই সময়ে কুড়ি হাজার টাকা দান করেছিলেন। কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছিলেন বিধবা বিবাহ চালু করতে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দান গ্রহণ করেছিলেন। বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছিলেন ডেভিড হেয়ার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় যিনি বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন বেথুন সাহেবকে। আগে হেয়ার স্কুল কলকাতা করপোরেশন বিল্ডিংয়ে শুরু হয়। তারপরে সেটা চলে যায় নিজেরা জমি ক্রয় করে সেখানে। এখন যেখানে হেয়ার স্কুল রয়েছে সেখানে। এই ডেভিড হেয়ার প্রথম শবচ্ছেদ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন মধুসূদন গুপ্তকে। এশিয়ার প্রথম শবচ্ছেদ হয়েছিল কলকাতার মেডিকেল কলেজে। হেয়ার স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮১৮ সালে। এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের তালিকায় রয়েছেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জগদীশ চন্দ্র বোস, অক্ষয় কুমার বড়াল, প্রমথেশ বড়ুয়া, গুরু দত্ত, রামতনু লাহিড়ী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী সহ আরও অনেকে।

পড়ুয়া নিখোঁজ হওয়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১১ জুন ঃ গত ছ'দিন ধরে নিখোঁজ দক্ষিণ দিনাজপুরের স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ছ'দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও খোঁজ মেলেনি যুবকের। এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে তুলে প্রতিবাদে রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন গ্রামবাসী এবং পরিবারের লোকজন। প্রায় ঘন্টাদুয়েক ধরে চলা অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কে তীব্র যানজট তৈরি হয়। বিপাকে পড়েন স্থানীয়রা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার পারপাড়া কুঞ্জ ডিঙ্গি এলাকার বাসিন্দা সমস্ত মণ্ডল। স্নাতকস্তরের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তিনি। গত মঙ্গলবার বিকেলে ত্রিমোহিনী হাটে গিয়েছিলেন জুতো কিনতে। কিন্তু রাত বাড়লেও বাড়ি ফেরেননি। খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। রাতে হিলি থানায় লিখিতভাবে নিখোঁজ ডায়েরি করেন পরিবারের লোকজন। কিন্তু এক এক করে ছ'দিন পেরিয়ে গেলেও মেলেনি যুবকের খোঁজ। পরিবারের অভিযোগ, বারবার পুলিশকে জানিয়েও লাভ হয়নি কিছুই। পুলিশ যুবককে উদ্ধারে কোনও উদ্যোগ নেয়নি। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে রবিবার পথ অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হিলি ব্লকের মুরারীপুর এলাকায় ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। ফলে জাতীয় সড়ক দিয়ে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। হিলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে। তাদের সঙ্গে কথাবার্তার পর অবরোধ উঠে যায়। ঘন্টাদুয়েক পর জাতীয় সড়কে ফের যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।

ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ জুন ঃ নকশালবাড়িতে দশম শ্রেণির ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার কুমারসিং জোত এলাকায়। রবিবার সকালের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম কবিতা সিংহ(১৫)। তিনি নন্দ প্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। কিশোরীর বাবা দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার মা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে অন্য যুবকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। পারিবারিক অশান্তির জেরেই ওই কিশোরী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে অনুমান পুলিশের। মৃত কিশোরীর কাকিমা চন্দনা সিংহ বলেন, মেয়েটির বাবা-মা সঙ্গে ছিল না। তাই আমাদের কাছেই মেয়েটি মানুষ হচ্ছিল। গতকাল রাতে খাওয়া দাওয়া করে দুই বোন এক সঙ্গে ঘুমিয়েছিল। সকালে ছোট বোন ঋত্বিকা সিংহ ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠে যায়। অন্যদিকে, কবিতা দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যেই ছিল। কিছুক্ষণ পরে তাকে ডাকাডাকি করা হলে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। তারপরই দরজা ভেঙে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। দেহ উদ্ধার করে দ্রুত নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

দুই দশক বাদে পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে চলেছে পাহাড়ে

পাহাড়ে সমস্ত দলের কাছে অ্যাসিড টেস্ট

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ জুন ঃ শেষবারের মতো পাহাড়ে পঞ্চায়েত ভোট হয়েছিল বাম জমানায়। তাও ২০০১ সাল। সেবারে ভোট হয়েছিল শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে। পঞ্চায়েত সমিতি অর্থাৎ ব্লক স্তরে সেবার যেমন কোনও নির্বাচন হয়নি, তেমনি নির্বাচন হয়নি জেলা স্তরে বা জেলা পরিষদে। দীর্ঘ ২২ বছর বাদে আবারও পাহাড়ের বুকে হতে চলেছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। এটা খুব ভাল দৃশ্য যে এই নির্বাচনের বিরোধিতা যেমন কেউ করছে না তেমনি কেউ ভোট বয়কটের ডাকও দিচ্ছে না। তবে এবারেও জেলা পরিষদ স্তরে ভোট হচ্ছে না। কেননা পাহাড়ের দুই জেলা দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে জেলা পরিষদ আর নেই। সেই জায়গা নিয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনস্ট্রেশন বা জিটিএ। তবে ভোট হবে গ্রাম পঞ্চায়েত আর পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে। আর সেই ভোট কার্যত গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা প্রধান বিমল গুরুংয়ের রাজনীতির কেরিয়ারে অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে। পরীক্ষা কিছুটা হলেও তৃণমূলেরও। তবে তুলনামূলক ভাবে অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী থাকছেন অনীত থাপা। পাহাড়ের বুকে সুবাস ঘিসিংকে ইতিহাসের পাতায় ঠেলে দিয়ে উত্থান হয়েছিল বিমল গুরুংয়ের। পাহাড়বাসীকে তিনি দেখিয়েছিলেন পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের স্বপ্ন। পাহাড়ে অশান্তির আগুন লাগার ফলে বেপাত্তা হয়ে যান বিমল। পাহাড়ের রাজনীতিতে খানিকটা হলেও কোনঠাসা হয়ে পড়ে গোর্খা। তাঁর অবর্তমানে হাল ধরেছিলেন বিনয় তামাং ও অনীত থাপা। পরে গুরুং ফিরেও এসেছিলেন রাজকীয় ভাবে। কিন্তু ফেরত পাননি তাঁর সাম্রাজ্য। বিনয়ও রাজনীতির অন্ধগলিতে হারিয়ে গিয়েছেন। থেকে গিয়েছেন শুধু অনীত। এখন তিনিই জিটিও চেয়ারম্যান। এখন তিনিই পাহাড়ের শেষ কথা। কিন্তু এখনও অবধি অনীত নিজেকে সুবাস ঘিসিং বা বিমল গুরুংয়ের মতো সর্বেসর্বা হিসাবে তুলে ধরেননি। বরং জোর দিয়েছেন পাহাড়ে শান্তির স্থায়িত্ব। জোর দিয়েছেন উন্নয়নে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন যাতে পাহাড়েও পঞ্চায়েত নির্বাচন করানো হয় এবং পাহাড়ের বাসিন্দারাও যেন সমতলের মানুষদের মতোই রাজ্য সরকারের সব আর্থসামাজিক প্রকল্পের সুবিধা পায়। অনীতের সেই আর্জি রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সমতলের সঙ্গেই পাহাড়ে হচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২২ বছর বাদে। তবে সমতলে হচ্ছে ত্রিস্তরীয় নির্বাচন, পাহাড় হবে দ্বিস্তরীয় নির্বাচন। সেই নির্বাচনই এবার অগ্নিপরীক্ষা হয়ে উঠতে চলেছে বিমল গুরুং ও তাঁর দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার। কেননা এর আগে পাহাড়ে যে পুরনির্বাচন হয়েছে সেখানে কলকে পায়নি মোর্চা। বাজি মেরেছিল অজয় এডওয়ার্ডের হামরো পার্টি। পরে আবার সেই দলের বড় অংশের সদস্যরা চলে যান অনীতের দলে মানে ভারতীয় গোর্খা জনপ্রজাতান্ত্রিক মোর্চায়। জিটিও নির্বাচনেও হেরেছে গুরুংয়ের দল। এই নির্বাচনে সবদলই আপ্রাণ চেষ্টা করবে জনসমর্থন নিয়ে লোকসভার আগে পাহাড়ের নির্নায়ক শক্তি হবে। পাহাড়ে দুটি জেলায় মোট ৮টি ব্লকে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে। এই ৮টি ব্লক হল দার্জিলিং জেলার দার্জিলিং-পুলবাজার ব্লক, জোড়াবাংলো-সুখিয়াপুখরি ব্লক, রাংলি-রাংলিয়ট ব্লক, কার্শিয়াং ব্লক ও মিরিক ব্লক এবং কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লক, কালিম্পং-১ ব্লক ও কালিম্পং-২ ব্লক। দার্জিলিং জেলার ৫টি ব্লকের ৭০টি গ্রাম পঞ্চায়েত থাকছে যেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে এবং কালিম্পং জেলার ৩টি ব্লকে ৪২টি গ্রাম পঞ্চায়েত থাকছে যেখানে এই ভোট হবে। এই ৮টি ব্লকের মধ্যে সব থেকে বেশি নজর থাকবে অবশ্যই মিরিকের দিকে। কেননা ৬ বছর আগে মিরিক পুরসভার নির্বাচনে তৃণমূল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। সেইবারই প্রথম পাহাড়ের কোনও ভোটে সমতলের রাজনৈতিক দল জয়ী হয়েছিল। সেই জয় দেখেই গুরুং বুঝে গিয়েছিলেন বিপদ বাড়ছে তাঁর। তারপরই পাহাড়ে অশান্তির আগুন লাগে। এবারে মিরিকের পঞ্চায়েত সমিতিতে এবং সেখানকার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে তৃণমূলের ফল কেমন হয় সেদিকে তাকিয়ে থাকবেন সকলেই। অনীতও তাকিয়ে থাকবেন তৃণমূলের ফলের দিকে।

অভিনব ভোট প্রচার তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ জুন ঃ জেলার বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটা চা বলয়ে রীতিমতো উৎসবের মেজাজে প্রচারে নেমেছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। সদ্য ধূপগুড়ি ব্লক ভাগ হয়ে নতুন ব্লক গঠিত হয় বানারহাট। চা বাগান অধ্যুষিত গয়েরকাটায় এলাকার বিভিন্ন বুথে বুথে শুরু হয়েছে তৃণমূলের প্রতীক সহ দেওয়াল লিখন। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার পর এই এলাকায় এখনও পর্যন্ত বিরোধীদের প্রচারে নামতে দেখা যায়নি। তবে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই পথে নেমে পড়েছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। ঘোষণা হয়নি তৃণমূল প্রার্থীদের নাম। তাই মন্দিরে পুজো দিয়ে দলীয় প্রতীক নিয়েই প্রচারে নেমে পড়েছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কর্মী হিরণ ঘোষ, পংকজ দত্ত, নিখিল সাহা সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও প্রচারের কাজে দেখা গিয়েছে মহিলাদের একটি বিরাট অংশকে। সব মিলিয়ে তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচার প্রথম থেকেই এবার যেন গণতন্ত্রের উৎসবে পরিণত হয়েছে। তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে তাতে খুব খুশি দলের জেলা স্তরের নেতারা। মূলত দলের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে হাতিয়ার করে এবার নির্বাচনী লড়াই চালাতে চায় তৃণমূল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয়ে উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখাই দলের মূল লক্ষ্য এবার। চা বলয়ের ভোটকে লক্ষ্য রেখে ঢাক, ধামসা ও মাদল বাজিয়ে শুরু হয়ে গেল তৃণমূলের পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার।

শাটার ভাঙতে গিয়ে ধরা পড়ল চোর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ জুন ঃ দোকানে চুরি করতে এসে ধরা পড়ল চোর। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত খড়িবাড়ির ব্লকের বাতাসিতে দোকানে চুরি করতে এসে ধরা পড়ল চোর। রবিবার ভোররাতে দোকানে চুরি করতে আসা চোরকে হাতেনাতে ধরলেন ব্যবসায়ীরা। জানা গিয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে ফলের দোকান, সবজি দোকান, এমনকি মুদি দোকানে চুরি হচ্ছে। এদিন দোকানের শাটার ভাঙার শব্দ শুনতে পেয়ে চোরকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন বেশ কয়েকজন। পরে চোরকে ধরে বিদ্যুৎ খুঁটিতে বেঁধে রাখেন ব্যবসায়ীরা। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ালে খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধৃতকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ঘটনায় আর কারা জড়িত রয়েছে তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ব্যবসায়ীরা জানান বেশকিছুদিন ধরেই এলাকায় চুরি হচ্ছে। দোকানের জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি টাকাও চুরি হচ্ছে।

পাথর ও তার জালির বাঁধ তৈরির দাবি

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ১১ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে মূর্তি নদীর হাত থেকে জমি বাঁচাতে পাথর ও তার জালির বাঁধ তৈরির দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। কারণ মূর্তি নদীর ভাঙনে নদীগর্ভে চলে গিয়েছে বহু জমি। সামনেই বর্ষা। নদী ভাঙন রোধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বিলীন হয়ে যেতে পারে বহু জমি। প্রতি বছর বর্ষা আসলেই মূর্তি ফরেস্ট সংলগ্ন এলাকায় নদীর ভাঙন শুরু হয়। ভাঙন ধীরে ধীরে চলে আসছে জনবসতি এলাকার দিকে। যে এলাকায় ভাঙন হচ্ছে তার পাশেই রয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি সহ বন দপ্তরের মূর্তি ক্যাম্প। বর্ষার আগেই যদি ওই এলাকায় ভাঙন রোধে ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বসতবাড়ি সহ বন দফতরের মূর্তি ক্যাম্পও। দ্রুত ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি পাথর ও তার জালির বাঁধ তৈরি করতে হবে। না হলে জমি বাঁচান যাবে না। সেচ বিভাগের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

গ্যাস পাইপ লাইনের সমীক্ষা শুরু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ জুন ঃ গুয়াহাটি থেকে বারাউনি পর্যন্ত মাটির তলা দিয়ে গ্যাসের পাইপলাইন বসেছে। জলপাইগুড়ি শহর, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি হয়ে এই লাইন গিয়েছে। এই কাজের দায়িত্বে গেইল নামে সংস্থা। তবে এবার জলপাইগুড়ি থেকে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ। তবে এই পাইপলাইন বসানোর জন্য বিপুল জমির প্রয়োজন। সূত্রের খবর, জলপাইগুড়ি জেলাতেই এজন্য প্রায় চার হাজার বাসিন্দার কাছ থেকে জমি ব্যবহারের অনুমতি নিতে হবে। সেই মতো তাঁদের ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। আপাতত কতটা জমি লাগবে, কোথা দিয়ে পাইপ লাইন যাবে সেই সংক্রান্ত সমীক্ষার কাজ চলবে। আগামী বছর এপ্রিলের মধ্যে এই কাজ শেষ করার টার্গেট নেওয়া হয়েছে। তবে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে পা ফেলতে চাইছে সরকার। কারণ জলপাইগুড়িতে এই জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ব্যাপারে অতীতেও নানা জটিলতা হয়েছিল। তিস্তার বাঁ হাতি ক্যানেল সংক্রান্ত ব্যাপারে আগেই জমি জট তৈরি হয়েছিল। তা নিয়ে এখনও মাঝেমধ্যেই ক্ষোভ-বিক্ষোভ মাথাচাড়া দেয়। সেকারণে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলতে চাইছে সরকার। তবে একদিকে যেমন জমি নিলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, তেমনি ফসলের ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণও দেওয়া হবে। আবার কোথাও ব্যক্তিগত গাছ কাটতে হলে তার ক্ষতিপূরণও মিলবে। সবটাই সমীক্ষা করে দেখা হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ইন্দ্রধনুষ গ্যাস গ্রিড লিমিটেড। তবে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি জেলা প্রশাসন দেখবে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে রয়েছে। সব মিলিয়ে কেবলমাত্র জলপাইগুড়ি জেলাতেই এই পাইপ লাইন পাতার জন্য জেলা প্রশাসনকে প্রায় ২৭৩ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। ময়নাগুড়ি থেকে মালবাজার, সেখান থেকে কালিম্পং পাহাড় হয়ে সিকিমে যাবে এই পাইপ লাইন। পাহাড়ের উপর দিয়ে এই পাইপলাইন নিয়ে যাওয়া যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের। সূত্রের খবর, মূলত গেইলের পাইপলাইন থেকে গ্যাস নিয়ে সেটা সিকিমে সরবরাহ করা হবে। ময়নাগুড়ির কাছে গেইলের পাইপলাইন থেকে এই গ্যাস নেওয়া হবে। এরপর সেটি সরবরাহ করা হবে গ্যাংটক পর্যন্ত।

ড্রেনে ব্লিচিং পাউডার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ জুন ঃ দীর্ঘদিন ধরে পরিস্কার হচ্ছে না এলাকার নালা-নর্দমাগুলি। পচা দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। নালা - নর্দমায় জমে রয়েছে আবর্জনা। এর ফলে বাড়ছে মশা-মাছির উপদ্রপ। অবশেষে এলাকাকে দুর্গন্ধ মুক্ত রাখতে পুরো এলাকাজুড়ে প্রত্যেকটি ড্রেনে ব্লিচিং পাউডার ছিটালো তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার ফুলবাড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯ এর ৯২ নম্বর পার্টের বুথ সভাপতি বাদল দাসের উদ্যোগে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। জানাগেছে এই এলাকাটি বিজেপির দখলে রয়েছে। তাদের কোনোদিনও এলাকায় দেখা যায় না। মাঝে মধ্যেই তৃণমূল কর্মীরাই উদ্যোগ নিয়ে এলাকাকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানান স্থানীয়রা। এদিন ১৯ এর ৯২ পার্টের প্রত্যেকটি ড্রেনে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ব্লক যুব সভাপতি কিশোর মন্ডল, বুথ সভাপতি বাদল দাস, সুশীল রায় সহ বুথের সকল কর্মীরা।

অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে মনোনয়নপত্র জমা করায় বীরভূমে এগিয়ে বিরোধী

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১১ জুন ঃ গত বার পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইলামবাজার, খয়রাশোল ও দুবরাজপুর ব্লকের একটি আসনেও প্রার্থী দিতে পারেননি বিরোধীরা। ময়ূরেশ্বরে মনোনয়ন জমা দিতে এসে বাধার সম্মুখীন হয়েছিল বিরোধীরা। এ বারে এই সব ক'টি জায়গায় বিরোধীরা মনোনয়ন জমা দিতে পেরেছে। ছবিটা বদলেছে কি অনুব্রত মণ্ডল জেলবন্দি থাকার জন্য? উত্তরে বিরোধীরা সরাসরি হ্যাঁ না বললেও ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিচ্ছেন ওটাই কারণ। গত দু'দিনে বিরোধীদের মোট ১০২৬টি মনোনয়ন জমা পড়েছে বীরভূমে। এর মধ্যে প্রথমদিনে তিন স্তরে মিলিয়ে ১৩০টি আসনে এবং দ্বিতীয় দিন ৪৯৬টি আসনে মনোনয় জমা পড়েছে। বিরোধীরা বলছেন ২০১৮ থেকে শিক্ষা নিয়ে এই তৎপরতা। দুবরাজপুরের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা জানিয়েছেন, গতবারের পুনরাবৃত্তি চাইছে শাসকদল। সেটা ধরে নিয়ে এই প্রস্তুতি। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল তিহার জেলে থাকায় তৃণমূলের দাপট তুলনামূলক ভাবে কম সে কথা মেনে নিচ্ছেন বিরোধীরা। গত বার সিউড়িতে জেলা পরিষদের একটি আসনে মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি কংগ্রেস-বাম জোট। এ বার তারা মিলিত ভাবে জেলা পরিষেদর অধিকাংশ আসনে প্রার্থী দিয়েছে। তবে মনোনয়ন জমা দিলেও ভোট কতটা শান্তিপূর্ণ ভাবে হবে তা নিয়ে সন্দিহান বিরোধীরা। সিপিএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষের কথায়, ভোটে প্রশাসন কি ভূমিকা নেয় সেটাই দেখার। মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রথম দিনেই মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে খুন হয়েছেন এক কংগ্রেস কর্মী। সেই প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মিল্টন রশিদ বলেন, এ সব মাথায় রেখেই আমরা এগোচ্ছি। জেলা সভাপতি না থাকায় বীরভূমে দল পরিচালনার জন্য একটি কোর কমিটি তৈরি করে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে। পর্যবেক্ষক হিসাবে রয়েছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেই কোর কমিটির আহ্বায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বিরোধীদের সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, ভয়ের অজুহাত দিলেও আসলে লোক না থাকায় প্রার্থী দিতে পারেনি। এ বার পারবে কি না দেখা যাক। তবে প্রথম দিন থেকে যে ভাবে মনোনয়ন জমা দিতে তৎপর বিরোধীরা। সেই তৎপরতা প্রচারেও থাকবে বলে দাবি তাদের। ভোটের ফলেও যে এর প্রভাব পড়বে সে ব্যাপারে আশাবাদী তারা।

বৃষ্টি না হওয়ায় বিপাকে আম চাষীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ জুন ঃ একটানা তীব্র দাবদাহ আর ভ্যাপসা গরমে মাথায় হাত মালদার আম চাষীদের। গত এক সপ্তাহ ধরে মালদায় তাপমাত্রা ৪০ থেকে ৪১ ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করছে। এই গরম আরও বেশ কয়েকদিন বজায় থাকবে বলে পূর্বভাস। এই প্রচণ্ড গরমে গাছের আম পেকে একেবারে শেষ। বাঁশ ও নেট দিয়ে তৈরি টুসি দিয়ে আম পাড়তে গিয়েই চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কৃষকদের। তাঁদের বক্তব্য, আম এত স্পর্শকাতর ফল যে একটু জোরে বাড়ি লাগলেই তাতে পচন ধরে যায়। কিন্তু এত গরমের মধ্যে গাছের আম পেকে দলদলে হয়ে পড়েছে। টুসি দিয়ে আম পাড়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় যে সংখ্যক কাঁচা আম রয়েছে, তাও তড়িঘড়ি পারতে শুরু করে দিয়েছেন আম চাষীরা। ইতিমধ্যে গোপালভোগ, লক্ষণভোগ, হিমসাগর, আম্রপলি সহ গুটিজাতের আম পেড়ে বাগানে মজুত করছেন চাষী এবং মালিকেরা। কিন্তু বাইরের রফতানির ক্ষেত্রে এখন বিপাকে পড়েছেন বাগান মালিকরা। তাঁদের বক্তব্য, এত পাকা আম বাইরে রফতানি কোনমতেই সম্ভব নয়। গরমে সবকিছু শেষ করে দিয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এরকম তীব্র দাবদহ আরও পাঁচ থেকে সাত দিন চলার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাতেই মাথায় হাত পড়েছে মালদার আম চাষীদের। জেলা উদ্যানপালন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম থেকেই এবারে মালদায় বিপুল পরিমাণ আম উৎপাদনের আশা করা হয়েছে। কারণ, এবছর প্রথম থেকেই তুলনামূলক কালবৈশাখী ঝড় কম হয়েছে। শিলাবৃষ্টি হয়নি। ফলে আম উৎপাদনের ক্ষেত্রে তেমন কোনও সমস্যাও দেখা যায়নি। কিন্তু এখন গত এক সপ্তাহ ধরে যেভাবে দাবদাহ শুরু হয়েছে, তাতে গাছের আম গোড়াতেই পেকে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে চাষীদের আম পারার ক্ষেত্রে কিছুটা বেগ পেতে হচ্ছে। যদিও জুন মাসের প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে অধিকাংশ আম্রপলি, হিমসাগর, লক্ষ্মণভোগ, গোপালভোগ, জিলাপিগারা, গুটি সহ একাধিক জাতের আম পাড়ার কাজ শেষ করে ফেলেন চাষীরা। কিন্তু এবার ফলন বেশি। ফলে গাছে এখনও আম রয়েছে। আর অধিক ফলনেই সমস্যা তুঙ্গে। পুরাতন মালদার এক আম চাষী শ্রীপতি মন্ডল বলেছেন, গাছ থেকে আম পাড়ার মুহূর্তে এত গরম পড়বে আমরা ভাবতেই পারিনি। অতিরিক্ত ভাবে গাছের আম পেকে ঝরতে শুরু করেছে। তাই তড়িঘড়ি এখন আম পাড়ছি। যেসব আম এখন পাড়ার সময় হয়নি সেগুলো পেড়ে নিতে হচ্ছে। কারণ, অতিরিক্ত গরমে ব্যাপকভাবে গাছে আম পেকে নষ্ট হচ্ছে। কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। এবছর আমের দাম অনেকটাই কমে গিয়েছে। ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা মন হিসাবে বিক্রি হচ্ছে। তাও পাইকারদের ঠিকমতো দেখা মিলছে না। বাইরে রফতানির ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হয়েছে। কারণ এত পাকা আম রফতানি করার সময় পচে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে যতটা প্রথম থেকে আম চাষে লাভের আশঙ্কা করা হয়েছিল তা বর্তমানে প্রচণ্ড গরমে সব জলে। মালদা, ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেছেন, গত এক সপ্তাহ ধরে রাজ্যজুড়ে দাবদাহ চলছে। সুতরাং মালদার আম চাষীদের হঠাৎ করে এরকম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে তা ভাবাই যায়নি। গাছে বিপুলভাবে আম পাকতে শুরু করেছে। টুসি দিয়ে আমপাড়ার কাজ করেন চাষিরা। কিন্তু তাতেও সমস্যা তৈরি হয়েছে।

PRE-OFFER ADVERTISEMENT CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

J TAPARIA PROJECTS LIMITED

Corporate Identification Number: L74210WB1980PLC032979;
Registered Office: 1 Mall Road (Khudiram Bose Sarani), 3rd Floor, Kolkata - 700080, West Bengal, India.
Contact Number: 033-22305244; **Website:** www.jtapariaprojects.com;
Email Address: info@jtapariaprojects.com ; jtaparia2008@gmail.com

This Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement **('Advertisement')** is being issued by Bonanza Portfolio Limited **('Manager')**, for and on behalf of Mr. Chirayu Agrawal **('Acquirer 1') and** Mr. Sarvesh Agrawal **('Acquirer 2')** pursuant to the provisions of Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, for acquisition of upto 48,60,000 (Forty Eight Lakh Sixty Thousand Only) fully paid-up equity shares of ₹10.00 (Rupees Ten Only) **('Equity Shares')** each representing 30.00% of the Voting Share Capital of the Target Company, at a price of ₹6.00 (Rupees Six Only) per Equity Share, payable in cash **('Offer Price').**

This Advertisement is to be read in conjunction with the (a) Public Announcement dated Thursday, March 23, 2023 **('PA')**, (b) Detailed Public Statement dated Thursday, March 30, 2023 which was published on Friday, March 31, 2023 in the Newspapers, namely being, Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions), Mumbai Lakshadweep (Marathi) (Mumbai Edition), and Duranta Barata (Bengali Daily) (Kolkata Edition), (c) Draft Letter of Offer dated Tuesday, April 11, 2023 **('DLoF')** and (d) Letter of Offer dated Tuesday, May 30, 2023, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement **('LoF')**, (the PA, DPS, DLoF, and LoF are hereinafter collectively referred to as **'Offer Documents'**) issued by the Manager on behalf of the Acquirer. The members of IDC believe that Offer is fair and reasonable, in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations.

1. **Offer Price:** The Offer Price of ₹6.00 (Rupees Six Only) payable in cash. There has been no revision in the Offer Price. For further details relating to the Offer Price, please refer to Paragraph 5.1.4 beginning on page 15 of the LoF.
2. **Recommendations of the Committee of Independent Directors of the Target Company ('IDC'):** The Committee of IDC have opined that the Offer Price of ₹6.00 (Rupees Six Only) is fair and reasonable in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations, which was approved on Thursday, June 08, 2023, and published on Friday, June 09, 2023, in the Newspapers.
3. This Offer is not a competing offer.
4. The LoF has been dispatched to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on Tuesday, May 30, 2023 being the Identified Date.
   a) On Tuesday, June 06, 20
   23, through electronic mode to all the Public Shareholders whose e-mail addresses had been registered with the Depositories/Target Company.
   b) On Tuesday, June 06, 2023, through speed post to those Public Shareholders who have not registered their e-mail addresses with the Depositories/Target Company, or whose Email Addresses are inactive, and to those Public Shareholders to whom the dispatch of LoF vide electronic mode had bounced.
5. Please note that a copy of the LoF is also available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, Target Company at www.jtapariaprojects.com; Registrar at www.purvashare.com, and Manager at www.bonanzaonline.com
6. The procedure for acceptance is set out in Paragraph 7 titled '**Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer**' on page 18 of the Letter of Offer.

Instructions for Public Shareholders

a) **In case the Equity Shares are held in physical form**
Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in this Offer through their Selling Broker by providing relevant information and documents as mentioned in Paragraph 7.8.1 titled as ***'Procedure for Equity Shares held in physical form'*** beginning on page 19 of the LoF along with Form SH-4.

b) **In case the Equity Shares are held in Dematerialized form**
Public Shareholders holding the Equity Shares in Dematerialized form may participate in this Offer by approaching their Selling Broker and tender their Equity Shares in Offer as per the procedure as mentioned in Paragraph 7.8.2 titled as ***'Procedure for Equity Shares held in Demat Form'*** beginning on page 20 of the LoF along with other details.

7. All the observations received from SEBI vide letter bearing reference number 'SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2023/21750/1 dated May 26, 2023, duly in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations upon submission of the Draft Letter of Offer are duly incorporated in the LoF.
8. There are no other material updates in relation to this Offer since the date of PA, save as otherwise disclosed in the Offer Documents.
9. As on the date of this Advertisement and in the best of knowledge of the Acquirer there are no statutory, regulatory, or other approvals required by the Acquirer to be implemented to complete this Offer. Please refer to the Paragraph 6.7 titled ***'Statutory Approvals and Conditions of the Offer'*** beginning on page 18 of the LoF.
10. **Schedule of Activities:**

Schedule of Activities	Tentative schedule	Revised schedule
	Day and Date	Day and Date
Date of the Public Announcement	Thursday, March 23, 2023	Thursday, March 23, 2023
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	Friday, March 31, 2023	Friday, March 31, 2023
Date of filing of the Draft Letter of Offer with the SEBI	Tuesday, April 11, 2023	Tuesday, April 11, 2023
Last date of a Competing Offer	Tuesday, April 25, 2023	Tuesday, April 25, 2023
Last Date of SEBI's Observation shall be received	Thursday, May 04, 2023	Friday , Ma y 26, 2023
Identified Date*	**Tuesday, May 09, 2023**	**Tuesday, May 30, 2023**
Date by which the Letter of Offer will be dispatched to the shareholders	Tuesday, May 16, 2023	Tuesday, June 06, 2023
Last date for publication of the recommendations of the committee of the independent directors	Friday, May 19, 2023	Friday, June 09, 2023
Last date for revising the Offer Price / Offer Size	Monday, May 22, 2023	Monday, June 12, 2023
Offer Opening Public Announcement	Monday, May 22, 2023	Monday, June 12, 2023
Date of commencement of tendering period (Open Date)	**Tuesday, May 23, 2023**	**Tuesday, June 13, 2023**
Date of closing of tendering period (Close Date)	**Monday, June 05, 2023**	**Monday, June 26, 2023**
Date by which all requirements including payment of consideration would be completed	Friday, June 16, 2023	Tuesday, June 11, 2023

Note: *The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are subject to receipt of requisite approvals from various statutory/ regulatory authorities and may have to be revised accordingly. To clarify, the actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations.*

 # There has been no competing offer.

**Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders to whom the LoF would be sent. All the public shareholders (registered or unregistered) of the Equity Shares (except the Acquirer and the parties to the SPA) are eligible to participate in this Offer any time before the closure of this Offer.*

11. The copies of the inspection documents as specified under Paragraph 13 titled as ***'Documents for Inspection'*** beginning on page 22 of the LoF will be available for inspection at the registered office of the Manager, Bonanza Portfolio Limited, located at Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walbhat Road, Behind the Hub, Goregaon (East), Mumbai - 400 063, Maharashtra, India, on any working day between 10:00 a.m. (Indian Standard Time) and 5:00 p.m. (Indian Standard Time) during the Tendering period i.e., commencing from **Tuesday, June 13, 2023 to Monday, June 26, 2023**.
12. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Advertisement and for the fulfillment of its obligations laid down in the SEBI (SAST) Regulations. A copy of this Advertisement shall also be available on website of the SEBI accessible at www.sebi.gov.in, BSE accessible at www.bseindia.com, Target Company at www.jtapariaprojects.com, Registrar at www.purvashare.com, and Manager at www.bonanzaonline.com.
13. The capitalized terms used in this Advertisement shall have the meaning assigned to them in the Offer Documents, unless otherwise specified.

Bonanza
make money. not mistakes.

Issued by the Manager to the Offer
BONANZA PORTFOLIO LIMITED
CIN: U65991DL1993PLC052280
Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walbhat Road, Behind The Hub, Goregaon (East), Mumbai - 400 063, Maharashtra, India
Contact Person: Ms. Swati Agrawal
Tel No.: +91 22 62735500/ 68363700
Email: swati.agrawal@bonanzaonline.com
SEBI Registration No.: INM000012306

Date: Saturday, June 10, 2023
Place: Mumbai

For and on behalf of the Acquirers
Mr. Chirayu Agrawal and Mr. Sarvesh Agrawal

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Water Supply), KMC invites e-tender for the following work (Submission of bid through online):
NIT No. : KMC/WS-CENTRAL/10/2023-2024
Name of the work: **100 mm dia. new FW bulk meter connection at Lake District Residents Welfare Association Complex, 74, 74/1 & 75, Moulana Abul Kalam Azad Sarani, Kolkata-700054.** Estimated amount: ₹ **3,32,131.00.** Earnest money: ₹ **6,645.00.** Time of completion: **30 days.** Last date & time of online submission of tender: **26.06.2023 at 3 p.m.** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/006/23-24/BUSTEE
Name of the work: **Construction of sanitary Latrine at Kalyan Nagar and Dhali Para slum area in Ward No. 143, under BR-XVI.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,99,997.18.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **21.06.2023 - 12 noon.** The tender will be opened on: **23.06.2023-12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **13.06.2023 (5 p.m)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/XV/136/006/2023-2024/R/BUSTEE (2nd Call)
Name of the work: **Repairing cement concrete & paver block passage with allied works at different slum area etc. in Ward No. 136, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,85,053.25.** Earnest money: ₹ **5,800.00.** Period of completion: **120 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **16.06.2023 - 12.00 noon.** Documents download/sell start date (online): **16.06.2023 - 4 p.m.** Documents download/sell end date (online): **28.06.2023 - 4 p.m.** Bid submission start date (online): **16.06.2023 - 4 p.m.** Bid submission closing date (online): **28.06.2023 - 4 p.m.** Bid opening date for technical proposals (online): **30.06.2023 - 4 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE-III/30/4/23-24/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Renovation of Bustee sanitary latrine at 1, 3, 6 etc. Atal Behari Bose Lane, 61, M. B. Lane and different places in Ward No. 30.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,99,839.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **21.06.2023 - 12 noon.** Date and time of opening of bid: **23.06.2023 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **13.06.2023 (5 p.m)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (Roads Mechanical), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/ASPH/PB/SM-50/22-23 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of different roads by engaging labour at Central to North West Region of Kolkata within the juridiction of K.M.C. under Roads Mechanical Department.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,97,433.89.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **23.06.2023 at 11 a.m.** Bid opening date for technical proposals (online): **26.06.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.06.2023 after 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Director General (Bustee), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EEC/BS/23-24/42 (1st Call)
Name of the work: **Development of IPS passage at Linton Street Bustee, Gora Chand Road Bustee in Ward No. 60, BR-VI.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **4,59,556.30.** Earnest money: ₹ **9,200.00.** Period of completion: **50 days.** Last date and time of submission of bid: **21.06.2023 up to 11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposals: **23.06.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.06.2023 (5 p.m.)** from the websites **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in**

CORRIGENDUM

NIT Nos. (1) KMC/EE-III/131429/T/23-24 (1st Call), (2) KMC/EE-III/333435/T/23-24 (1st Call), (3) KMC/EE-III/303132/T/23-24 (1st Call) published in this Newspaper on 09.06.2023 (Key No. 246/23-24) of **Engineering (Civil), BR-III Department**. Estimated cost including GST and CESS will be read as - **Rate to be quoted by the bidder (For Sl. No. 1, 2 & 3)** instead of ₹ 3,21,000.00 (For Sl. No. 1), ₹ 4,61,600.00 (For Sl. No. 2) and ₹ 3,25,600.00 (For Sl. No. 3). (258/23-24)

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

যদি আচমকাই ভয় পেয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায়

দুরন্ত বার্তা ঃ কখনো কাউকে রক্ত দেখে মাথা ঘুরে পড়ে অজ্ঞান হতে দেখেছেন? বা কেউ লম্বা সময় লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলল? এ রকমটা আমাদের অনেকের হয়। একে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলে ভ্যাসোভেগাল সিনকোপ বা ভ্যাসোভেগাল শক। কোনো উত্তেজক বা বিভীষিকাময় বিরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখানোর কারণে হঠাই হৃস্পন্দন ধীর হয়ে যায়, রক্তনালিগুলো প্রসারিত হয়ে যায়, রক্তচাপ কমে যায়। এরপরই মস্তিস্কে ও হৃৎপিণ্ডে রক্তপ্রবাহ কমে গিয়ে কেউ হঠাৎ মুহূর্তের জন্য অচেতন হয়ে পড়ে। দু-এক মুহূর্ত পরই আবার তার জ্ঞান ফিরে আসে এবং সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বোধ করে। এটাই হলো ভ্যাসোভেগাল সিনকোপ। সাধারণত ভ্যাসোভেগাল সিনকোপ হওয়ার জন্য কিছু পরিস্থিতি বা ট্রিগার কাজ করে, যেমন খুব গরমে দীর্ঘ সময় থাকা, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা (যেমন কিউ বা লাইনে), রক্ত বা দুর্ঘটনা দেখে হঠাৎ ভয় পাওয়া, হাসপাতালে নিজের রক্ত দেওয়ার সময় ইত্যাদি। এটা নিয়ে চিন্তিত বা আতঙ্কিত হওয়ার আসলে কিছু নেই। এটা কোনো অপ্রীতিকর বা বিরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের স্নায়ু ব্যবস্থার একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারই রূপ। ভ্যাসোভেগার সিনকোপের সময় রোগীর হঠাৎ মাথা হালকা হয়ে যায়, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে, ঘাম দেখা দেয়, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আসে, কখনো পেট গুলিয়ে আসে বা বমি পায়। তারপরই কয়েক সেকেন্ড বা মিনিটের জন্য রোগী অচেতন হয়ে পড়ে। অচেতন হওয়ার পর রক্তপ্রবাহ খুব দ্রুতই আবার পায়ের দিক থেকে মস্তিস্কে ও হৃৎপিণ্ডে প্রবাহিত হয় ও তার জ্ঞান ফিরে আসে। ভ্যাসোভেগাল সিনকোপের কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না। রোগী এমনিতেই ভাল বোধ করে। তবে হঠাৎ জ্ঞান হারানো বা পড়ে যাওয়ার অন্য কোনো কারণ আছে কি না খতিয়ে দেখা উচিত। যেমন হৃদরোগ, এপিলেপসি, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, জল ও লবণের ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি। প্রয়োজনে একটা ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাম, রক্তের শর্করা, ইলেকট্রোলাইট বা হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা ইত্যাদি করিয়ে নেওয়া ভালো। যেমন যাঁদের এই প্রবণতা আছে, তাঁদের দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। খুব গরমে অনেকক্ষণ বাইরে থাকবেন না। প্রচুর জল পান করবেন। খারাপ লাগতে থাকলে বসে বা শুয়ে পড়বেন, যাতে রক্তপ্রবাহ শরীরের নিম্নভাগ থেকে ওপরের দিকে প্রবাহিত হয়। চেয়ারে বসে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে দিলেও ভালো লাগবে। অথবা শুয়ে পা দুটো একটু উঁচু করে (বালিশের ওপরও দেওয়া যায়) দিন। পায়ে কমপ্রেশন স্টকিং বা মোজা পরতে বলা হয় অনেক সময়। কিছু ফুট এক্সারসাইজ শিখে নিতে পারেন, যাতে রক্তনালিগুলো নিয়ন্ত্রণে থাকে।

শিশুর জন্মকাল থেকে বিপাকীয় সমস্যা

দুরন্ত বার্তা ঃ জন্মগত মেটাবলিক রোগসমূহ বংশগতভাবে বাহিত হয়। এতে নবজাতক বা শিশুর দেহে এক বা একাধিক এনজাইমের ঘাটতি বা কাজের অস্বাভাবিকতার কারণে প্রোটিন সংশ্লেষ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে কোনো দেহবর্জ্য ক্রমশ দেহে জমা হতে থাকে ও পরবর্তী ধাপের উপাদানটি তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। ক্ষতিকারক উপাদানের পরিমাণ দেহে বাড়তে থাকে। প্রধানত জিনের মিউটেশনের কারণে এই সমস্যাটি ঘটে। মিউটেশন জিনের একটি নির্দিষ্ট এনজাইমের নিয়ন্ত্রক অংশটিতে ঘটলে ওই এনজাইম এবং তার কো-এনজাইম বা কো-ফ্যাক্টর কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে তথ্য প্রবাহকারী প্রোটিন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সংবেদনশীল সিস্টেমের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়।

পৃথিবীতে কমপক্ষে তিনশ' জন্মগত মেটাবলিক রোগ শনাক্ত হয়েছে। দিনে দিনে আরও এই ধরনের নতুন রোগ শনাক্ত হচ্ছে। এই দলভুক্ত অনেক রোগ শনাক্ত হওয়ার বাইরে আছে। বিভিন্ন দেশের প্রায় পাঁচ হাজার জীবিত শিশুর মাঝে একজন এই রোগে আক্রান্ত থাকতে পারে। এই দলভুক্ত রোগগুলোর একেকটির প্রাবল্য একেক রকম। যেমন- ফ্যামিলিয়াল হাইপার কোলেস্টেরলেমিয়া প্রতি 'পাঁচশ' জীবিত নবজাতকের একজনের থাকতে পারে, ফিনাইল কিটোনরিয়া বারো হাজারে একজনের থাকতে পারে, অর্গানিক এসিডোইউরিয়া পনেরো হাজারে একজনের থাকতে পারে, গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজ ষাট হাজারে একজনের, গ্যালাকটোসেমিয়া পঁয়তাল্লিশ হাজারে একজনের, হমোসিস্টোনরিয়া এক লাখে একজন এবং ম্যাপলসিরাপ ইউরিনডিজি দুই লাখ নব্বই হাজার নবজাতকের মাঝে একজনের থাকতে পারে।

এই জিনগত ত্রুটিসমূহ অটোসোমাল রিসেসিভ ট্রেইট হিসাবে পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তর পুরুষে বাহিত হয়। কোনো একজনের দেহে এই রোগ থাকলে পরবর্তী চারটি সন্তানের একজনের (২৫ শতাংশ) আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকবে। এই দলভুক্ত কিছু রোগ এক্স-লিঙ্কড্ যেখানে মাতা বাহক, পুরুষদের ৫০ শতাংশ স্বাভাবিক অথবা রোগাক্রান্ত। মাইটোকন্ড্রিয়াল রোগগুলো যাদের আছে তাদের সবকটি (১০০ শতাংশ) সন্তানই এই রোগে আক্রান্ত হবে। এই

রোগকে দুটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়-ক্যাটাগরি ১ এর রোগসমূহে আক্রান্ত ব্যক্তির এনজাইমের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়। ক্যাটাগরি ২ এ দলভুক্ত রোগসমূহে মেটাবলিক পাথওয়ে আক্রান্ত হয়। ক্যাটাগরি ২ এর রোগসমূহকে আবার ১, ২, ৩ এভাবে ভাগ করা হয়।

এই রোগগুলোর শারীরিক লক্ষণ নবজাতক শিশু কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিণত বয়সেও দেখা দিতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট বিপাকীয় লক্ষণসমূহ দেখা দিতে পারে। যেমন- শিশুর খাদ্য গ্রহণে অনীহা, ঘন ঘন বমি হওয়া, জলশূন্যতা, দুর্বল বোধ করা, মাংশপেশি থলথলে বা শক্তিহীন মনে হওয়া এবং খিচুনি। কোনো কোনো শিশুর শরীরে ইনফেকশনেও এই রকম দেখা দেয়। এই দলভুক্ত শিশুদের মৃত্যুর অন্যতম কারণ হল জীবাণু সংক্রমণ। তবে কিছু কিছু শিশুর তীব্র শ্বাসকষ্ট হতেও দেখা যায়। কিছু কিছু নবজাতক এই রোগগুলোর লক্ষণ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। যদিও ভালোভাবে লক্ষ্য না করলে তা শনাক্ত হতে সময় লাগতে পারে।

এই রোগগুলোকে শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে নবজাতকদের স্ক্রিনিং টেস্ট করার কোনো বিকল্প নেই। এতে যাদের রোগ ধরা পড়বে তাদের চিকিৎসা দিতে হবে এবং ভালো ফলাফল সেক্ষেত্রে আশা করা যেতে পারে। পরিণত বয়সে বা পরে কোন এক সময় এই রোগগুলো ধরা পড়লে চিকিৎসার পরও ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। অনেক ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত সন্তান ধারণকারিণী মা'রও বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়। যেমন- ফিনাইল কিটোনরিয়ায় আক্রান্ত মাকে সন্তান গর্ভে ধারণকারী সময়ে খাদ্যাভ্যাসে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আনতে হয়। গ্লাইকোজেন স্টোরেজডিজিজ রোগীদের অসিদ্ধ ভুট্টার শর্করা যথেষ্ট ভালো ফল পাওয়া যায়। মেটাবলিক ত্রুটি সাপেক্ষে শৈশবে বা কৈশোরে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়া নির্ভর করে। যেমন- প্রোপাইওনিয়া এসিডেমিয়ায় আক্রান্ত বালকদের মাঝে মাঝেই ২-৩ দিন যাবৎ বমি হতে থাকে, যা খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকলেই ঠিক হয়ে যায়। এই রোগে আক্রান্ত পরিণত বয়সিদের হাত-পা কাঁপে এবং ক্রমশ স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে থাকে। যাদের ফ্রুকটোজ জাতীয় খাদ্য হজমে এনজাইমের ত্রুটি থাকবে তারা ফ্রুকটোজ জাতীয় খাবার খেলে মারাত্মক বিপাক জনিত সমস্যায় পড়বেন। এনিমিয়া বিপাক জনিত সমস্যার রোগীরা সবচেয়ে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হন এবং ঘন ঘন আইসিইউতে নিতে হতে পারে।

শৈশব বা কৈশোরে কিছু কিছু রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন- এলক্যাপটোনরিয়ায় আক্রান্তদের বড় বড় জয়েন্টগুলোতে ও মেরুদন্ডে ব্যথা শুরু হয় তৃতীয় বা চতুর্থ দশকে। হাইপোগ্লাইসেমিয়া (রক্তে গ্লুকোজ বেশি কমে যাওয়া) পরে যে রোগগুলো সেগুলো সাধারণত শৈশবেই প্রতিভাত হয়। যেসব শিশু-কিশোর অল্প পরিশ্রমে কাতর হয়ে পড়ে, তাদেরও এই দলভুক্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। উইলসনডিজিজ কৈশোরে বা প্রাপ্তবয়সেই দেখা দেয়। রোগ শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা করা হয়। যা রোগীর লক্ষণ, পারিবারিক ইতিহাস ইত্যাদিও ভিত্তিতে নিরূপিত হয়। এই রোগগুলো অনেক সময়ই অগোচরে থেকে যায় আর যখন তীব্র লক্ষণ দেখা দেয়, তখন রোগ শনাক্তকরণের চেষ্টা করা হয়।

এর মধ্যেই হয়তো অনেকটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তাই, সম্ভব হলে প্রতিটি শিশুর জন্মগত মেটাবলিক রোগের স্ক্রিনিং করা উচিত। এই রোগগুলোর পরীক্ষা সমূহের মধ্যে রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারও কারও আল্ট্রাসনোগ্রাম, এক্সরে, সিটিস্ক্যান, এমআরআই ও বিশেষ জেনেটিক টেস্ট করা দরকার হতে পারে। টেস্টগুলো বিশেষ ধরনের হলেও আমাদের রাজ্যে এখন তা সম্ভব। এমনকি সন্তান মায়ের পেটে থাকা অবস্থাতেই স্যাম্পল নিয়ে টেস্ট করা যায়। যতদ্রুত রোগ শনাক্ত করা যাবে, চিকিৎসায় তত ভালো ফল আশা করা যেতে পারে।

নাছোড়বান্দা ডায়াবেটিস থেকে মুক্তি

দুরন্ত বার্তা ঃ শরীর যখন রক্তের সব চিনিকে (গ্লুকোজ) ভাঙতে ব্যর্থ হয়, তখনই ডায়াবেটিস হয়। এই জটিলতার কারণে মানুষের হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক হতে পারে। এ ছাড়াও ডায়াবেটিসের কারণে মানুষ অন্ধ হয়ে যেতে পারে, নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিডনি এবং অনেক সময় শরীরের নিম্নাঙ্গ কেটেও ফেলতে হতে পারে। সারা বিশ্বেই এই সমস্যা বেড়ে চলেছে। বর্তমানে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৪২ কোটিরও বেশি। ৩০ বছর আগের তুলনায় এই সংখ্যা এখন চার গুণ বেশি-এই হিসাব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার। চিকিৎকরা বলছেন, ডায়াবেটিসের এত ঝুঁকি থাকার পরেও যত মানুষ এই রোগে আক্রান্ত তাদের অর্ধেকেরও বেশি এই রোগটি সম্পর্কে সচেতন নয়। তবে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম নীতি মেনে চললে অনেক ক্ষেত্রে ডায়াবেটিসকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। এখানে তার কিছু উপায় তুলে ধরা হলো-ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আসছে না, ডাক্তারের পরামর্শমতো নিয়মিত ওষুধ সেবন করেছি, ইনসুলিনও নিচ্ছি তার ওপর মুটিয়ে যাচ্ছি, কী করব? এই ধরনের প্রশ্ন অনেক রোগীর কিন্তু তাদের মনে রাখা দরকার, এর পাশাপাশি খুব সহজ একটা কাজ করার আছে, সেটা হলো হাঁটা, প্রতিদিন এক ঘণ্টা (ষাট মিনিট) জোরে জোরে হাঁটা এবং অন্তত দুই মাইল হাঁটবেন। হাঁটার কোনো সময় নেই তবে সকাল অথবা বিকাল, যখন সূর্যের আলো প্রখর কম থাকে তখনই হাঁটার সবচেয়ে ভালো সময়, সুতরাং যখনই হাঁটুন, যতবার হাঁটুন, দুই মাইল হাঁটতে হবে। এবং এতে বেশ ভালো ফল পাওয়া যাবে। গবেষকদের মতে যারা নিয়মিত অন্তত

দুই মাইল হাঁটে তাদের বডি মাস ইনডেক্স শরীরটা হালকা লাগে, তলপেটের মেদ কমে এবং উন্নত হয় ইনসুলিনের প্রতি দেহকোষের সংবেদনশীলতা সর্বোপরি কমে যায় ডায়াবেটিসের সঙ্গে সম্পর্কিত শরীরের অন্যান্য ঝুঁকি তাছাড়া একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন দুই মাইল হাঁটলে ডায়াবেটিস রোগ হওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে এবং এর প্রতিরোধও সম্ভব ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য মেথি একটি গুরুত্বসহ প্রাকৃতিক পথ্য। মেথিকে মসলা, খাবার ও পথ্য তিনটিই বলা চলে। মেথি স্বাদে তিতা হলেও এতে রয়েছে রক্তে সুগার বা শর্করা নিয়ন্ত্রণের বিস্ময়কর শক্তি। প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এক চামচ চিনি চিবিয়ে খেলে বা এক গ্লাস জলে ভিজিয়ে রেখে সেই জল সকালে খালি পেটে পান করলে শরীরের রোগ জীবাণু মরে, রক্তে শর্করার মাত্রা কমে, রক্তের ক্ষতিকর চর্বির কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে শরীরে কৃমি থাকলে মারা যায়, গরমজনিত ত্বকের অসুখাদি দূর হয়, গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত সকালে মেথি খান তাদের ডায়াবেটিসজনিত অন্যান্য অসুখ কম হয়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং স্ট্রোক হওয়ার প্রবণতা তুলনামূলক কম থাকে সুতরাং ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য মেথি হলো শ্রেষ্ঠ পথ্য তবে তার সঙ্গে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের রাখতে ট্যাবলেট বা ইনসুলিন সঠিকভাবে ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে। যাদের ডায়াবেটিস নেই, তাদের জন্যও মেথি উপকারী, যেমন মাতৃদুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য, শরীরকে রোগ সতেজ রাখার জন্য, রক্তের উপাদানগুলোকে বেশি মাত্রায় কর্মক্ষম করার জন্য মেথি অত্যন্ত উপকারী। বার্ধক্যকে দূরে ঠেলে তারুণ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে মেথি, নানাবিধ গুণসম্পন্ন এই মেথি আজ থেকেই হোক আমাদের সবার গুরুত্বপূর্ণ খাবার।

বর্ষার সাথে সাথে ডেঙ্গুর আক্রমন

দুরন্ত বার্তা ঃ বন্ধুরা, বঙ্গে বর্ষা এসে গেছে। তার সাথে সাথে আসছে মশার উপদ্রব ও মশাবাহিত রোগের প্রকোপ। তার জন্য আমাদের মশা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। অ্যানোফিলিস, এডিস ও কিউলেক্স-এই তিন ধরনের মশা আমাদের দেশে বেশি দেখা যায়। এদের দেখে চেনা সহজ। অ্যানোফিলিস মশা তার লেজের দিকটি উঁচু করে বসে। এডিস ও কিউলেক্স মশা লেজের দিকটি উঁচু না করে বসার স্থানের সঙ্গে তাদের শরীরকে মোটামুটি সমান্তরাল করে রাখে। এডিস মশার পায়ে বাঘের মতো ডোরাকাটা থাকে। এডিস মশা দিনের বেলাতেও কামড়ায়। প্রতিবছর অনেক মানুষ মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। আবার ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়ার মরশুমও এসে গেছে। তাই এখন থেকেই সাবধান হতে হবে।

অ্যানোফিলিস মশা পুকুরের বা খেতখামারের পরিস্কার বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে। এডিস মশা ডিম পাড়ে গাড়ির পরিত্যক্ত টায়ার, ছাদের ওপরে বা বারান্দায় থাকা ফুলের টব, পরিত্যক্ত নারকেলের মালা, ডাবের খোসা ইত্যাদিতে জমে থাকা অল্প পরিমাণ পরিস্কার জলে। আর কিউলেক্স মশা ডিম পাড়ে বদ্ধ নোংরা জলে (যেমন, বদ্ধ ড্রেনের নোংরা জল)। মশার ডিম থেকে পরিণত মশা হতে এক থেকে দুই সপ্তাহ লাগে। পরিণত মশা মোটামুটি এক সপ্তাহ থেকে এক মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

কামড় দিয়ে অসুস্থ মানুষের রক্ত চুষে নেওয়ার সময় রক্তে থাকা জীবাণুগুলোও মশার পেটে প্রবেশ করে। তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই জীবাণুগুলো সংখ্যায় বেড়ে মশার লালাগ্রন্থিতে প্রবেশ করে। তখন এই মশা অন্য কোনো সুস্থ মানুষকে কামড় দিলে মশার লালায় থাকা জীবাণুগুলো সুস্থ মানুষের রক্তে প্রবেশ করে। মশা নানান রোগের বাহক। স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার কামড়ের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়। এডিস মশার কামড়ে ছড়ায় ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া জ্বর। আর কিউলেক্স মশা ছড়ায় ফাইলেরিয়া বা গোদরোগ।

মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রথমত মশা মারার ওষুধ ছিটিয়ে মশা নিধন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ব্যবস্থা নিতে হবে যেন মশার ডিম পাড়ার স্থানগুলোতে মশা ডিম না পাড়তে পারে। যেমন, বদ্ধ জলে প্রবাহ আনতে হবে যেন অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশা ডিম না পাড়তে পারে। ড্রেন, পুকুর বা অন্য জলাশয়ের নোংরা জল পরিস্কার করতে হবে। বাড়ির ছাদে ও আশপাশে থাকা ফুলের টব, ডাবের খোসা, কোমল পানীয়র ক্যান, পরিত্যক্ত টায়ার ইত্যাদিতে চার-পাঁচ দিনের বেশি সময় ধরে যেন জল জমে থাকতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে এডিস মশার ডিম পাড়ার জায়গা থাকবে না। এই পরিচ্ছন্নতা কেবল সরকারের মাধ্যমে সম্ভব নয়, পাড়ায় পাড়ায় এই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তৃতীয়ত, ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া ঘরে স্প্রে, মশার কয়েল ও দরজা-জানালায় নেট ব্যবহার করেও মশার কামড় থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। শিশুদের ফুল হাতা জামা বা প্যান্ট পরাতে হবে সন্ধ্যার পর।

তবে মশাজনতি রোগের মধ্যে সবথেকে বেশি মাথাব্যথার কারন হল ডেঙ্গু। প্রতিবছরই বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা আর বাড়ছে ডেঙ্গু রোগের নানা জটিলতা। মাঝেমধ্যে নতুন রূপ নিয়ে আসে ভাইরাসটি। ডেঙ্গু একধরনের ভাইরাসজনিত জ্বর, যা এডিস মশা দিয়ে ছড়ায়। বর্ষাকালেই এর প্রকোপ বেশি।

কখন সন্দেহ করবেন আপনার ডেঙ্গু হয়েছে

-প্রথম দিন থেকেই তীব্র জ্বর। (সাধারণত ১০২ ডিগ্রি বা এর ওপরে)।

-জ্বরের সঙ্গে তীব্র শরীর, মাংসপেশিতে, গাঁটে-গাঁটে, কোমরে ও চোখের পেছনে ব্যথা।

-জ্বরের ২-৩ দিনের মধ্যে শরীরে লাল র‍্যাশ ওঠা, যা চুলকাতে পারে।

-দাঁতের মাড়ি, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, চামড়ার নিচে রক্তের দাগ দেখা দেওয়া, বমি-পায়খানার সঙ্গে রক্তপাত বা মেয়েদের মাসিকের সঙ্গে বেশি রক্তপাত।

কী করবেন ঃ ডেঙ্গু হয়েছে সন্দেহ হলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রচুর জল, তরল খাবার (স্যালাইন, ডাবের জল, তাজা ফলের রস) খেতে থাকুন। জ্বর ও ব্যথা কমানোর জন্য প্যারাসিটামলের বাইরে অন্য কোনো ব্যথার ওষুধ অথবা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খাবেন না।

ডেঙ্গু কখনো কখনো প্রাণহানিকর ঃ একজন মানুষের জীবদ্দশায় চারবার ডেঙ্গু হতে পারে চার প্রজাতির ডেঙ্গু ভাইরাস দিয়ে। যত বেশিবার ডেঙ্গু হবে, তত বেশি ডেঙ্গু অধিক জটিল আকার নিয়ে হাজির হবে।

কী কী লক্ষ রাখবেন ঃ দাঁতের মাড়ি, পায়খানা, প্রস্রাব, মেয়েদের মাসিকের সঙ্গে অতিরিক্ত রক্ত গেলে, চামড়ার নিচে রক্ত ফোঁটা জমা হলে সতর্ক হোন। শ্বাসকষ্ট হলে, পেট ফুলে গেলে, অতিরিক্ত বমি হলে, চোখ হলুদ হয়ে গেলে, মাথা ঘুরিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

রক্ত অথবা প্লেটলেট এবং শিরাপথে স্যালাইন কাদের লাগবে

-প্লেটলেট কাউন্ট কমে গেলেই অস্থির হওয়ার কিছু নেই। অনেক সময় ৫,০০০-১০,০০০ হলেও প্লেটলেট দিতে হয় না। শুধু শরীরের কোথাও রক্তপাত হলে অথবা রক্তপাতের লক্ষণ দেখা দিলেই রক্ত/ প্লেটলেট দিতে হবে।

-মুখে একদমই খেতে না পারলে অথবা অতিরিক্ত বমি বা পাতলা পায়খানা হলেই কেবল শিরাপথে স্যালাইন দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

নিজের কিছু ভুলে মুটিয়ে যেতে পারেন আপনি

দুরন্ত বার্তা ঃ যেসব ভুলে আপনি হঠাৎই মুটিয়ে যেতে পারেন তা জানা থাকলে এবং সচেতন হলে আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকার পাশাপাশি ভালো থাকতে পারেন।

অলস সময় পার করা ঃ পরিমিত খাবার এবং নিয়মিত শরীরচর্চা করেও ওজন কমানো কঠিন, যদি দিনের বেশি সময় কাটে আলসেমি করে। তাই দিনের নির্দিষ্ট সময় ব্যায়াম করলেও বাকি সময়টা শুয়েবসে না থেকে কোনো না কোনো কাজ করে নিজেকে ব্যস্ত রাখা প্রয়োজন।

খাবারের পরিমাণকে গুরুত্ব দেওয়া ঃ কম খাবার খেলেই ওজন কমবে তা মনে করা ভুল। বেশি চিন্তা করে খাবারের পরিমাণও কমিয়ে ফেলেন। কিন্তু খাবারের পুষ্টিগুণ না জেনে খাবার কম খেলে শরীরে বিভিন্ন ঘাটতি দেখা দেয়। পরে শরীরে অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি হয়ে ওজন কমানো আরও কঠিন হয়ে পড়ে। তাই ওজন কমাতে হলে প্রথমেই অতিরিক্ত ক্যালরিযুক্ত খাবার যেমন, তেলে ভাজা খাবার, মিষ্টি জাতীয় খাবার এবং মাটির নিচে যেসব সবজি হয়, খাদ্যতালিকা থেকে সেগুলো বাদ দিতে হবে। শরীরে পুষ্টির চাহিদা পূরণে সবুজ শাকসবজি, কম তেলে রান্না খাবার এবং জটিল কার্বোহাইড্রেট আছে, এমন খাদ্যকে তালিকায় আনতে হবে। এরপর আসবে পরিমাণ কমানো অর্থাৎ কতটুকু খেতে হবে।

ভাত খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া ঃ আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। অনেকেই মনে করেন, ভাত ওজন বাড়ায়। এটি একদমই সত্যি নয়। এই পদ্ধতিতে ওজন কিছুটা কমলেও খুব দ্রুত আবার তা পূরণ হয়ে যায়। তাই শরীরে ওজন এবং উচ্চতা অনুযায়ী প্রত্যেকের খাদ্যতালিকায় পরিমাণমতো ভাত অথবা রুটি রাখা উচিত। তবে যা পরিবর্তন করা যেতে পারে তা হলো, সাদা চালের পরিবর্তে লাল চালের ভাত। রুটির ক্ষেত্রে লাল আটার রুটি ওজন কমাতে সাহায্য করে। সাধারণ কার্বোহাইড্রেটের পরিবর্তে জটিল কার্বোহাইড্রেট খাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া খাবারে আমিষের পরিমাণ বাড়াতে হবে। কোনোভাবেই কার্বোহাইড্রেট সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাবে না। তবে পরিমাণ কিছুটা সীমিত করতে হবে।

প্রতিদিন শরীরচর্চা না করা ঃ অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত খাবার খেলেও তার পাশাপাশি ব্যায়ামও করতে হবে। না হলে শরীরের ওজন কমার পরিবর্তে উল্টো বেড়ে যাবে। খাবারে যাই থাকুক, অতিরিক্ত ক্যালরি খরচ করতে প্রতিদিন অবশ্যই ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ব্যায়াম করতে হবে। নিজের পছন্দের অন্য কোনো ব্যায়ামও বেছে নিতে পারেন।

দীর্ঘবিরতি নিয়ে খাওয়া ঃ এই অভ্যাস ওজন কমানোর পথের অন্যতম বাধা। ওজন কমানোর মূলমন্ত্র হচ্ছে, অল্প পরিমাণ খেতে হবে, কম ক্যালরিযুক্ত খাবার, বারবার। দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে আমাদের ক্ষুধার মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। খাওয়ার সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা তখন অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে।

এসবের পাশাপাশি নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা পালন করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমানে জল পান করতে হবে। সাথে সাথে পর্যাপ্ত পরিমানে ঘুম প্রয়োজন। সঠিক পরিমানে ঘুম না হলে শরীরে খাবার সঠিকভাবে হজম হয় না। সেক্ষেত্রে নানা রোগব্যাধি শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। যার ফলে জীবনযাত্রা নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

শরীরের হাড় মজবুত রাখতে হলে

দুরন্ত বার্তা ঃ হাড় আমাদের সমস্ত শরীরের ভার বহন করে। সুস্থ ও টেকসই হাড় পেতে হলে শৈশব থেকেই সচেতন হওয়া জরুরি। কেননা, পিক বোন মাস বা হাড়ের সর্বোচ্চ ঘনত্ব আমরা লাভ করি ৩০ বছর বয়সের আগেই। এরপর হাড়ের ঘনত্ব আর বাড়ে না, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমে। হাড়ের সুস্থতা নির্ভর করে এই অল্প বয়সে অর্জিত হাড়ের ঘনত্ব, স্থিতিস্থাপকতা ও খনিজের ওপর। তাহলে কী করে আমরা হাড়ের এই সুস্থতা নিশ্চিত করতে পারি?

চাই যথেষ্ট খনিজ ঃ একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দিনে ১০০০ মিলিগ্রাম ও নারীর ১২০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম গ্রহণ করা উচিত। নারীদের অন্তঃসত্ত্বা ও স্তন্য পান করানোর সময় এবং মেনোপজের পর এই ক্যালসিয়ামের চাহিদা আরও বেশি। উচ্চ ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার হচ্ছে দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, নানা ধরনের ছোট মাছ ও সামুদ্রিক মাছ, সবুজ পাতাযুক্ত শাক, বাদাম ইত্যাদি। শৈশব ও কৈশোর থেকে ভালো মানের ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার যথেষ্ট খেলে মজবুত হাড় পাওয়া সম্ভব।

ভিটামিন ডি ঃ হাড় সবল রাখার জন্য পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি দরকার। সূর্যালোকে আছে এই ভিটামিন। তাই দিনের একটি সময় রোদে হাঁটাহাঁটি বা ব্যায়াম করা উচিত। এই অভ্যাস থাকা দরকার সব বয়সই। এ ছাড়া তৈলাক্ত মাছ, মাশরুম, ডিম ইত্যাদিতে আছে ভিটামিন ডি।

ব্যায়াম ঃ নিয়মিত কায়িক শ্রম ও ব্যায়াম হাড়সন্ধিকে মজবুত করে। অল্প বয়সে তো বটেই, এমনকি বেশি বয়সেও নির্দিষ্ট কিছু ব্যায়াম করতে পারলে হাড়ক্ষয় বা ভঙ্গুর হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমে।

ওষুধ ও ধূমপান ঃ ধূমপান হাড়ের ভঙ্গুরতা বাড়ায়। এ ছাড়া যাঁরা দীর্ঘদিন স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ, খিঁচুনির কিছু ওষুধ, মিথোট্রেক্সেট, ওমিপ্রাজল ইত্যাদি সেবন করেন, তাঁদের অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি বাড়ে।

রোগবালাই ঃ কিছু কিছু রোগ, যেমন রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস, হাইপোগোনাডিজম ইত্যাদির কারণে হাড়ক্ষয় বেশি হয়। নারীদের মেনোপজের পর বেড়ে যায় হাড়ক্ষয়ের আশঙ্কা। তাই বয়স্ক নারীদের খাবারদাবার ও ব্যায়ামের দিকে বেশি সচেতনতা দরকার। যাঁদের সময়ের আগেই মেনোপজ হয়েছে (যেমন অল্প বয়সে জরায়ু ফেলে দেওয়া) তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শে হরমোন থেরাপি নিতে পারেন। হাড়ক্ষয়ের মাত্রা জানতে এখন বিশেষ পরীক্ষা করে নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেওয়া যায়। তাই প্রয়োজনে চিকিৎসা নিন। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে আধুনিক চিকিৎসা নিতে পারেন। তবে কখনই নিজের থেকে বা অনভিজ্ঞ কারোর কোন পরামর্শ নিয়ে কোন ভুল পদক্ষেপ নেবেন না। তাতে সমস্যা আরও বেড়ে যেতে পারে। সর্বোপরি যে কথা বলার তা হল যথেষ্ট ঘুম ও যথেষ্ট জল পান করবেন। শরীরকে সুস্থ ও সতেজ রাখতে এই দুটির প্রয়োজন অনেক।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ স্নান করার সময় প্রায়ই কানে জল ঢুকে যায়। কাশি হয় এবং এই সময় কানও বন্ধ হয়ে যায়। এর থেকে কি বড় কোন সমস্যা হতে পারে?

উত্তর ঃ আপনার এই সমস্যা নাকের ও গলার অ্যালার্জি থেকে হচ্ছে। যখনই আপনার সর্দি লাগে বা কাশি হয় বা সর্দি কাশি উভয়ই হয় তখন সংক্রমন নাকের পেছন দিক দিয়ে ইউস্টেসিয়ান টিউবের মাধ্যমে মধ্যকর্ণে চলে যায়। এটি অ্যালার্জি ও অ্যালার্জির ওপর সুপারইম্পোজড ইনফেকশন থেকে হতে পারে। নাকের হাড় বাঁকা বা পলিপ থেকেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে টনসিল বা এডেনয়েড বড় হয়ে গিয়ে এই সমস্যা হতে পারে। আপনাকে অবশ্যই অ্যালার্জি যেমন ধূলা-বালি, ধোঁয়া, ঠাণ্ডা থেকে দূরে থাকতে হবে। নাক কান গলার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়ে এসব অঙ্গে কোনো সমস্যা আছে কিনা জানতে হবে। প্রয়োজনে এক কোর্স এন্টিবায়োটিক ও নাকের স্টেরয়েড স্প্রে ব্যবহার করতে হবে। কানের ভেতর জমে যাওয়া জলের অপারেশন যেমন মাইরিঙ্গেটমি ও গ্রোমেট লাগানো লাগতে পারে। কানে জল জমলে কানে কম শোনা, মাথা ঘোরানো এমনকি কানের পর্দা ফুটো হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা হতে পারে। কাজেই এখন থেকেই সচেতনতা জরুরি।

প্রশ্ন ঃ জন্ডিস ধরা পড়ার পর এক-দুই মাস কেটে গেছে। হঠাৎ করে বিলিরুবিন বেড়ে যাচ্ছে। এত দিনেও কমল না কেন?

উত্তর ঃ জন্ডিস নানা কারণে হয়। সাধারণত আমরা যেসব জন্ডিস দেখি, সেগুলো এক-দেড় মাসের মধ্যে সেরে যাওয়ার কথা। কিন্তু কিছু ভাইরাস ক্রনিক হেপাটাইটিসের কারণ হতে পারে, যেমন-হেপাটাইটিস বি বা সি। কিছু জিনগত, ওষুধের কারণেও দীর্ঘমেয়াদি জন্ডিস হতে পারে। জন্ডিস ঠিক কোন ভাইরাসের কারণে হয়েছে, তা খুঁজে বের করা জরুরি। একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। অযথা বেশি ঘাবড়ে যাবেন না।

প্রশ্ন ঃ আমি বিবাহিত। বয়স ২৩। বেশ কয়েক মাস যাব আমার নিচের ঠোঁটটি সাদা হয়ে গেছে। অনেক মলম ব্যবহার করেছি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। তাই আপনার শরণাপন্ন হলাম।

উত্তর ঃ আপনার ঠোঁটের রোগটি স্থিতিশীল শ্বেতীরোগ। যেটি ওষুধ মেখে ভালো করা সম্ভব নয়। এটির একমাত্র সফল চিকিৎসা 'মিনিপাঞ্চ গ্রাফটিই'। যেটি শতভাগ সফল।

প্রশ্ন ঃ আমি বিবাহিত। বয়স ৪৫। বর্তমানে সহবাসে লিঙ্গের উত্থান হচ্ছে না। কখনো উত্থান হলে দ্রুত বীর্য-স্থলন হয়ে যায়। এতে আমি বিব্রত। আমার সুস্থ হবার সম্ভাবনা আছে কি?

উত্তর ঃ আপনি সম্ভবত পুরুষত্বহীনতায় ভুগছেন। বর্তমানে কোনো পার্শ্বক্রিয়া ছাড়াই আপনাকে সুস্থ করা সম্ভব। এ জন্য আপনার সেক্স হরমোন এনালাইসিস করে চিকিৎসা নিতে হবে। স্থানীয় কোন যৌন রোগ বিশেষজ্ঞর সাথে পরামর্শ করে সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ করুন।

প্রশ্ন ঃ আমি অবিবাহিতা। বয়স ২২। আমার বগলে স্তনের নিচে এবং কুচকিতে বেশ ব্যথা যুক্ত কয়েকটি ফোড়া আছে। অনেক চিকিৎসা নিয়েছি। ভালো হচ্ছে না। আমি দ্রুত ভালো হতে চাই।

উত্তর ঃ আপনার রোগটি একটি কঠিন ও কষ্টকর সংক্রমন জনিত চর্মরোগ। রোগটি সম্ভবত 'হাইড্রাজেনহিটিস সাপিউরেটিভা'। রোগটি স্থায়ীভাবে নির্মূল করা সম্ভব। ত্বক বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমি বিবাহিত। বয়স ৪১। এরই মধ্যে আমার মাথার প্রায় এক-চতুর্থাংশ চুল পড়ে গিয়ে টাক্ সৃষ্টি হয়েছে।

উত্তর ঃ পিআরপি থেরাপি আপনার হাতের নাগালে। এটি পার্শ্বক্রিয়া ছাড়াই আপনার মাথায় নতুন চুল গজাতে সক্ষম।

প্রশ্ন ঃ আমার দু'চোখের নিচে অসংখ্য শক্ত বিচির মতো হয়েছে। ওষুধ ব্যবহার করেও কাজ হচ্ছে না।

উত্তর ঃ রোগটির নাম সিরিনগোমা। এটি একটি ত্বকের জটিল সমস্যা। আধুনিক রেডিও সার্জারির মাধ্যমে পার্শ্বক্রিয়া ছাড়াই রোগটি নির্মূল সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমি বিবাহিত। বয়স ৩৩। আমার হাত ও পায়ের কিছু অংশে সাদা গোলাকার বেশ কিছু চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এতে আমি আতঙ্কিত। ভয়ের কারণ আছে কি?

উত্তর ঃ আপনার রোগটি সম্ভবত গাটেট ভিটিলিগো অথবা ইডিওপ্যাথিক গাটেট হাইপোমেলানোসিস। এর মধ্যে প্রথমটি এক ধরনের শ্বেতীরোগ। দু'টো ক্ষেত্রেই 'মিনি-পাঞ্চ গ্রাফটিং' কসমেটিক সার্জারি প্রায় শতভাগ সফল। এতে কোন পার্শ্বক্রিয়া নেই।

কার্যালয়ে ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ জুন ঃ প্রার্থী নিয়ে বিবাদ তৃণমূল পার্টি অফিসে চললো ভাঙচুর। মালদার গাজোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় ভাঙচুর। টিকিট নিয়ে বিবাদ। সেই বিবাদের জেরে ভাঙচুর। যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের টিকিট দেওয়া হচ্ছে না এই অভিযোগ তুলে ভাঙচুর করা হয় পার্টি অফিস। জানা গিয়েছে ৮ জুন পঞ্চায়েতে নির্বাচন ঘোষনা হয়েছে। এর আগে থেকেই সব রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী সংক্রান্ত সমস্ত কাজ শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে প্রার্থী ঠিক হয়েছে। তবে ঘোষনা হয়নি। এদিন গাজোলের যুব তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ গাজোলের ব্লক সভাপতি দিনেশ টুডুকে প্রার্থী ঠিক করার আলোচনা সভায় বলেছিলেন যুব তৃণমূল কর্মীদের পাঁচজনকে পঞ্চায়েতে নির্বাচনে টিকিট দেওয়া হোক। তৃণমূল সূত্রে খবর রবিবার তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষনা হবে। তার আগে রবিবার দিনেশ টুডু বিভিন্ন টালবাহান করছে। ফোন ধরছেন না আবার কখনও বলছেন শহর আছেন। আমরা রাত্রিপর্যন্ত শহরের ছিলাম। তরপরও তিনি ফোন ধরেননি, কিছুই করছেন না। এরপর গাজোল তৃণমূল পার্টি অফিসে চড়াও হয়ে যুব তৃণমূল কর্মীরা ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে। যদিও গোটা বিষয়টি নিয়ে ব্লক সভাপতি দিনেশ টুডু জানান, এখনও প্রার্থী ঘোষনা হয় নি। মিথ্যা ভিত্তিহীন অভিযোগ। কিছু মদ্যপ মানুষ এই ঘটনা ঘটিয়ে। দল এগুলো বরদাস্ত করবে না। বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক সাধারন সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ী বলেন, ক্ষমতা কার দখলে থাকবে। কার কাছের লোক প্রার্থী হল, টাকা লুটপাট করতে এই ঘটনা। ফলে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে। ভাঙচুর করছে। এই ঘটনায় যাতে সাধারন মানুষের ক্ষতি না হয়।

বিজেপির কোন্দল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ জুন ঃ পুরাতন মালদা সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা বিজেপির নেতা উকিল মন্ডল এবং বিজেপির বহিস্কৃত নেতা নিতাই মন্ডলের নেতৃত্বে ১২ জন বিজেপি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মনোনয়নের জন্য ডিসিআর কাটলেন নির্দল প্রার্থী হিসেবে। জেলা নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ। আর সেই ক্ষোভ থেকেই নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ১২ জন বিজেপি নেতারা। তবে কেবলমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত নয়, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদেও প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিক্ষুব্ধদের। এমনকি আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্দল পরিচালিত বোর্ড গঠন করবে বলে হুংকার দেন বিজেপির বহিস্কৃত নেতা নিতাই মন্ডল। দলের অন্দরে ক্ষোভের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি তাপস গুপ্ত। তাপস গুপ্ত বলেন, দলের অন্দরে ক্ষোভ আছে। বিজেপির মনোভাবাপন্ন কর্মীরা নির্দলে দাঁড়ালে দলের ক্ষতি হবে। তবে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি আশাবাদী। বিজেপির অন্দরের কোন্দলকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। পুরাতন মালদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সদস্য সুশান্ত কুন্ডু বলেন, এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে বিজেপির অন্দরে কোন্দল আছে। কেবলমাত্র তৃণমূলকে বদনাম করার জন্য বিরোধীরা তৃণমূলের কোন্দল নিয়ে কথা বলেন। ভোটে মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে।

আসানসোল-দুর্গাপুরে শিল্পাঞ্চলে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরীর কাজ স্থগিত জমির অভাবে

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১১ জুনঃ শহরে যখন জবরদখল বাড়ছে। তখন জমির অভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মানের কাজ। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে। জমি ও আবাসনের অভাবে, ওই প্রকল্পের পরিষেবা একপ্রকার অনিশ্চিয়তার মুখে পড়েছে শিল্পাঞ্চলবাসী। আর তাই নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দফতর। পশ্চিম বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য দফতর ও পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ীর কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার গ্রামের পর শহরাঞ্চলেও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। সেই মত পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের নির্দেশিকা অনুসারে পুরসভা এলাকায় কয়েক বছর ধরে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এলাকায় স্বাস্থ্য ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। যাতে এলাকার মানুষ বাড়ির কাছেই উন্নত চিকিৎসার পরিষেবা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে পেয়ে থাকেন। ওই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে একজন করে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা থাকবেন। সেখানে শিশুদের স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রসূতি ও গর্ভবতীদের চিকিৎসা ও ডায়াবিটিস, যক্ষা, চোখ ও কানের সমস্যা সহ একাধিক সংক্রামক ও অসংক্রামক নানা রোগের মৌখিক পরামর্শ সহ চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। টেলি মেডিসিন সুবিধা থাকবে। ল্যাব সুবিধা থাকবে না। জানা গেছে, আসানসোল পুরসভা এলাকায় আর্বান প্রাইমারি হেল্থ সেন্টার ২৬ অনুমোদন পেয়েছিল। ২৬ টি কেন্দ্র তৈরী হয়েছে। দুর্গাপুর পুরসভা এলাকায় ১৩ টি'র মধ্যে ১২ টি কেন্দ্র চালু হয়েছে। একইরকমভাবে আসানসোল পুরসভা এলাকায় আর্বান হেল্থ ওয়েল্থ সেন্টার বা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরীর জন্য ৭৮ টি অনুমোদন পেয়েছে। যার মধ্যে ৪ টি কেন্দ্র তৈরী হয়েছে। দুর্গাপুর পুরসভা এলাকায় ৩৮ টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার অনুমোদন পেয়েছে। এক একটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভবন ও পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ৩৫ লক্ষ টাকা থেকে প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান রয়েছে। এছাড়াও মাসিক ২০ হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে বাড়ি বা আবাসন ভাড়া নিয়েও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা যাবে। কিন্তু পুরসভা এলাকায় রাজ্য সরকারের ফাঁকা জমি না মেলায় থমকে ওই প্রকল্পের কাজ। এখনও পর্যন্ত ৫ টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। তার মধ্যে দুটি কেন্দ্র বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলছে। প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে জমি ও আবাসনের প্রয়োজন। সম্প্রতি তার জন্য জেলা ও মহকুমা প্রশাসন পুরসভায় একটি বৈঠক করেন। সেখানে ডিএসপি, ডিভিসি, ডিপিএল ও এডিডিএ কর্তৃপক্ষ সামিল ছিলেন। জমি ও আবাসনের জটিলতা নিয়ে চিন্তিত প্রশাসন। রাজ্য সরকারের জমির অভাবে থমকে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রকল্পের পরিষেবা। সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভবন নির্মাণ করতে দুর্গাপুর পুরসভার দাবি, দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট (ডিএসপি), দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি), ডিপিএল ও এডিডিএ কর্তৃপক্ষের আওতাধীনে শিল্পাঞ্চলের অধিকাংশ জমি। জমি না মিললেও বাড়ি ভাড়া নিয়ে ওই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু, ওই সমস্ত সরকারি সংস্থার আবাসনও মিলছে না বলে অভিযোগ পুরসভার। জমি ও আবাসনের অভাবে, ওই প্রকল্পের পরিষেবা একপ্রকার অনিশ্চিয়তার মুখে পড়েছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সেখ মহম্মদ ইউনুস বলেন, আসানসোল, দুর্গাপুরে কিছু সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরী হয়েছে। মূলত জমির অভাবে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরী আটকে রয়েছে। ডিএসপি, ডিপিএল ও রেল সহ গর্মেন্ট ও পাবলিক সেক্টরগুলিকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চিঠি করা হয়েছে যদি জায়গা পাওয়া যায়। দুর্গাপুর পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) তথা পুরসভার পুর প্রশাসক বোর্ডের সদস্যা রাখি তিওয়ারি বলেন, ৮০০ স্কোয়ার ফুটের এক একটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভবন গড়ে তুলতে ১০০০ স্কোয়ার ফুট জমির প্রয়োজন রয়েছে। মূলত বস্তি এলাকায় এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রয়োজন। যেখানে তিন কিলোমিটারের কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই। কিন্তু, প্রয়োজনীয় ওয়ার্ডগুলিতে রাজ্য সরকারের ফাঁকা জমি মিলছে না। শিল্পাঞ্চলের অধিকাংশ জমি ডিএসপি, ডিভিসি, ডিপিএলের। তাদের কাছে জমি বা আবাসনের জন্য আবেদন করেছি। এডিডিএ কিছু জমি দিয়েছে। কিন্তু, শহরের এমন কিছু এলাকায় সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র বেশী প্রয়োজন, সেই জমি ডিএসপি কর্তৃপক্ষের। তাতে ডিএসপির আবাসন হলেও চলবে। কিন্তু, ডিএসপি কর্তৃপক্ষের সেভাবে সাড়া পাওয়া যায়নি। আর প্রশ্ন এখানে, আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে সরকারি জমিতে জবরদখল বাড়ছে। রেল লাইনের পাশ থেকে সেইল অব্যবহৃত জমি। এডিডিএ-র জমি থেকে বন দফতরের সবুজ বনভূমি জবরদখলে উদ্বিগ্ন সংশ্লিষ্ট দফতর। তখন জমির অভাবে থমকে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরীর কাজ। এডিডিএ র চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দুর্গাপুর পুরসভা থেকে জমি চেয়েছিল। কিছু জমি দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় জায়গায় সেভাবে সরকারি জমি একপ্রকার নেই।

তৃণমূলী প্রধানকে নিয়ে বিতর্কে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১১ জুন ঃ তৃণমূলীদের দলে নেওয়ায় দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে বিজেপিতে। দলের বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন পদ্ধতি মেনে দলে যোগদান পর্ব না হওয়ায় কাউকে বিজেপিতে নেওয়া হয়নি। বীরভূম জেলায় বিজেপির শক্ত ঘাঁটি ময়ূরেশ্বর। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের সন্ত্রাসকে চ্যালেঞ্জ করে একটি পঞ্চায়েত দখল করেছিল বিজেপি। সেই বিজেপিতেই এবার দলবদল নিয়ে শুরু হল দ্বন্দ্ব। রবিবার ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের দক্ষিণগ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান তৃণমূলের শিউলি দে'র হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেন দলের বোলপুর লোকসভার কনভেনর অর্জুন সাহা। সেই সঙ্গে বছরখানেক আগে দলত্যাগী বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সুশান্ত দে'কেও দলে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। দলের বেগুনিয়া কার্যালয়ে শ'তিনেক তৃণমূল কর্মী-সমর্থককে এদিনে বিজেপিতে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি অর্জুন সাহার। তবে এনিয়ে দলের মধ্যেই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। দলের বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সন্ন্যাসী চরণ মণ্ডল ওরফে অষ্টম বলেন, বিজেপি সাংগঠনিক দল। এখানে মণ্ডল সভাপতি এবং স্থানীয় কার্জকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দলে গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু অর্জুন সাহা কারও সঙ্গে আলোচনা না করেই তিনি দলে যোগদান করিয়েছেন। যেটা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। ফলে যাদের দলে নিয়েছেন তারা কোন দলে থাকবেন সেটা অর্জুনবাবু বলতে পারবেন। আমরা কাউকে দলে গ্রহণ করিনি। অর্জুন সাহা বলেন, আমি একাধিকবার মণ্ডল সভাপতিকে বলেছি। কিন্তু তিনি গড়িমসি করছিলেন। এদিকে দোরগোড়ায় পঞ্চায়েত নির্বাচন। দলকে উজ্জীবিত করতেই আমি দক্ষিণগ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান শিউলি দে'কে দলে গ্রহণ করেছি। সেই সঙ্গে আমাদের এক সময়ের মণ্ডল সভাপতি সুশান্ত দে'কে ফিরিয়ে এনেছি। দলের স্বার্থেই এটা করেছি। অষ্টমবাবু কেন অবৈধ বলছেন জানি না। এমনিতেই বিগত বিধানসভা নির্বাচনে তীরে এসে তরী ডুবেছিল। এবার শিয়রে পঞ্চায়েত নির্বাচন। ঠিক সেখানে জেলা বিজেপির অন্দরে এইরকম ভুল বোঝাবুঝি বা দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠছে। তাই এই যোগদান নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

দেদার মাছ লুট

দুরন্ত বার্তা, বানারাহাট, ১১ জুন ঃ জলপাইগুড়ির বানারহাটে উলটে গেল মাছবোঝাই গাড়ি। মাছবোঝাই গাড়ি উলটে আহত হয়েছেন তিনজন। তবে তাঁদের সাহায্য না করে সেই মাছ লুট করতেই আগ্রহ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে বানারহাটের মোরাঘাট চৌপথি সংলগ্ন ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরে। পিছনের চাকা ফেটে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের ধারে উলটে গেল মাছবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান। জানা গেছে, গড়িটি শিলিগুড়ি থেকে অসম যাওয়ার পথে ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় চালক সহ গাড়িতে থাকা মোট তিনজন আহত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বানারহাট থানার পুলিশ। গাড়িটি উলটে যাওয়ায় গাড়িতে থাকা মাছের কার্টন রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দা ও পথ চলতি মানুষের মাছ নেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। মাছ নিতে আসা বাসিন্দাদের আটকাতে বেগ পেতে হয় পুলিশকে। পরবর্তীতে গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। গাড়ির চালক অমিত হাজরা জানান, গাড়িটি জাতীয় সড়কে এসে একটি টোটোকে পাশ কাটাতে গেলে পিছনের চাকা ফেটে যায়। ফলে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। আলাদা আলাদা কার্টনে প্রায় দেড় টন ছোট মাছ ছিল।

স্টেশনে মৃতদেহ আটকাল কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১১ জুন ঃ ফালাকাটার স্টেশনে মৃতদেহ নিয়ে নামতেই স্টেশনে আটকে দিলেন স্টেশন কর্তৃপক্ষ। মৃতের নাম দুলাল বর্মন(৬২)। ফালাকাটা রেল স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট সৌরভ চৌধুরী বলেন, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে শিয়ালদহ থেকে ফালাকাটায় একজন যুবক এবং একজন ভদ্রমহিলা ফালাকাটা স্টেশনে বয়স্ক লোকের মৃতদেহ নিয়ে নামলে আমরা তাদেরকে সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য দাঁড় করালে মহিলা জানান তিনি তার স্বামীকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় গিয়েছিলেন। চিকিৎসা সেরে বাড়িতে ফেরার পথে ট্রেনেই তার মৃত্যু হয়। এ কথা জানালে ফালাকাটা স্টেশন কর্তৃপক্ষ রেলের চিকিৎসককে ডেকে পাঠালে তিনি এসে সনাক্ত করে জানান যে লোকটির মৃত্যু হয়েছে। এরপর ফালাকাটা স্টেশন কর্তৃপক্ষ ময়নাগুড়ি জিআরপিএফের হাতে সেই মৃতদেহ তুলে দেয়। জিআরপিএফ ময়নাগুড়ি জানায়, মৃত ব্যক্তির সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হবে। এরপর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। মৃতের স্ত্রী ও পুত্র জানান, তারা শিয়ালদহ থেকে তিনজন মিলেই ফালাকাটায় আসছিলেন। পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে রেলগাড়ির মধ্যে মৃত্যু হয়। ফালাকাটা স্টেশনে নেমে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাবার জন্য রওনা দিলে ফালাকাটা স্টেশন কর্তৃপক্ষ তাদেরকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং রেল চিকিৎসককে ডেকে এনে তাকে দিয়ে পরীক্ষা করানোর পর জিআরপিএফের হাতে তুলে দেয়।

যুব নেতার মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১১ জুন ঃ শনিবার রাতে লালগড় সেতুর উপর শান্তনু মহন্ত (৩০) নামে এক যুবক গুরুতর আহত হন। তাঁর বাড়ি লালগড় থানার রামগড় এলাকায়। তাকে লালগড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা দেখার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, লালগড় সেতুতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় শান্তনু মহন্তের। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে রবিবার ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তিনি বিজেপি যুব মোর্চার নেতৃত্বে ছিলেন। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে ঝাড়গ্রাম শহরের রঘুনাথপুরে বিজেপির ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। সেখানে প্রয়াত যুব মোর্চার নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি তুফান মাহাত, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তন্ময় দাস, রাজ্য নেতৃত্ব সুখময় সতপতি, যুব মোর্চার জেলা সভাপতি রাজেন হেমব্রম সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। সেই সঙ্গে বিজেপি দলের পক্ষ থেকে ও যুব মোর্চার পক্ষ থেকে মৃত যুব মোর্চার পরিবারের সদস্যদের সমালোচনা জানানো হয় এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়।

কর্মী সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ১১ জুন ঃ রবিবার হলদিয়া পুরসভার ৩ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পানা গ্রামে বন্ধন অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হলো রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন ও নাগরিক কনভেনশন। উক্ত সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃনমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক স্বপন নস্কর, সম্পাদক সেক আজিজুল রহমান, তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য অর্নব দেবনাথ, হলদিয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মিলন মন্ডল, সহ-সভাপতি রবীন্দ্র নাথ খাটুয়া, ৩ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অশোক কুমার ভূঞ্যা, শিক্ষাবিদ অনুপম বিশ্বাস, মতিলাল দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অনান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ব বৃন্দ।

পঞ্চায়েতে প্রার্থী পেতে হিমশিম বিজেপি

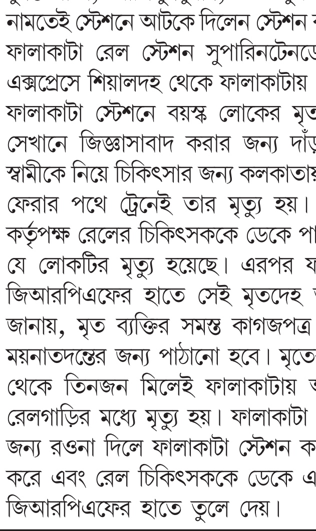

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১১ জুন ঃ রাজ্য রাজনীতিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পরিচিতি শুধু দিঘা, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম নয়, এই জেলার পরিচতি আছে অধিকারীদের জেলা বলেও। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নিজের জেলা। আর সেখানেই কিনা পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না বিজেপি। কার্যত এই নির্বাচনকে ঘিরে ভোটের আগেই সামনে চলে এসেছে জেলায় পদ্মশিবিরের বেহাল দশা। জেলায় গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ মিলিয়ে আসন সংখ্যা ৫০২৫টি। গত ২ দিনে জেলায় মোট ১১১০টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতে ৯৭২টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ১২২টি এবং জেলা পরিষদে ১৬টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। প্রথম ২ দিনে তৃণমূল একটিও মনোনয়ন জমা করেনি। বিজেপি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫৪৭টি এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে ৭০টি ও জেলা পরিষদে মাত্র ১টি মনোনয়ন জমা করেছে। তারইমধ্যে সামনে চলে এসেছে জেলায় প্রার্থী খুঁজতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে বিজেপি'র জেলা নেতৃত্ব। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা ছাড়াও বহু সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী বাছাই করতে কালঘাম ছুটছে গেরুয়া শিবিরের। মুখে না বললেও সেইসব জায়গায় সিপিএমকে সমর্থন করার ভাবনাচিন্তা রয়েছে বিজেপির। সাংগঠনিকভাবে দুর্বল এলাকায় দলীয় প্রার্থীদের অনেককে নির্দল হিসেবে মনোনয়ন দিতে বলেছে বিজেপি। পরে তাঁদের দলগত অবস্থান স্পষ্ট করা হবে। এছাড়া ঝামেলার কথা ভেবে অনেকে নির্দল হয়ে লড়াইয়ে আগ্রহী। তাঁদের নির্দল হিসেবেই দাঁড় করাবে বিজেপি। জেলায় মোট ২২৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন সংখ্যা ৪২৯০টি। ২০১৮সালের তুলনায় এবার প্রায় ৯০০আসন বেড়েছে। জেলার ২৫টি ব্লকের সমসংখ্যক পঞ্চায়েত সমিতিতে আসন সংখ্যা ৬৬৫টি। জেলা পরিষদের আসন সংখ্যা ৭০টি। ২০১৮সালে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সিংহভাগ আসনে বিরোধী প্রার্থী ছিল না। একচেটিয়া আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিল তৃণমূল। এবার বিজেপি প্রার্থী ঠিক করতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছে। অনেক জায়গায় প্রার্থী পেতে সমস্যা হচ্ছে। বিজেপির কাঁথি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে খেজুরি, ভগবানপুর, কাঁথি উত্তর ও দক্ষিণ, রামনগর এবং এগরা বিধানসভা এলাকা পড়ে। গত বিধানসভা ভোটে ওই সাংগঠনিক জেলার মধ্যে ৪টি আসনে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। অথচ, দু'বছরের মধ্যে সেখানে সংগঠনে অনেকটাই ভাটা পড়েছে। আদিনব্য সংঘাতে অনেকেই নিষ্ক্রিয়। ওই জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তাপস দোলাই ঘটনার সত্যতা সরাসরি স্বীকার না করলেও জানিয়েছেন, এখনও প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ চলছে। অনেক জায়গায় ডামি প্রার্থী রাখা হবে। আমরা একশো শতাংশ আসনে প্রার্থী দেওয়ার চেষ্টা করব। আবার তমলুক সাংগঠনিক জেলার মধ্যেও সংগঠনে সর্বত্র দলীয় প্রার্থী দেওয়ার অবস্থায় নেই বিজেপি। বেশ কিছু জায়গায় তাঁরা সিপিএমের সঙ্গে আঁতাত করার পরিকল্পনা নিয়েছেন দলীয় নেতৃত্ব। পাঁশকুড়া এবং নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু এলাকা বেশি। পাঁশকুড়ায় সংখ্যালঘু এলাকায় সিপিএম প্রার্থীকে সমর্থন করার ইঙ্গিত মিলেছে। আবার যেখানে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে লড়াই করা ঝুঁকিপূর্ণ সেখানে নির্দল প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে।

তৃণমূলে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১১ জুন ঃ জয়দেব অঞ্চলের জনুবাজার বুথে গোপীনাথ বাউরির নেতৃত্বে ১১০ টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন। তাদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিংহ। গোপীনাথ বাউরি ছিলেন বিজেপির স্থানীয় নেতা। তিনি জানান, ভুল বুঝিয়ে আমাদের বিজেপিতে যোগদান করানো হয়। আমরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলাম। তৃণমূলের ইলামবাজার ব্লক সভাপতি ফজলুর রহমান বলেন, এলাকার উন্নয়ন দেখেই এই পরিবারগুলো তৃণমূলে যোগদান করেছেন। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, জয়দেব অঞ্চল এমনিতেই শক্তিশালী ছিল। এই যোগদানের পর দল আরও শক্তিশালী হলো।

সাতসকালে বাস ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন ২০ জন

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১১ জুন ঃ রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল সরকারি বাস! কাঠবোঝাই পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত হলেন ২০জন। তাদের মধ্যে তিন জনের আঘাত গুরুতর। রবিবার ছুটির দিনে বেলিয়াতোড় থানা এলাকায় বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রাজ্য সড়কে চাঁদুড়িয়া মোড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন ভোরে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের একটি মেদিনীপুর থেকে মালদাগামী বাস বাঁকুড়া থেকে দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিল। বাঁকুড়া দুর্গাপুর ৯নং রাজ্য সড়ক ধরে যাবার পথে বেলিয়াতোড় থানার চাঁদুড়িয়া এলাকায় উল্টো দিক থেকে আসা একটি জ্বালানি কাঠবোঝাই পিকআপ ভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের বিকট শব্দে ছুটে আসে স্থানীয় মানুষ। মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে গুরুতর আহত হন বাস ও পিকআপ ভ্যানের চালক সহ বাসটির কুড়ি জন যাত্রী। খবর পেয়ে জখমদের উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে বেলিয়াতোড় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠায়। যার পরে গুরুতর আহত তিনজনকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা। দুটি গাড়ি চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভ্যান ও বাসের সামনের দিকের কাঁচ ভেঙে গিয়েছে। ক্রেন এনে দুটি গাড়িকে রাজ্য সড়কের মাঝখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে দুর্ঘটনার জেরে ছুটির দিনেও ওই রাস্তায় চরম যানজট তৈরি হয়। পরে পুলিশ এলে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা যাঁরা পথদুর্ঘটনা দেখেছেন তারা অভিযোগ তুলছেন যে সরকারি বাসটি বেপরোয়াভাবে দ্রুতগতিতে পিকআপ ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়, ভ্যানটির দোষ ছিল না। এদিন বাসটিতে যাত্রিতে ঠাসা ভীড়ও ছিল। বসার আসন না পাওয়ার ফলে অনেক যাত্রী দাঁড়িয়েই সফর করছিলেন। আচমকা সংঘর্ষ ঘটতেই তারাও ছিটকে পড়ে যান এবং আহত হন। আহতদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা ও শিশু রয়েছে বলে জানা গেছে।

ট্যাঙ্কারে নোংরা জল সরবরাহ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ লাউদোহায়

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১১ জুন ঃ গরমের শুরু থেকে পানীয় জলের আকাল। স্থানীয় পঞ্চায়েতে প্রশাসনকে জানিয়ে জুতোর শুকতলা খুইয়েছে। ট্যাঙ্কারে করে পানীয় জল সরবরাহ শুরু হলেও, ওই জল পান করার অযোগ্য। নোংরা জল সরবরাহের অভিযোগ। পঞ্চায়েত ভোটের আগে ক্ষোভে ফেটে পড়ল গ্রামবাসীরা। প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল স্থানীয় বাসিন্দারা। রবিবার ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল লাউদোহার মাঝি পাড়া এলাকায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও প্রশাসনের আশ্বাসে বিক্ষোভ ওঠে। লাউদোহা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝিপাড়া এলাকা। প্রায় দু'শো পরিবারের বসবাস। আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস। গ্রামে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের জলের পাইপলাইন রয়েছে। কিন্তু তাতে পর্যাপ্ত জল পড়ে না। ফলে চরম জলকষ্টে গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানিও সুরাহা হয়নি। ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে গ্রামবাসীরা। গত ১৩ মে পানীয় জলের দাবীতে হাড়ি, বালতি নিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় মাঝি পাড়ার মহিলারা। মাধাইগঞ্জ-অন্ডাল রাস্তার মাঝিপাড়া মোড়ে রাস্তার ওপর বসে পড়ে মহিলারা। ওইসময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পানীয় জল সরবরাহের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। আশ্বাস মত ট্যাঙ্কারে করে জল সরবরাহ শুরু হয়। দৈনিক দু ট্যাঙ্কার করে জল ওই গ্রামে পাঠানো শুরু হয়। গোড়ার দিকে সবই ঠিক ছিল। অবরোধকারীদের অভিযোগ, এলাকায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের পাইপলাইন থাকলেও সেই কলে পড়ে না নিয়মিত জল। জল সংগ্রহ করতে যেতে হয় আশপাশের এলাকায়। পাড়াতে তিনটি সরকারি কুয়ো রয়েছে। ওই কুয়োগুলিতেও জল নেই। জলস্তর নেমে গেছে। ফলে জল সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বাসিন্দারা আরও বলেন, বিষয়টি স্থানীয় পঞ্চায়েত দফতরে জানানো হয়। সেই মত ট্যাঙ্কারে জল সরবরাহ শুরু হয়। গত দিন দশেক যাবৎ নোংরা জল সরবরাহ হচ্ছে। বিক্ষোভকারী বাপি কিস্কু জানান, প্রথম দিকে দু' ট্যাঙ্কার করে জল আসছিল। পরে দু' ট্যাঙ্কারের বদলে এক ট্যাঙ্কার করে জল পাঠানো হচ্ছে। সেটাও আবার নোংরা। ওই জল মোটেই পানের যোগ্য নয়। বিষয়টি পঞ্চায়েতকে জানানো হয়। কিন্তু সুরাহা হয়নি। তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বাসিন্দারা। রবিবার সকালে লাউদোহা-উখড়া রোডের মাঝিপাড়া মোড়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে বাসিন্দারা। অবরোধকারীদের দাবী, পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করতে হবে। অবরোধের জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় লাউদোহা থানার পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন। পুলিশ ও প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তোলে বাসিন্দারা। লাউদোহা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিষয়টি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরকে জানানো হয়েছে। দৈনিক দু ট্যাঙ্কার করে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হবে।

তীব্র জলসংকটে জেরবার স্থানীয়রা

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১১ জুন ঃ বেলপাহাড়ির ভেলাইডিহার ভাড়ারুপাল গ্রামে তীব্র জলসংকট। এই গ্রামের এখন তারাফেনি নদীর জলই ভরসা। যদিও তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে বছরখানেক আগে পানীয় জলের পাম্প ও ট্যাঙ্ক বসানো হয়েছে এখানে। তবে তা থেকে মিলছে না জল। ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি ব্লকের ভেলাইডিয়া পঞ্চায়েতের ভাঁড়ারুপাল গ্রামটি লোধা-শবর অধ্যুষিত। ওই গ্রামে প্রায় ২২টি লোধা-শবর পরিবার-সহ প্রায় ৪০টি পরিবারের বাস। এহেন ভাড়ারুপাল গ্রামে সম্প্রতি পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। প্রায় তিন লক্ষ টাকা খরচ করে দুবছর আগে এখানে পাম্প বসানো হলেও সেই পাম্প থেকে জল পড়ছে না। ওই গ্রামে একটি টিউবওয়েল রয়েছে, যাতে টপটপ করে জল পড়ে মাত্র! এক বালতি জল ভর্তি করতে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লাগে। ওই গ্রামের বাসিন্দারা বলেন পাম্প আছে জল নেই। প্রশাসনকে বারে বারে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। ফলে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে থাকা তারাফেনি নদী থেকে জল এনে ব্যবহার করতে হয় গ্রামবাসীদের। আর দূর থেকে জল আনতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই সমস্যায় পড়তে হয় তাঁদের। তা ছাড়া নদীর জল থেকেও তাঁদের নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। দ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা না হলে ওই এলাকার বাসিন্দারা এই নোংরা জল খেয়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবেন বলেও তাঁদের আশঙ্কার কথা জানান। বেলপাহাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাহালা হাঁসদা বলেন, যেখানে পাম্প বসানোর জন্য বোরিং করা হয়েছিল, সেখানে জলস্তর পাওয়া যায়নি। ফলে নতুন করে অন্য জায়গায় বোরিং করা হবে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ওই গ্রামে পানীয় জলের সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। এই ব্লকে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। পিএইচই ডিপার্টমেন্ট থেকে সার্ভেও করা হয়েছে। পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানান জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল।

গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত ফ্ল্যাগম্যান

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ১১ জুন ঃ ফোর লাইনের কাজের জন্য নির্মানকারী কোম্পানির এক কর্মীর মৃত্যু হল রবিবার। রবিবার ভোর আনুমানিক তিনটে নাগাদ ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে। জানা যায় মৃত ওই ব্যক্তির নাম শরিফুল শেখ (২৪)। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলা সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত মালঞ্চাতে। কোম্পানির কাজের সুবাদে ময়নাগুড়ি এসেছেন তিনি। এই ঘটনার পর তার সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠিয়েছে বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, ফোর লেন রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ করছেন এল এন্ড টি নামক একটি কোম্পানি। সেই কাজের ফ্ল্যাগ ম্যানের কাজ করতেন শরিফুল। রবিবার ভোর আনুমানিক তিনটে নাগাদ তিনি রাস্তায় কাজ করছিলেন। সেই সময় একটি গাড়ি তাকে পিষে দিয়ে পালিয়ে যায়। তার সহকর্মীরা এই খবর জানতে পেরে ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গিয়েছে শরিফুল শেখের বাড়িতে মা বাবা, স্ত্রী সহ দুই সন্তান রয়েছে। এই দুর্ঘটনার জন্য রবিবার কোম্পানির যাবতীয় কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানান কোম্পানির সুপারভাইজার বিকি খান।

সৈকতে পর্যটকদের জন্য কমপ্লেন বক্স

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ১১ জুন ঃ সমুদ্র সৈকত দিঘায় সারাবছর ভিড় জমান পর্যটকরা। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কাছাকাছির ভ্রমণের জন্য দিঘাই ভরসা। কিন্তু এখানে পর্যটকরা এসে অনেক সময়ই নানা অসুবিধায় পড়েন। অনেক সময় প্রতারিত হয়ে সেখান থেকে সরে পড়তে হয়। এই নানা অসুবিধায় পড়া পর্যটকদের জন্য নিয়ে আসা হল 'কমপ্লেন বক্স'। এই কমপ্লেন বক্স গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি আগেই দেওয়া হয়েছিল। এবার প্রতিশ্রুতি মতোই দিঘায় আগত পর্যটকদের অভিযোগ জানতে কমপ্লেন বক্স বসাল দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন সংস্থা। ইতিমধ্যেই এই কমপ্লেন বক্স চালু হয়েছে। সমুদ্রের টানে দিঘায় বেড়াতে এসে পর্যটকরা প্রায়ই নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। কখনও হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। আবার কখনও খাবারের গুণমান সঠিক নয় বলেও অভিযোগ ওঠে। কখনও ভাড়া নিয়ে পর্যটকদের হেনস্তা করেন টোটো এবং অটো চালকরা। সৈকতে কোনও অসাধু ব্যবসায়ীর পাল্লায় পড়ে তাদের সঙ্গে ঝামেলা লেগে যায় পর্যটকদের। তখন যাতে পর্যটকরা প্রশাসনের সাহায্য পান তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতদিন সেভাবে কোনও পরিকাঠামো ছিল না। এই কমপ্লেন বক্স হয়ে ভ্রমণপিপাসুদের উপকারই হল। এবার জেলা প্রশাসনের নির্দেশে উন্নয়ন সংস্থার অফিসের ক্যাম্পাস-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কমপ্লেন বক্স বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাতে পর্যটকরা সরাসরি তাঁদের অভিযোগ ওই বাক্সে জমা করতে পারবেন। এমনকী সেটি নিয়মিত মনিটরিং করা হবে। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত উচিত শাস্তি পাবেন। তাছাড়া বিপদে পড়লে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর কোনও সমস্যা তৈরি হলে দু'পক্ষের মধ্যে সেতুর কাজ করবে এই কমপ্লেন বক্স। মিটিয়ে দেওয়া হবে সমস্যা। রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত এক দশকে দিঘার উন্নয়নে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ সৈকতনগরী দিঘার টানে পর্যটকদের সমাগম আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। কিন্তু দিঘায় লোক ঠকানো কিংবা অসাধু কারবার আরও বেড়েছে। এসব বন্ধ করতে কঠোর হচ্ছে প্রশাসন। তাই এই কমপ্লেন বক্স চালু করা হয়েছে বলে উন্নয়ন সংস্থার দাবি। এই বিষয়ে উন্নয়ন সংস্থার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক মানসকুমার মণ্ডল বলেন, আমরা চাই না, কোনও পর্যটক দিঘায় বেড়াতে এসে নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। খারাপ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যান। পর্যটকদের কোনও অভিযোগ বা পরামর্শ দেওয়ার থাকলে কমপ্লেন বক্সে জানাতে পারবেন।

Name Change
I BISHU MAJI S/O HARADHAN MAJHI R/O BHADUA,PO-BHAGABATIPUR,PS-CHANDITA,HOOGHLY-712701 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BISWANATH MAJI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/06/2023.

Name Change
I SMARJIT DUTTA S/O SUDHIR CHANDRA DUTTA R/O AG-83, SALTLAKE, SECTOR- 2, PO-SECH BHAWAN, PS-SALTLAKE NORTH, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SMARAJIT DUTTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/06/2023.

Name Change
I SEIKH MAQSOOD ALAM S/O SEKH FAROOQUE R/O 25/4 KUSTIA MASJID BARI LANE,TILJALA, KOLKATA - 700039 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MAQSOOD ALAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/06/2023.

Name Change
I MAHAMMAD DANISH S/O BARKAT ALI R/O 15 AHIRIPUKUR 1ST LANE,PO-BALLYGUNGE, KOLKATA - 700019,WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD. DANISH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/06/2023.

Name Change
I, KHYATI SUMEET BANSAL (old name) S/O SUMEET KUMAR BANSAL Resident of 107, GIRISH GHOSH ROAD, LILUAH, HOWRAH -711204, WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) KHYATI S BANSAL, vide an affidavit swornbefore the Notary Public at Kolkata on 09/06/2023. KHYATI SUMEET BANSAL and KHYATI S BANSAL both are same and one identical person

টেস্ট বিশ্বের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া

লন্ডন, ১১ জুন ঃ আইসিসি ট্রফি খরা কাটল না ভারতের। ২০১৩-য় শেষবার মহেন্দ্র সিং ধোনির হাত ধরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়। তারপর বারবার আইসিসি টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল, ফাইনালের গেরোয় আটকে গিয়েছে ভারতের ভাগ্য। ওভালেও সেই ভাগ্য বদলাল না। অস্ট্রেলিয়ার কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে বসল টিম ইন্ডিয়া। সানডে ব্লকবাস্টার হওয়ার আশা জাগিয়েছিলেন বিরাট কোহলি এবং আজিঙ্কা রাহানে। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় টপ অর্ডার আরও একবার বিপর্যয়ের মুখে পড়ার পর কোহলি-রাহানে হাফসেঞ্চুরি পার্টনারশিপে ভারতকে আশা জাগিয়েছিলেন। অসম্ভব লক্ষ্য পূরণের লক্ষ্যে নেমেছিল টিম ইন্ডিয়া। তবে পঞ্চম দিন সেই উত্তেজনায় জল ঢেলে দিয়ে ভারতের ব্যাটিং ধুয়ে গেল মাত্র দেড় ঘন্টায়। প্রথম সেশনেই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। প্রথমবার ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলতে নেমেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পেল প্যাট কামিন্সের অজি ব্রিগেড। ২০৯ রানে ভারতকে হারাল অজিরা। আর ভারত টানা দুটো ফাইনালে উঠেও হোঁচট খেল ফাইনালে। প্রথমবার নিউজিল্যান্ডের কাছে। দ্বিতীয়বার অস্ট্রেলিয়ার কাছে সাফ রোহিতরা। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল শুভমান গিলের বিতর্কিত আউট সমেত রোহিত-পূজারার খারাপ শটে 'আত্মহত্যা' করে বসায়। ভারত চতুর্থ দিনেই ৯৩/ ৩ হয়ে যাওয়ার পরে অস্ট্রেলিয়ায় জয় ছিল হাতের মুঠোতেই। পঞ্চম দিন অস্ট্রেলিয়ার এবং জয়ের মধ্যে একাই দাঁড়িয়েছিলেন কোহলি। শেষদিন জয়ের জন্য ভারতের দরকার ছিল ২৮০ রান। তবে দিনের শুরুতেই কোহলি-রাহানে আউট হয়ে যাওয়ার পর ভারতের বাকি ব্যাটিং ধসে পড়ে সহজেই। রবীন্দ্র জাদেজা এবং শার্দূল ঠাকুর কার্যত কোনও প্রতিরোধই করতে পারেননি। দু'জনেই শূন্য রানে আউট হয়ে যান। নাথান লিয়ন রাউন্ড দ্য উইকেট থেকে বল করে ধসিয়ে দিলেন গোটা ভারতীয় ব্যাটিং। চার শিকার তাঁর নামের পাশে। পেসার স্কট বোল্যান্ড কোহলি, জাদেজা সমেত ৩ উইকেট দখল করলেন। অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ দিন ২৭০/ ৮ রানে ডিক্লেয়ার করে। আলেক্স ক্যারি অজিদের বড়সড় লিড নিতে সাহায্য করেন দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ৬৬ করে। জবাবে ভারতীয় দুই ওপেনার সদর্থক ভঙ্গিতে রান চেজ শুরু করেছিলেন। প্যাট কামিন্স, স্কট বোল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুভমান গিল, রোহিত শর্মারা বাউন্ডারির ফোয়ারা ছোটাচ্ছিলেন। তবে টি ব্রেকের ঠিক আগেই বোল্যান্ডের হালকা উঠে আসা বল গিলের ব্যাটে লেগে গালিতে উড়ে গিয়েছিল। ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্যামেরন গ্রিন দুর্ধর্ষ ক্যাচ নিলেও বিতর্ক থামেনি। প্রথম ইনিংসেও রাহানের দুর্ধর্ষ ইনিংস থামিয়ে দিয়েছিল গ্রিনের অতিমানবিক ক্যাচ। একই ম্যাচে দুটো ক্যাচেও তিনি কার্যত ম্যাচের ফয়সালা করে দেন। রোহিত নিজের ট্রেডমার্ক পুল শটে ভরসা জাগাচ্ছিলেন। স্টার্ক নিজের স্পেলে বল করতে এসে দ্বিতীয় বলেই রোহিতের কাছে ছক্কা হজম করে বসেন। পূজারা-রোহিতের জুটি ভাঙার জন্য লিয়নকে ২০তম ওভারে আক্রমণে আনেন প্যাট কামিন্স। আর এসেই তিনি তুলে নেন ক্যাপ্টেন রোহিতকে। রাউন্ড দ্য উইকেটে বল করতে এসে ফুলার লেন্থে বল করেছিলেন লিয়ন। সুইপ করতে গিয়ে বলের লাইন মিস করে লেগ বিফোর হয়ে যান ভারতীয় দলনেতা। রিভিউ নিয়েও রক্ষা পাননি তিনি। এরপরে স্বভাববিরুদ্ধভাবে প্যাট কামিন্সের শর্ট বল স্কুপ করতে গিয়ে উইকেটকিপারের হাতে ক্যাচ তুলে বিদায় নেন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম দুই সংস্করণের ফাইনালে উঠলেও, খালি হাতে ফিরতে হল টিম ইন্ডিয়াকে। সেই সঙ্গে রোহিত শর্মা ব্রিগেড গড়ল লজ্জার বিশ্বরেকর্ড। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আইসিসি-র কোনও বড় টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে প্রথম দুই সংস্করণের ফাইনালে পৌঁছেও, দু'বারই হারল ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট টিম। সেই সঙ্গে প্রথম বার কোনও পুরুষ ক্রিকেট টিম হিসেবে কোহলিরা লজ্জার পাশাপাশি যন্ত্রণার নজির গড়ল। মহিলা বিশ্বকাপের উদ্বোধনী দুই সংস্করণের ফাইনালে পৌঁছেও, দু'বারই হেরে রানার্স হতে হয়েছিল ইংল্যান্ডকে। মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী দুই সংস্করণে নিউজিল্যান্ড ফাইনালে উঠেছিল। কিন্তু ফাইনালে দু'বারই হারে। আর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধনী দুই সংস্করণের ফাইনালে পৌঁছেও শিরোপা অধরা থাকল ভারতের পুরুষ ক্রিকেট টিমের। দশ বছরের খরা কাটাতে পারল না ভারত। আরও একবার নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করল অস্ট্রেলিয়া।

এশিয়া কাপের আসর বসবে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কায়

দুবাই, ১১ জুন ঃ পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কায় হতে পারে আগামী এশিয়া কাপ ক্রিকেট। ২০২৩ এশিয়া কাপের জন্য পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রস্তাবিত 'হাইব্রিড মডেল' অনুমোদন পেতে পারে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলে (এসিসি)। ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফোতে প্রকাশিত এক রিপোর্টে এ কথা বলা হয়েছে। আয়োজক পাকিস্তানের সাথে নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বেছে নেওয়া হবে শ্রীলঙ্কাকে। নিরপেক্ষ ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে ভারতের ম্যাচগুলো। হাইব্রিড মডেল অনুসারে, পাকিস্তানে চার বা পাঁচটি ম্যাচ হতে পারে। ভারতের সবগুলো ম্যাচ হবে শ্রীলঙ্কায়। এমনকি ভারত ফাইনালে উঠলেও, নিরপেক্ষ ভেন্যুতে হবে চূড়ান্ত ম্যাচটি। এই সপ্তাহের শেষ দিকেই চূড়ান্ত ঘোষণা জানাতে পারে এসিসি। ১ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। পাকিস্তানের মাটিতে সবগুলো ম্যাচ লাহোরে অনুষ্ঠিত হবে। সম্ভাব্য অনুমোদনে এশিয়া কাপ নিয়ে অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে পারে। এশিয়া কাপের সাথে জড়িত আছে আইসিসি ইভেন্টও। এ বছর ভারতে অনুষ্ঠেয় ওয়ানডে বিশ্বকাপ নিয়ে সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছিলো। সেই সাথে পাকিস্তানের মাটিতে ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও। কেননা ভারত-পাকিস্তান পরস্পর দুই দেশ সফরে রাজি নয়। এশিয়া কাপের এমন সমাধানে বিশ্বকাপে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ভারত সফরের সমস্যারও সমাধান হচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তান সফরে রাজি না হওয়ায় সমস্যা সমাধানে হাইব্রিড মডেলের প্রস্তাব করা হয়। ভারতীয় দলের অস্বকৃতিতে আয়োজক হিসেবে এশিয়া কাপের স্বত্ব ধরে রাখতে মডেল উপস্থাপন করে পাকিস্তান। প্রাথমিকভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে দ্বিতীয় ভেন্যু হিসেবে প্রস্তাব করেছিলো পাকিস্তান। কিন্তু সেপ্টেম্বরে মধ্যপ্রাচ্যের গরম আবহাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বাংলাদেশ। ছয় জাতির আগামী এশিয়া কাপে একই গ্রুপে খেলবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান। এই গ্রুপের অন্য দল নেপাল। ওয়ানডে বিশকাপকে সামনে রেখে এবারের এশিয়া কাপ ৫০ ওভারে অনুষ্ঠিত হবে। অন্য গ্রুপে লড়বে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। ২০২২ আসরের নিয়ম অনুসারে দুই গ্রুপের সেরা দুই দল সুপার ফোরে খেলবে। সুপার ফোরের শীর্ষ দুই দল ফাইনাল খেলবে। ফাইনালে উঠলে টুর্নামেন্টে তিনবার দেখা হবে ভারত ও পাকিস্তানের। ১৩ দিনে সর্বমোট ১৩টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

বাগানের হাতছাড়া হচ্ছে আকাশ

কলকাতা, ১১ জুন ঃ দল বদলে জোর টক্কর মোহনবাগান-মুম্বই সিটি এফসির। জেসন কামিন্স এবং অনিরুদ্ধ থাপার লড়াইয়ে বাণিজ্য নগরীর দলকে টেক্কা দিয়েছিল সবুজ মেরুন। তবে আকাশ মিশ্রকে সম্ভবত ছিনিয়ে নিতে চলেছে মুম্বই। ট্রান্সফার মার্কেটের খবর অনুসারে নিজামের শহর থেকে আকাশের গন্তব্য হতে চলেছে মুম্বই। দল বদলের শুরু থেকেই হায়দরাবাদের ফুটবলারদের টার্গেট করে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। গত মরসুমে হায়দরাবাদের জার্সিতে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেন প্রতিশ্রুতিমান এই ভারতীয় ফুটবলার। ফলে মোহনবাগানের দল গঠনের দায়িত্বে থাকা কর্তারা টার্গেট করেন আকাশকে। কিন্তু আকাশকে দলে নিতে অল আউট ঝাঁপায় লিগ শিল্ড বিজয়ী মুম্বইও। আইএসএল চ্যাম্পিয়ন এবং লিগ শিল্ড বিজয়ী দুই দলের মধ্যে লড়াই জমে উঠে। সূত্রের খবর, মোহনবাগানকে পেছনে ফেলে মুম্বই এই লড়াইয়ে এগিয়ে গিয়েছে। গত বছরই হায়দরাবাদের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি বাড়িয়েছিল আকাশের সঙ্গে, ফলে যে দলই তাঁকে নিক দিতে হবে মোটা অঙ্কের ট্রান্সফার ফি। আকাশ মিশ্রের জন্য ৩ কোটি টাকা ট্রান্সফার ফি দিতেও রাজি ছিল মোহনবাগান। তবে মুম্বই সিটির প্রস্তাব হায়দরাবাদের কাছে আরও আকর্ষণীয় ছিল। প্রায় তিন কোটি টাকার ট্রান্সফার ফির সঙ্গেই হায়দরাবাদ সোয়াপ ডিলে মুম্বই থেকে নিচ্ছে ভিগনেশ দক্ষিণামূর্তিকে। শেষ মরসুমে মানোলো মার্কুয়েজের হায়দরাবাদে অন্যতম সেরা অস্ত্র হয়ে উঠেছিলেন আকাশ। গত তিন মরসুমে ৬২ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন উদীয়মান এই প্রতিভা। হায়দরাবাদ এফসির হয়ে গত মরসুমের আইএসএল-এ লেফট ব্যাক হিসাবে দারুণ খেলেছিলেন আকাশ। ওভারল্যাপ করে ফরোয়ার্ডদের লক্ষ্য করে নিখুঁত ক্রস বাড়ানোর পাশাপাশি ওভারল্যাপে উঠে এসে প্রতিপক্ষের বক্সেও হানা দিতে পারেন আকাশ। আকাশ শেষ পর্যন্ত মোহনবাগানের হাতছাড়া হলেও খুব একটা সমস্যা হবে না ফেরান্দোর। কারণ তাঁর হাতে রয়েছেন শুভাশিস বোস। আকাশ দলে এলে বরং শুভাশিস দল ছাড়তে পারতেন। সোমবার থেকে নতুন মরসুমের অনুশীলন শুরু করছে মোহনবাগান। আপাতত কলকাতা লিগের জন্য যুব দলের কোচিং করাবেন বাস্তব রায়।

একসাথে ৬ ফুটবলারকে বাদ দিল চেন্নাই

চেন্নাই, ১১ জুন ঃ বিশ্ব ফুটবলের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় ফুটবলে শুরু হয়েছে দলবদলের পালা। খুলে গিয়েছে ট্রান্সফার উইন্ডো। নতুন মরসুমের জন্য নিজেদের সেরা দল তৈরি করে নিচ্ছে আইএসএল-এর দলগুলি। সেরা দল তৈরি করার লক্ষ্যে একসঙ্গে অনেক পুরনো প্লেয়ার ছাড়তেও দ্বিধাবোধ করছে না ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। এর আগে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান নতুন প্লেয়ারদের সই করিয়েছে। ছেড়েছে অনেক পুরনো খেলোয়াড়দের। এবার সেই দলে যোগ দিল চেন্নাইয়িন এফসি। দক্ষিণ ভারতের এই দলটি একসঙ্গে ৬ ফুটবলারকে বিদায় জানিয়েছে। গত মরসুম একেবারেই ভালো কাটেনি চেন্নাইয়িন এফসির জন্য। আইএসএলের ১০দলীয় টুর্নামেন্টের অষ্টম স্থানে মরসুম শেষ করে তারা। যা নিয়ে রীতিমতো ফুটবলারদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি। সেই ফলস্বরূপ একসঙ্গে ছয়জন ফুটবলারকে আগামী মরশুমের জন্য দলে রাখতে চায়নি। দক্ষিণ ভারতের এই দলটি যাদের ছেড়ে দিল তারা হলেন নাসের আল খায়াতি, জুলিয়াস ডুকার, ওয়াফা হাখামনেশি, ফালৌ ডিয়ানে, কোয়ামে কারিকারি এবং পেটার স্লিসকোভিচ। এদের মধ্যে রয়েছেন তিনজন ফরোয়ার্ড। দু'জন ডিফেন্ডার ও একজন মিডফিল্ডার। জুলিয়াস ডুকার, কোয়ামে কারিকারি এবং পেটার স্লিসকোভিচ ফরোয়ার্ড হিসাবে নিজেদের নাম লিখেছিলেন চেন্নাই দলে। ওয়াফা হাখামনেশি ও ফালৌ ডিয়ানে ছিলেন ডিফেন্ডার হিসেবে। এবং একজন মিডফিল্ডার যাকে চেন্নাই ছেড়ে দিয়েছে তিনি হলেন নাসের আল খায়াতি। এই ৬ ফুটবলারকে ছাড়ার কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করেছে চেন্নাইয়িন এফসি। তবে তাদের পরিবর্তে দলে কাদের নেওয়া হবে সেই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও বিবৃতি জারি করেনি তারা। দলের ফুটবলারদের ছাড়ার পাশাপাশি প্রধান কোচেরও পরিবর্তন করেছে এই দল। চেন্নাইয়িন এফসি তাদের প্রধান কোচ টমাস ব্রডারিকের সঙ্গে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত সরকারি ভাবে ঘোষণা করেছে। গত চার বছরে এই নিয়ে পাঁচবার কোচ বদল করল তারা। ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানানো হয়েছে, থমাস আপনার মূল্যবান অবদান এবং স্মৃতির জন্য অনেক ধন্যবাদ। পুরনো কোচের বিদায় ঘন্টা বাজালেও নতুন কে দায়িত্ব নিতে চলেছেন সেই বিষয়ে কিছু খোসলা করা হয়নি। তবে ফুটবলার এবং কোচ বদল দেখে বড় পরিবর্তনের বিষয়ে আঁচ করাই যায়। এখন এটাই দেখার আগামী মরসুমে কেমন ভাবে ঝাঁপায় চেন্নাইয়িন এফসি। কয়েকটি ম্যাচে চেন্নাইয়ের হেড কোচের দায়িত্ব সামলেছেন থমাস। তাঁর কোচিংয়ে ক্লাবের খেলায় ধারাবাহিকতার অভাব স্পষ্ট ছিল। তিনি মোট ২৮ টি ম্যাচে দলের প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন। যার মধ্যে ১০ টি ম্যাচে দল জিতেছে।

প্রমান চাইল পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ বিগত মাস ধরেই ব্রিজভূষণকে নিয়ে চর্চা হচ্ছে চারিদিকে। অভিযোগ উঠেছে তিনি নাকি দুই মহিলা কুস্তিগিরকে যৌন হেনস্তা ও অন্যায় ভাবে স্তন স্পর্শ করেছেন। এখন দুই মহিলা কুস্তিগিরকে সেই অভিযোগেরই প্রমাণ দিতে নির্দেশ দিল্লি পুলিশ। ভারতীয় রেসলিং ফেডারেশনের সভাপতি বিজ্রভূষণ তাদের যে অন্যায় ভাবে আলিঙ্গন করেছে তাঁর স্বপক্ষে ছবি বা ভিডিয়ো পুলিশকে দেখাতে হবে। যেটা দেখে প্রমাণিত হতে পারে ব্রিজভূষণ অন্যায় করেছেন। গত ২১ এপ্রিল দুই মহিলা কুস্তিগির দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন বিজ্রভূষণের নামে। তাদের সাথে যৌন হয়রানি, স্তনে হাত দেওয়া এবং খারাপ আচরণ করা হয়। এই ঘটনা ঘটে ওয়ার্ম আপ ম্যাচে এবং নয়াদিল্লির ডব্লুএফআই অফিসের মধ্যে। দুই মহিলা কুস্তিগিরের কথায় উঠে এসেছে একাধিক ঘটনা। দিল্লির একজন সিনিয়র পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, ৯১ নং ধারা অনুযায়ী ৫ জুন মহিলা কুস্তিগিরদের একটি নোটিশ পাঠানো হয়। এবং তাদের কাছে একদিন সময় দেওয়া হয় সব প্রমাণ পেশ করার জন্য। কিন্তু একজন মহিলা কুস্তিগির দাবি করেন তাঁর কাছে ব্রীজভূষণের নামে যে প্রমাণ ছিল তা ইতিমধ্যেই তারা পেশ করেছেন। তবে পুলিশ এখন সেই প্রমাণের বিবরণ দিতে বলেছে। সেই অভিযুক্ত ঘটনার দিন এবং সময়, এই সব তথ্য পেশ করতে বলেছে। এছাড়াও পুলিশ একজন কুস্তিগির ও তাঁর আত্মীয়কে আলাদা ভাবে নোটিশ পাঠান। যারা অভিযোগ করেছিল ব্রিজভূষণের নামে থানায়.অভিযোগ দায়ের পর তাদের কাছে হুমকি ফোন আসে। এখন সেই ফোন কলেরই রেকর্ডিং বা অডিও চাইছে পুলিশ। এই নোটিশ পাঠিয়েছেন কনট প্লেস থানার নিযুক্ত তদন্তকারী কর্তা। অভিযোগকারী মহিলা কুস্তিগিররা শনিবার থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন, তাদেরকে নাকি মত বদলাতে বাধ্য করা হচ্ছে। আর এজন্য তাদেরকে চাপেও রাখা হচ্ছে।

মেসির প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন হালান্ড

প্যারিস, ১১ জুন ঃ শেষের পথে ফুটবল মরসুম। শনিবার রাতেই হয়ে গেল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফয়সালা। এবার চর্চা শুরু ব্যালন ডি'অর নিয়ে। বিশ্ব ফুটবলে কয়েক বছর আগেও এই লড়াই ছিল মেসি-রোনাল্ডোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে সিআরসেভেন এই লড়াই থেকে অনেকটাই ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর পরিবর্তে উঠে এসেছেন বেঞ্জিমা, এমবাপেরা। তবে ২০২২-২৩ মরসুমে এই লড়াই মূলত মেসির কঠিনতম প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে চলেছেন হালান্ড। চলতি মরসুমে দুরন্ত ছন্দে ম্যান সিটির স্ট্রাইকার। সিটির হয়ে জিতলেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেতাব। তার আগে অবশ্য সিটির হয়েই এফএ কাপ ও প্রিমিয়ার লিগের খেতাব জয়ের নজির রয়েছে তাঁরই দখলে। চলতি বছরের ইউরোপ সেরার লড়াইয়ে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচে গোল না করতে পারলেও, হালান্ড গোটা টুর্নামেন্টে ১১টি ম্যাচে গোল করেছেন ১২টি। ইপিএলে ৩৫টি ম্যাচে ৩৬টি গোল রয়েছে নরওয়ের এই ফুটবলারটির। যা রেকর্ড ইপিএলের ইতিহাসে। ফলে ব্যালন ডি'অরের লড়াইয়ে প্রবল ভাবেই থাকবেন হালান্ড। তবে তাঁর দেশ নরওয়ে হওয়ায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে সেভাবে নজর কাড়ার সুযোগ হয়নি তাঁর। ফলে ভোটাভুটির লড়াইয়ে হালান্ডের ভরসা ক্লাব ফুটবলের দুরন্ত পারফরম্যান্সই। হালান্ডের লড়াই মূলত মেসির সঙ্গে। তবে বেশ কিছু কারনে নরওয়ের স্ট্রাইকারকে টেক্কা দিতে পারেন আর্জেন্টাইন রাজপুত্র। দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন। ৩৬ বছর পর দেশকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন। বিশ্বকাপের আসরেই এলএম টেনের পকেটে রয়েছে ৭টি গোল। গোলের জন্য পাস দিয়েছেন ৫টি। সবেশেষে যেটি মেসির পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল কাতার বিশ্বকাপের সেরা ফুটবলারও নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। সুতরাং সেই দৌড়ে মেসি অবশ্যই হালান্ডের থেকে এগিয়ে রয়েছেন। পাশাপাশি ক্লাব ফুটবলে পিএসজির হয়ে দারুন একটা মরসুম কাটিয়েছেন মেসি। লিগ ওয়ান খেতাব জিতেছেন। ব্যক্তিগত নৈপূণ্যে বার বার দলকে জিতিয়েছেন। অন্যদিকে হালান্ডের ব্যক্তিগত নৈপূণ্য অবশ্যই আছে। তবে তাঁর সাফল্য অনেকবেশি দলগত। দলগত শক্তিতেই চলতি মরসুমে দুরন্ত সাফল্য পেয়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। অন্যদিকে বড় ম্যাচে জ্বলে উঠতে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন হালান্ড। ইউরোপ সেরার লড়াইয়ে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচে গোল পান নি। বার বার বড় ম্যাচে তাঁর প্রত্যাশা থাকলেও তিনি তা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন। এই বিষয়টিও হালান্ডের বিপক্ষে যেতে পারে। চলতি বছর ব্যালন ডি'অর পুরস্কার ৩০ অক্টোবর প্রদান করা হবে। সামাজিক মাধ্যমে 'ফ্রান্স ফুটবল' জানিয়েছে, আগামী ৩০ অক্টোবর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০২২-২৩ মরসুমের ব্যালন ডি'অর বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। অবশ্য তার আগে ৬ সেপ্টেম্বর পুরস্কারের জন্য মনোনীত ফুটবলারদের নাম প্রকাশ করবে তারা।

ব্যালন ডি'অর প্রাপ্তির লড়াই

কোরিয়াকে হারিয়ে জুনিয়র এশিয়া কাপ জিতল ভারত

টোকিও, ১১ জুন ঃ ইতিহাস গড়ল ভারতের জুনিয়র মহিলা হকি দল। রবিবার জাপানে চারবারের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে প্রথমবার জুনিয়র পর্যায়ে মহিলা এশিয়া কাপ জিতল টিম ইন্ডিয়া। ভারতের হয়ে দুটি গোল করেন অন্নু এবং নীলম। দক্ষিণ কোরিয়ার একমাত্র গোলটি করেন পার্ক সিও ইয়ন। সেই ঐতিহাসিক জয়ের পর ভারতের জুনিয়র মহিলা দলের জন্য আর্থিক পুরস্কার করেছে হকি ইন্ডিয়া। প্রত্যেক খেলোয়াড় পাবেন দু'লাখ টাকা। প্রত্যেক সাপোর্ট স্টাফকে এক লাখ টাকা দেবে হকি ইন্ডিয়া। উল্লেখ্য, পুরুষদের জুনিয়র হকি এশিয়া কাপও জিতেছে ভারত। অর্থাৎ জুনিয়র পর্যায়ে পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগেই এখন এশিয়াকে শাসন করছে টিম ইন্ডিয়া। রবিবার জুনিয়র মহিলা এশিয়া কাপ ফাইনালের প্রথম কোয়ার্টারে কোনও দল গোল পায়নি। খেলার গতির বিপরীতে ২২ মিনিটে ডেডলক ভাঙেন অন্নু। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন তিনি। সেমিফাইনালে জাপানের বিরুদ্ধে যে সহজ সুযোগ ফস্কে দেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করেন। তবে বেশিক্ষণ লিড ধরে রাখতে পারেনি ভারত। তিন মিনিট পরেই গোল শোধ করেন পার্ক। ডানদিক থেকে দুরন্তভাবে উঠে আসে কোরিয়া। ডানদিক থেকেই গোল করে যান পার্ক। তারপর ৪১ মিনিটে ভারতকে ফের এগিয়ে দেন নীলম। কোরিয়ার গোলকিপারের ডানদিক থেকে বলটা জালে জড়িয়ে দেন। যে লিডটা শেষপর্যন্ত ধরে রাখে ভারত। তবে যে কোনও মুহূর্তে গোল হজম করতে পারতেন প্রীতিরা। কারণ একের পর এক পেনাল্টি কর্নার উপহার দিচ্ছিল ভারত। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় কোরিয়া। ফাইনালে ম্যাচের নির্বাচিত হয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক প্রীতি। তিনি জানান, রাউন্ড-রবিন পর্যায়ে কোরিয়ার বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করার পর নিজেদের কৌশল ভালোভাবে তৈরি করে নিয়েছিল ভারত। প্রীতির কথায়, কোরিয়ানদের চ্যালেঞ্জ টপকাতে কোন কোন জায়গায় আমাদের উন্নতি করতে হবে, সে বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল। ফাইনালে স্নায়ুর চাপ বেড়ে গিয়েছিল। আমরা জানতাম যে বিশেষ কিছু করার জন্য দলগতভাবে আমাদের সেরা ম্যাচটা খেলতে হবে। আর সেটাই করেছি। দেশকে গর্বিত করে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। অপরাজিতভাবে এবারের জুনিয়র মহিলা এশিয়া কাপ জিতেছে ভারত। সেইসঙ্গে মহিলা জুনিয়র মহিলা বিশ্বকাপের টিকিটও পেয়ে গিয়েছে। যা চলতি বছরের শেষের দিকে চিলিতে হবে।

মুহূর্তটা শুধুই উপভোগ করতে চাইছেন পেপ গার্দিওলা

ইস্তাম্বুল, ১১ জুন ঃ ইন্টার মিলানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেতাব জয়ের পর ম্যানচেস্টার সিটির গর্বিত কোচ পেপ গার্দিওলা বলেছেন তার দলের এই কৃতিত্ব 'তারার মাঝে লেখা হয়ে গেছে'। স্প্যানিশ স্ট্রাইকার রড্রির ৬৮ মিনিটের গোলে ইন্টারকে হারিয়ে সিটি ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাকর ট্রফিটি নিজেদের করে নেয়। তুরস্কের আতাতুর্ক স্টেডিয়ামে দ্বিতীয়ার্ধে ইন্টার বেশ কিছু সুযোগ নষ্ট করে ম্যাচে ফিরতে পারেননি। গার্দিওলা ম্যাচ শেষে বলেছেন, এই জয়টা বেশ কঠিন ছিল। আমার ছেলেরা আজ দুর্দান্ত খেলেছে। বিরতির সময় আমি তাদের ধৈর্য্য ধরার কথা বলেছি। এখানে ভাগ্যের সহায়তারও প্রয়োজন হয়। এডারসন হয়তো কোনটা মিস করতে পারতো, যে কারনে ম্যাচটি ড্র হয়ে যেত। কিন্তু দিন শেষে পুরো ম্যাচটি তারার মাঝে রচিত হয়ে গেছে এবং পুরোটাই আমাদের পক্ষেই থেকে যাবে। বার্সিলোনার হয়ে ২০০৯ ও ২০১১ সালে দু'বার জয়ের পর এনিয়ে তৃতীয়বার কোচ হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতলেন গার্দিওলা। এছাড়া এবারের মরশুমে প্রিমিয়ার লিগ ও এফএ কাপে জয়ের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে সিটি ঐতিহাসিক ট্রেবল জয়ের কৃতিত্ব দেখালো। গার্দিওলার দল শেষ ২৮ ম্যাচে মাত্র একটিতে পরাজিত হয়েছে। সিটি বস বলেছেন, বিশ্বকাপের পর দলটি একধাপ এগিয়ে গেছে এবং এতে আমরা সবাই ট্রফির ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। এখন শুধুমাত্র এই আনন্দ উপভোগ করতে চাই। হোটেলে ফিরে গিয়ে পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে জয় উৎসব করতে চাই। ম্যানচেস্টারে সোমবার প্যারেড আছে। ট্রেবল জয় সত্যিই বেশ কঠিন ছিল। অ্যালেক্স ফার্গুসনের পর দ্বিতীয় কোচ হিসেবে কোন ইংলিশ ক্লাবকে ট্রেবল উপহার দিলেন গার্দিওলা। এ সম্পর্কে গার্দিওলা বলেছেন, স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের পাশে থাকতে পেরে আমি সত্যিই সম্মানিত বোধ করছি। আজ সকালে আমি ফোনে ফার্গুসনের কাছ থেকে বার্তা পেয়েছি যা আমাকে অনুপ্রানিত করেছে। তার সাথে থাকতে পারাটা সৌভাগ্যের। ২০০৮ সালে আবু ধাবি ভিত্তিক মালিকের অধীনে সিটির পুনরুত্থান শুরু হয়। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি আসরে সাফল্যের খুব কাছে গিয়ে হতাশ হতে হয়েছে। দুই বছর আগে অল-ইংলিশ ফাইনালে চেলসির কাছে হারটা ছিল দারুন হতাশার। গত মরশুমে সেমিফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে পরাজয় বরণ করতে হয়। গার্দিওলা স্বীকার করেছেন ইউরোপে খেলতে আসা সব দলই ভাল। এখানে জিততে হলে প্রতিটি ম্যাচেই কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়। ফাইনালে ইন্টারও বেশ ভাল খেলেছে। গার্দিওলার মতে এই আসরে এগিয়ে যেতে হলে ভাগ্যের সহায়তা লাগে। ১৯৯২ সালে বার্সিলোনার খেলোয়াড় হিসেবে চ্যাম্পিয়ান্স লিগ জয় করেছিলেন ৫২ বছর বয়সী গার্দিওলা। ইউরোপের নতুন রাজা হিসেবে সিটির যাত্রা শুরু হলো বলে গার্দিওলা বিশ্বাস করেন, একটি খেতাব জিতে আমরা হারিয়ে যেতে চাই না। এই কারনে আগামী মরশুমের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এখানে এমন অনেক দল আছে যারা একটি বা দুটি খেতাব জিতে হারিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা তেমন হতে চাই না। একইসাথে আমি আরো বলতে চাই এটা সিটির জন্য অনেক বড় স্বস্তির বিষয়। এখানকার সবাই এই ট্রফিটির জন্য মুখিয়ে ছিল। এখন তারা আর আমাকে জিজ্ঞেস করবে না সিটি কি কোনদিন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে পারবে না। গত তিন দশকে রিয়াল মাদ্রিদ যেভাবে এই আসরে আধিপত্য দেখিয়েছে সিটির পরবর্তী লক্ষ্য এখন সেটাই।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615